পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1645, Saturday, September 06, 2025 *FREE* www.parichoy.com

মোদির ওপর চরম ক্ষুব্ধ ট্রাম্প, আগামী এক-দুই মাসের মধ্যেই নাকি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ক্ষমা চাইবে ভারত

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- বিভিন্ন দেশে শরণার্থী ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশীদের আবেদন শুধুই বাড়ছে - ৫ম পাতায়
- ট্রাম্প ও ভান্সের ফোনেও কান চিনা হ্যাকারদের: আমেরিকায় বড় সাইবার হানা! প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য এখন চিনের হাতে? - ৫ম পাতায়
- জর্জিয়ার সাভান্নায় হুন্দাই কারখানায় ইমিগ্রেশান অভিযান, ক্ষেপেছে দক্ষিণ কোরিয়া - ৫ম পাতায়
- হার্ভার্ডের অনুদান বাতিল করতে পারবেন না ট্রাম্প - ৬ষ্ঠ পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী করা জাপানি গাড়ির শুল্ক প্রায় অর্ধেক কমালেন ট্রাম্প- ৬ষ্ঠ পাতায়
- ট্রাম্পের চোখরাঙানির মধ্যেও রাশিয়ার সঙ্গে তেলের সম্পর্কে জড়াচ্ছে পাকিস্তান- ৭ম পাতায়
- বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাজ্যের সংসদে আলোচনা - ৮ম -১০ম পাতায়পাতায়
- বাংলাদেশে ১০ জনে ছয়জন ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত - ৮ম পাতায়
- বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে চার 'হাতিয়ার': হামলা, মামলা, হুমকি, মব -৯ম পাতায়
- অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে সাংবিধানিক সংস্কারে বিএনপির 'না'-৯ম পাতায়

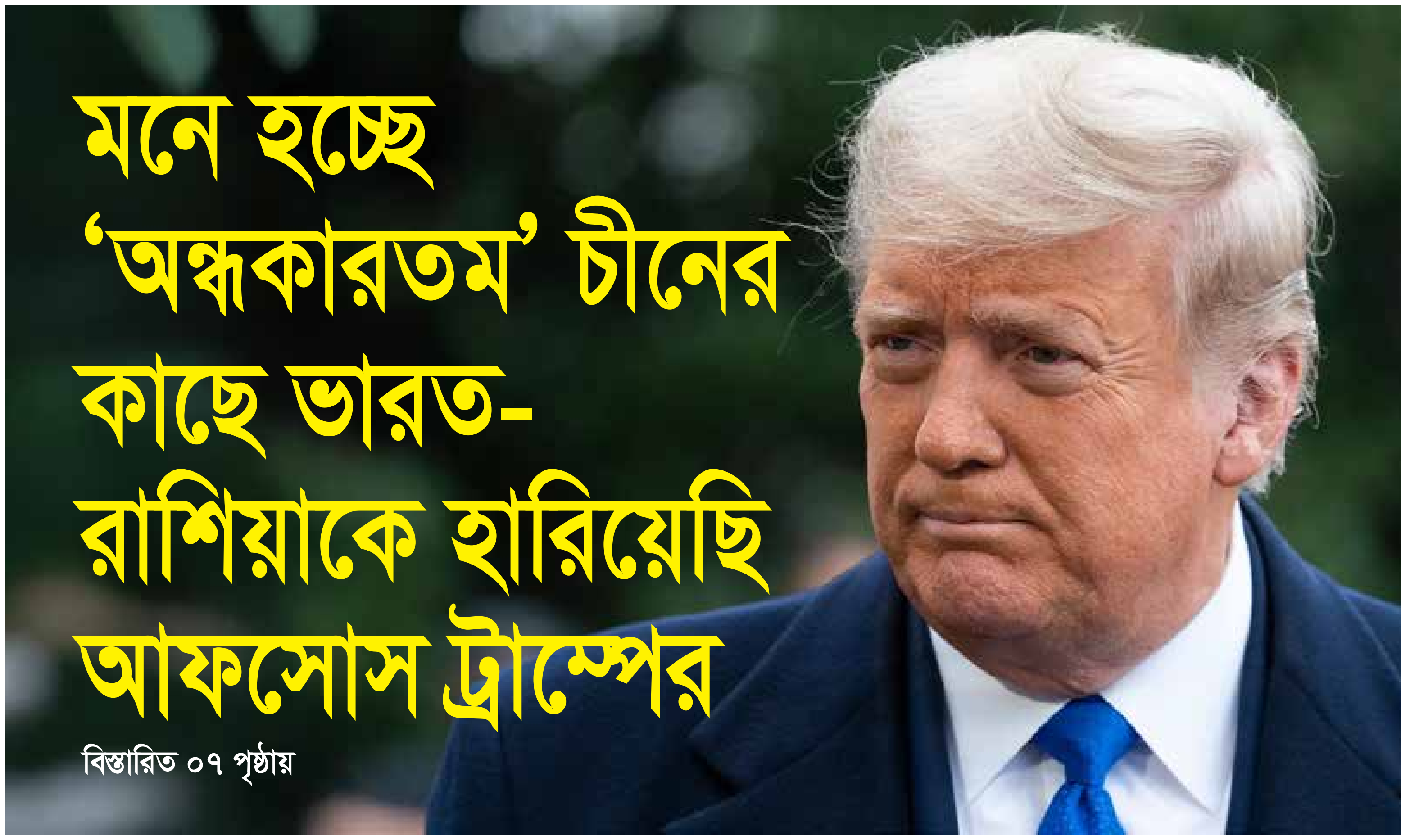

মনে হচ্ছে 'অন্ধকারতম' চীনের কাছে ভারত-রাশিয়াকে হারিয়েছি আফসোস ট্রাম্পের

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে চার 'হাতিয়ার': হামলা, মামলা, হুমকি, মব

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন: ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Attorneys at Law
Accident cases
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Sales Tax
- Payroll
- Business Tax & Audit
- Business Setup
- IRS Tax Problem resolution
718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Proprietary School Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● 'আমাকে দেখানোর জন্যই এ সব করেছে, আমি দেখেওছি'! চিনের সামরিক কুচকাওয়াজ নিয়ে ট্রাম্প রোবট এখানে চলে এসেছে। ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পরিচালিত দশকগুলোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শিশুদের প্রস্তুত করাটা আমাদের দায়িত্ব।' - যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্টলেডি মেলানিয়া ট্রাম্প।

● বাংলাদেশে ফেরার সিদ্ধান্ত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিতে হবে, দরকার হলে ডকুমেন্ট দেবে সরকার - পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন

● 'ডিসেম্বরে যারা নির্বাচন করার কথা বলেছে, তারাই এখন নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা নির্বাচন নয়, আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে। - স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

● 'আমরা শেখ হাসিনাকে চাই না, বঙ্গবন্ধুকে চাই, জয় বাংলা চাই।'-কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম

● দেশের সাধারণ মানুষ, যাদের বিদেশে যাওয়ার সক্ষমতা নেই, তাঁরা দেশের চিকিৎসায় ভরসা রাখেন। সাধারণ মানুষ যেখানে বিদেশে চিকিৎসা নিতে পারে না, সেখানে আমি কীভাবে বিদেশে যাই? দেশের চিকিৎসার প্রতি সব সময় আস্থা ছিল। সেই চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা ফেরাতে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে দেশেই চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। - জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান

● জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা আইনের শাসন ও গণতন্ত্রের প্রতি নগ্ন আঘাত - জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

● 'আমি বিশ্বাস করি বিএনপিই একমাত্র দলড়্যারা দেশকে রক্ষা করতে পারে। -বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু

আরো ৩০ বাংলাদেশিকে হাতকড়া শিকল পরিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত

পরিচয় ডেস্ক : হাতে হাতকড়া ও পায়ে শিকল পরিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও ৩০ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। গত ৪ঠাবৃহস্পতিবার রাতে তাদের বহনকারী বিশেষ ভাড়া করা উড়োজাহাজটি ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়।

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মুখপাত্র ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মাসুদ দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, ৩০ বাংলাদেশি নাগরিককে নিয়ে আসা চার্টার্ড ফ্লাইটটি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকায় অবতরণ করে। ওয়াশিংটন যাদের ফেরত পাঠিয়েছে, তাদের মধ্যে এক নারীও আছেন।

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার প্রত্যক্ষদর্শী কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উড়োজাহাজটি অবতরণের পর তিন ঘণ্টা রানওয়েতে ছিল।

ওই তিন ঘণ্টায় উড়োজাহাজের যাত্রীদের হাতকড়া ও শিকল খোলা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ও বিমানবন্দরের সূত্ররা জানান, উড়োজাহাজ থেকে বের হয়ে আসার পর রানওয়ে পর্যন্ত শিকল বেধেই তাদের নিয়ে আসা হয়। বিমানবন্দরের এরাইভাল লাউঞ্জে পৌঁছানোর আগেই সবাইকে শিকলমুক্ত করে দেয়া হয়। এ সময় কাউকে তাদের কাছে যেতে দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে রাত ২টার দিকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাদের বিমানবন্দরের ভেতর আনা হয়। এ সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ টিম, কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ টিম ও মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় উপস্থিত সাংবাদিকরা ছবি তোলার চেষ্টা করলে তারা বাধার মুখে পড়েন। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের পক্ষ থেকে তাদের বাড়ি পৌঁছানোর জন্য অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দীর্ঘ যাত্রা ও শিকল পরে থাকার কারণে আগতরা ছিলেন বিধ্বস্ত। এ সময় নোয়াখালীর ২২ বছর বয়সী তরুণ আব্দুল্লাহ হতাশা প্রকাশ করে বলেন, 'এই লম্বা যাত্রায় পুরোটা সময় হাতে পায়ে দাগী আসামীদের মতো শিকল পরিয়ে রেখেছিলো। একে তো দেশে ফেরত আসার বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

২০২৪ সালে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশীদের আশ্রয়ের আবেদন

দেশ	আবেদন	দেশ	আবেদন
ইতালি	৩৩,৪১৫	আয়ারল্যান্ড	১,০০৭
কানাডা	১৫,৭৩৬	গ্রিস	৭৭০
যুক্তরাজ্য	৭,২২৫	জাপান	৫৬৮
ফ্রান্স	৬,০৩১	দ. আফ্রিকা	৪১৯
যুক্তরাষ্ট্র	১,৮৩৯	স্পেন	৪১৯

সূত্র : ইউএনএইচসিআর

বিভিন্ন দেশে শরণার্থী ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশীদের আবেদন শুধুই বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় (অ্যাসাইলাম) চেয়ে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত ১০টি দেশের নাগরিক সবচেয়ে বেশি আবেদন করেছেন। তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ভিসা বা বৈধভাবে বসবাসের পরিবর্তে যুক্তরাজ্যে পৌঁছে বাংলাদেশীদের ৮৭ শতাংশ রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেছেন। এর মধ্যে অধিকাংশই দেশটিতে প্রবেশ করেছেন অবৈধ উপায়ে। ইউরোপের আরেক দেশ ইতালিতেও রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। চলতি বছরে অন্তত ১৬ হাজার বাংলাদেশীর বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্প ও ভান্সের ফোনেও কান চিনা হ্যাকারদের

আমেরিকায় বড় সাইবার হানা! প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য এখন চিনের হাতে?

পরিচয় ডেস্ক : বড়সড় সাইবার হানার শিকার আমেরিকা। 'সল্ট টাইফুন' নামক একটি চিনা হ্যাকারগোষ্ঠী এই হানার নেপথ্যে রয়েছে। এক বছরের বেশি সময় ধরে তদন্তের পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন মার্কিন গোয়েন্দারা। অভিযোগ, গত বছর দীর্ঘ সময়ের জন্য আমেরিকার বিভিন্ন সংস্থার নেটওয়ার্ক হ্যাক করা হয়েছিল। চিনা হ্যাকারদের মধ্যে এই গোষ্ঠীকেই আপাতত 'সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী' বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। মার্কিন গোয়েন্দারা সম্প্রতি একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, মোট ৮০টি দেশে চিনের এই হ্যাকারেরা জাল বিস্তার করেছে। যে ভাবে নিঃশব্দে তারা তাদের কাজ করে গিয়েছে, তাতে আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক নাগরিকের তথ্যই তারা হাতে পেয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ টেলিযোগাযোগ সংস্থাগুলিকে নিশানা বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

জর্জিয়ার সাভান্নায় হুন্দাই কারখানায় ইমিগ্রেশান অভিযান

ক্ষেপেছে দক্ষিণ কোরিয়া

পরিচয় ডেস্ক : জর্জিয়া ষ্টেটের সাভান্নায় দক্ষিণ কোরিয়ার গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হুন্দাইর কারখানায় অভিযান চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশ্রান কর্তৃপক্ষ ৪৫০ জনকে আটক করেছে। যার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ কোরীয়

নাগরিকরাও। জর্জিয়ার ব্রায়ান কাউন্টিতে অবস্থিত হুন্দাইয়ের একটি ইলেকট্রিক গাড়ি তৈরির কারখানায় এই অভিযান চালানো হয়। এক বছর আগে চালু হওয়া তিন হাজার একরের এই বিশাল উৎপাদন কেন্দ্রটি ঘিরে ইমিগ্রেশ্রান কর্তৃপক্ষের এই অভিযান ব্যাপক চাঞ্চল্যের জন্ম দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রেরহোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ জানিয়েছে, অবৈধ কর্মসংস্থান ব্যবস্থা ও অন্যান্য গুরুতর ফেডারেল অপরাধের বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে দ্রুত শুনানির আর্জি আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টে, বাণিজ্যের দর কষাকষিতে সমস্যা হচ্ছে মেনে নিল ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক : আমেরিকার ১৯৭৭ সালের একটি আইনড় 'ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ার্স অ্যাক্ট'-কে ব্যবহার করে এই শুল্কনীতিকে কার্যকর করেছেন ট্রাম্প। এই আইনবলে জরুরি অবস্থার সময়ে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একতরফা কিছু পদক্ষেপের ক্ষমতা রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের।

শুল্ক মামলার দ্রুত শুনানির জন্য আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানাল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়েছেন ট্রাম্প। ওই শুল্ক আরোপের অনেক সিদ্ধান্তকেই 'বেআইনি' বলে মনে করছে আমেরিকার ফেডেরাল সার্কিটের আপিল আদালত। ওই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। তাদের বক্তব্য, নিম্ন আদালতের ওই ধাক্কার ফলে অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক দর কষাকষিতে সমস্যার মুখে পড়ছে হোয়াইট হাউস। এ অবস্থায় ওই মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছে তারা।

আমেরিকার সলিসিটর জেনারেল জন সওয়ার যত দ্রুত সম্ভব মামলাটির শুনানির জন্য অনুরোধ করেন সুপ্রিম কোর্টে। ট্রাম্প-আরোপিত শুল্কের বিষয়ে আইনি অবস্থান কী, তা নিশ্চিত করার জন্য আবেদন জানান তিনি। বস্তুত,ট্রাম্পের শুল্কের উপর আপাতত

কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি আমেরিকার আপিল আদালত। তবে আদালত ট্রাম্পকে জানিয়েছে, এ ভাবে শুল্ক আরোপ করা যায় না। জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে শুল্ক আরোপ করতে গিয়ে ট্রাম্প নিজের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছেন বলেও পর্যবেক্ষণ আদালতের। এ অবস্থায় আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত ট্রাম্পকে সময় দিয়েছে আপিল আদালত। ফলে ওই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

হার্ভার্ডের অনুদান বাতিল করতে পারবেন না ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন অন্যায়ভাবে হার্ভার্ডবিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০ কোটি ডলারের অনুদান বন্ধ করেছে বলে জানিয়েছে দেশটির একটি আদালত। গত ০৩ সেপ্টেম্বর বুধবার বোস্টনের ওই আদালত জানায়, গবেষণার জন্য অনুদান বন্ধ করতে পারবে না প্রশাসন। জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা যায়।

মার্কিন বিচারক অ্যালিসন বওরোস আইভি লিগের এই বিশ্ববিবিদ্যালয় সম্পর্কে বলেন, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হোয়াইট হাউসের দাবি মেনে সরকারি নীতি পালন করতে অস্বীকার করাতে অন্যায় প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

হার্ভার্ডের দায়ের করা মামলায় বলা হয়, গত এপ্রিল মাসে ফেডারেল অ্যান্টিসেমিটিজম টাস্কফোর্সের একটি চিঠিতে প্রশাসনিক, শিক্ষাবিষয়ক ও ভর্তি নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের দাবি করা হয়। এসব

দাবি প্রত্যাখ্যান করায় বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রশাসনের প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের শিকার হয়।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অ্যালান গারবার বলেন, 'আমরা অ্যান্টিসেমিটিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে কোনো সরকার নির্ধারণ করতে পারে না যে, একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কী পড়াবে, কাকে ভর্তি বা নিয়োগ দেবে, এবং কোন বিষয়ে গবেষণা করবে।'

ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘাতে, এই রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে একটা বড় জয়।

এর আগে, হার্ভার্ডে বিদেশি ছাত্র ভর্তির উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। প্রশাসনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলাকালীন, গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ প্রথমে স্থগিত করা হয়, যা পরে সম্পূর্ণ কেটে দেওয়া হয়। আদালতের এই রায় টিকে থাকলে, হার্ভার্ডের শত শত গবেষণা প্রকল্পে আবারও প্রাণ ফিরবে বলে মনে করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী করা জাপানি গাড়ির শুল্ক প্রায় অর্ধেক কমালেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: এক নির্বাহী আদেশে যুক্তরাষ্ট্রে জাপানি গাড়ির আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশে নামানোর ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর আগে এই শুল্ক ছিল ২৭.৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক নির্বাহী আদেশে জাপানি গাড়ি আমদানির শুল্ক ২৭.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছেন।

এতে টয়োটা, হোন্ডা ও নিসানের মতো মোটরশিল্পের জায়ান্টদের জন্য অনিশ্চয়তা কিছুটা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, জুলাইয়ে ঘোষিত এ চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হলো। এর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি হওয়া প্রায় সব জাপানি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বের নামজাদা তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির কর্তাদের সঙ্গে নৈশভোজ ট্রাম্পের, অনুপস্থিত মাস্ক! কী বললেন টেসলা কর্তা

পরিচয় ডেস্ক: গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ফ্লোরিডায় আয়োজিত নৈশভোজে যোগ দিয়েছিলেন মেটা (ফেসবুকের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা)-র সিইও মার্ক জাকারবার্গ, অ্যাপল-এর সিইও টিম কুক, মাইক্রোসফট-এর সিইও সত্য নাদেল্লা প্রমুখেরা। তবে নৈশভোজে দেখা যায়নি একদা ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি তথা টেসলা এবং এক্স-এর কর্ণধার ইলন মাস্ককে।

বিশ্বের প্রথম সারির তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির সঙ্গে নৈশভোজ সারলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর ফ্লোরিডায় আয়োজিত এই নৈশভোজে যোগ দিয়েছিলেন মেটা (ফেসবুকের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা)-র সিইও মার্ক জাকারবার্গ, অ্যাপল-এর সিইও টিম কুক, মাইক্রোসফট-এর সিইও সত্য নাদেল্লা, মাইক্রোসফট-এর সহ প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস প্রমুখেরা। তবে নৈশভোজে দেখা যায়নি একদা ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি তথা টেসলা এবং এক্স-এর কর্ণধার ইলন মাস্ককে। মাস্ক নৈশভোজের আমন্ত্রণ পাননি বলে জল্পনা ছড়ায়। তবে এই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন একদা ট্রাম্প প্রশাসনে সরকারি দক্ষতা বিষয়ক দফতরের প্রধান মাস্ক।

আপনি কি ট্রাম্পের দেওয়া নৈশভোজে আমন্ত্রণ পাননি? এই প্রশ্নের উত্তরে মাস্ক বলেন, "আমন্ত্রিত ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, আমি সেখানে যেতে পারিনি। তবে আমার এক জন প্রতিনিধি সেখানে গিয়েছেন।" যদিও হোয়াইট হাউসের এক আধিকারিকের দাবি, আমন্ত্রিতদের তালিকায় মাস্কের নামই ছিল না। তাই গোটা বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তবে ট্রাম্প না-থাকলেও নৈশভোজে ছিলেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাণিজ্যিক ব্যবহারে মাস্কের প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা ওপেনএআই-এর সিইও স্যাম অল্টম্যান।

নৈশভোজে প্রতিটি সংস্থার প্রধানের কাছে ট্রাম্প জানতে চান, তাঁরা কত টাকা আমেরিকায় বিনিয়োগ করবেন। বিনিয়োগের পরিমাণ শুনে খুশি হন তিনি। মশকরা করে বলেন, ''উচ্চ মেধাসম্পন্ন মানুষদের সঙ্গে বসে রয়েছি।'' *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

নিজের মৃত্যুর খবর নিয়ে ক্ষোভ ঝাড়লেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে সম্প্রত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অদ্ভুত খবর ছড়িয়ে পড়ে। এক্সসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে গুজব ছড়ায় যে 'ট্রাম্প মারা

গেছেন'। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ট্রাম্প বলেছেন, তার মৃত্যুর খবরটি পুরোটাই ভুয়া।

ফক্স নিউজ জানিয়েছে, গত ০২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ডোনাল্ড ট্রাম্প তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া গুজব উড়িয়ে দেন।মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি সপ্তাহান্তে 'খুব সক্রিয়' ছিলেন।

ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে নিজের মৃত্যুর বিষয়ে জল্পনাকে 'ভুয়া খবর' বলে জানান ট্রাম্প। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'আমি দুই দিন ধরে কিছু (সম্মেলন) করিনি। তাই তারা বলেছিল তার অবশ্যই কিছু সমস্যা আছে।'

সাংবাদিক ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন, সপ্তাহের শেষ দিকে আপনার মৃত্যু নিয়ে একটা ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ড শুরু হয়। আপনি কীভাবে জানতে পারলেন যে আপনি মারা গেছেন? বিষয়টি কি দেখেছেন?

জবাবে ট্রাম্প জানান, তিনি মিডিয়া ট্রেন্ড হওয়ার বিষয়টি জানতেন না। তবে এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের খবর দেখেছেন। সংবাদমাধ্যমের এ *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন ঠেকাতে মামলা

পরিচয় ডেস্ক: ওয়াশিংটন ডিসির অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান শোয়াল্ব যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজধানীতে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জ দায়ের করেছেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এক্স-এ দেওয়া পোস্টে তিনি বলেন, 'স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সম্মতি ছাড়া এ মোতায়েন বেআইনি। পাশাপাশি এটি ফেডারেল আইনেরও লঙ্ঘন, যেখানে সেনাবাহিনীকে দেশের ভেতরে পুলিশি কার্যক্রমে জড়িত হতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া আছে।'

শোয়াল্ব বলেন, 'ডিসির ক্ষতি

অপরিসীম। ন্যাশনাল গার্ড ইউনিটগুলো আইনসম্মত কর্তৃত্ব ছাড়াই এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রশিক্ষণ ছাড়াই কাজ করছে। তারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে, ভয় ছড়াচ্ছে, আস্থা নষ্ট করছে, উত্তেজনা বাড়াচ্ছে এবং পুলিশ ও তাদের সেবাগ্রহীতা সম্প্রদায়ের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।' মধ্য আগস্টে শুরু হওয়া এই মোতায়েন কখন শেষ হবে ট্রাম্প প্রশাসন এখনো তার স্পষ্ট কোনো সময়সীমা জানায়নি।

তিনি প্রায় ২ হাজার ৩০০ ন্যাশনাল গার্ড সেনা *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

মনে হচ্ছে ‘অন্ধকারতম’ চীনের কাছে ভারত-রাশিয়াকে হারিয়েছি আফসোস ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক : চীন সফরে গিয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী সি চিন পিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তিনি বলেছেন, ‘অন্ধকারতম’ চীনের ভেতরে ভারত ও রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র হারিয়ে ফেলেছে বলে মনে হয়েছে তাঁর।

পুতিন ও মোদি মূলত গত সপ্তাহে চীনের তিয়ানজিন শহরে অনুষ্ঠিত সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সেখানে বিভিন্ন দেশের ২০ জনের বেশি নেতা উপস্থিত ছিলেন। তবে পশ্চিমা কোনো দেশের নেতা ছিলেন না। ওই সম্মেলনে সির সঙ্গে পুতিন ও মোদিকে ঘনিষ্ঠ আলাপ করতে দেখা যায়। এরপর শুক্রবার ৫ সেপ্টেম্বর নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ‘মনে হচ্ছে, অন্ধকারতম-গভীরতম চীনের ভেতরে আমরা ভারত ও রাশিয়াকে হারিয়ে ফেলেছি। একসঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ হোক।’ পোস্টে এসসিও সম্মেলনে একসঙ্গে থাকা সি, পুতিন ও মোদির একটি ছবিও যুক্ত করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ট্রাম্পের ওই পোস্টের বিষয়ে নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে জানতে চেয়েছিলেন সাংবাদিকেরা। তবে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, এ নিয়ে তাঁদের কোনো মন্তব্য নেই। জানতে চাইলে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য করেনি চীনও। আর মন্তব্যের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ক্রেমলিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

শুল্ক নিয়ে ওয়াশিংটন-নয়াদিল্লি উত্তেজনার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ চীনের কাছাকাছি এসেছে ভারত। মোদির চীন সফরের বড় একটি লক্ষ্য ছিল দেশটির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও এগিয়ে নেওয়া। আর রাশিয়া ও চীনের মধ্যে আগে থেকেই উষ্ণ সম্পর্ক রয়েছে। কয়েক দিন আগেই ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি পুতিনের ওপর হতাশ। তবে রাশিয়া-চীন সম্পর্কে অগ্রগতি নিয়ে শঙ্কিত নন।

পুতিনকে নিয়ে ট্রাম্পের হতাশা মূলত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে। তিন বছরের বেশি সময় ধরে চলা এই যুদ্ধ থামাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তবে যুদ্ধবিরতির শর্তে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে ঐকমত্য হচ্ছে না। এরই মধ্যে গত বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প বলেন, শিগগিরই পুতিনের সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। রয়টার্স

মোদির ওপর চরম ক্ষুব্ধ ট্রাম্প আগামী এক-দুই মাসের মধ্যেই নাকি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ক্ষমা চাইবে ভারত

ভবিষ্যদ্বাণী মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রীর

সাম্প্রতিক সময়ে শুল্কের হুমকির মুখেও যুক্তরাষ্ট্রের শর্তের কাছে মাথানত করছে না ভারত। বরং চীন-রাশিয়ার সঙ্গে মোদি সরকারের ঘনিষ্ঠতা নতুন এক মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। এতেই যেন ভারতের ওপর আরও ক্ষেপে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার প্রশাসন। মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক তো করেই ফেললেন কঠিন এক ভবিষ্যদ্বাণী; বলেছেন, রাশিয়ার কাছ জ্বালানি কেনা বন্ধ করে আগামী এক-দুই মাসের মধ্যেই নাকি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ক্ষমা চাইবে ভারত।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এমনই তথ্য দিয়েছে ব্লুমবার্গ।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমটিকে লুটনিক বলেন, আমি মনে করি, এক বা দুই মাসের মধ্যে, ভারত আলোচনার টেবিলে আসবে; তারা বলবে আমরা ক্ষমা চাই। এরপর তারা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে চুক্তি করারও চেষ্টা করবে।

এরপরই ভারতকে সতর্ক করে দিয়ে মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, যদি তারা যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন না করে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে তাদের ৫০ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে।

এর আগে, শুক্রবার সামাজিকমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্ট করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, দেখে মনে হচ্ছে আমরা গভীর অন্ধকার চীনের কাছে ভারত ও রাশিয়াকে হারিয়েছি। আমি তিন দেশেরই সাফল্য কামনা করছি।

তার এ পোস্টের পরই ভারতকে নিয়ে এমন মন্তব্য করলেন মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী। ভারতকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এটা শুধুই ভারতের আস্ফালন, কারণ সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্টের সঙ্গে লড়াই করাটা ভালো লাগা দেয়। কিন্তু দিন শেষে, নিজেদের ব্যবসার স্বার্থেই তারা আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করবে। মার্কিন এ মন্ত্রী আরও বলেন, ভারত তাদের বাজার খুলবে না, রাশিয়ার তেল কেনা থামাবে না, আর ব্রিকস থেকেও সরবে না। যদি রাশিয়া আর চীনের সঙ্গে জোট বাঁধতে চায় ভারত, তো তারা করুক।

পুতিন-মোদি অতি ঘনিষ্ঠতায় তীব্র প্রতিক্রিয়া যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চীন সফরের শেষ দিনে তাঁকে বারবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেই দেখা গেছে। গত সোমবার ছিল চীনের তিয়ানজিন শহরে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) সম্মেলনের শেষ দিন। সেখানে মোদি ও পুতিনকে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে আলাপ করতে দেখা যায়।

মোদি ও পুতিনের এ ঘনিষ্ঠতা ভালোভাবে নেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। এসসিও সম্মেলনে পুতিনের সঙ্গে মোদির ঘনিষ্ঠতায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ওয়াশিংটন। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেন, ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার তেল কেনার মাধ্যমে দেশটিকে রসদ যোগাচ্ছে ভারত।

পুতিন ও সির সঙ্গে এসসিও সম্মেলনে মোদির বৈঠককে গুরুত্ব দিচ্ছেন না স্কট বেসেন্ট। মোদি এমন এক সময়ে এ সম্মেলনে যোগ দেন, যখন ভারতের আমদানি পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে রাশিয়া থেকে আমদানি করা তেলও রয়েছে।

মার্কিন অর্থমন্ত্রী বেসেন্ট বলেন, ‘সাংহাই সহযোগিতা সংস্থায় এটা প্রতিবছর ঘটে। এটা ঘুরেফিরে সেই একই ঘটনা। দেখুন, এগুলো খারাপ কর্মকাণ্ডে যুক্ত...ভারত রাশিয়ার যুদ্ধযন্ত্রকে জ্বালানি দিচ্ছে, চীনও

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ না করলে রাশিয়ার ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ইঙ্গিত ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক : ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ না করলে রাশিয়ার ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ‘যদি আমি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতিক্রিয়ায় অসন্তুষ্ট হই, তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন কিছু একটা ঘটবে।

৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট কারোল নাভরকির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় সাংবাদিকদের এ কথা বলেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প বলেন, ‘আমার পুতিনের উদ্দেশে কোনো বার্তা নেই, সে জানে আমি কোথায় অবস্থান করছি। সে একদিকে অথবা অন্যদিকে একটি সিদ্ধান্ত নেবে।’

তিনি বলেন, ‘যা কিছু তার সিদ্ধান্ত হবে, আমরা হয়তো খুশি হবো অথবা অখুশি। আর যদি আমরা অখুশি হই, তাহলে আপনারা কিছু ঘটতে দেখবেন।’

যুক্তরাষ্ট্রের

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের চোখরাঙানির মধ্যেও রাশিয়ার সঙ্গে তেলের সম্পর্কে জড়াচ্ছে পাকিস্তান

পরিচয় ডেস্ক : রাশিয়ার সঙ্গে তেল বাণিজ্যের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য প্রবেশে ভারতের ওপর শুল্কের বিশাল বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি, শুল্কের এই বিশাল বোঝা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় হিসেবে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য এখনও চাপ দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এমন পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতের মতোই তেল ও জ্বালানির স্বার্থে

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাজ্যের সংসদে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সে একটি আবেদন উত্থাপিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বক্তব্য দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরবিষয়ক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ক্যাথরিন ওয়েস্ট। পার্লামেন্টের ওয়েবসাইটে আবেদন ও মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয়েছে। মঙ্গলবার হাউস অব কমন্সে দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ডের ওকিং এলাকার সংসদ সদস্য উইল ফরস্টার স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে আবেদনটি উত্থাপন করেন।

আবেদনে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে সহিংসতা, নিপীড়ন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হামলা, ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং সংখ্যালঘুদের ওপর দমনপীড়নের ঘটনা বাড়ছে। নারীদের জনসমক্ষে হয়রানিও উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করেছে। আবেদনে হাউস অব কমন্সকে আহ্বান জানানো হয়, যেন যুক্তরাজ্য সরকার বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি স্বীকার করে এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে জাতিসংঘকে একটি তদন্ত পরিচালনার আহ্বান জানায়। প্রস্তাবিত তদন্তে দমনপীড়নের মাত্রা, দেশের অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে।

আবেদনে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে সহিংসতা, নিপীড়ন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হামলা, ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং সংখ্যালঘুদের ওপর দমনপীড়নের ঘটনা বাড়ছে। নারীদের জনসমক্ষে হয়রানিও উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করেছে। আবেদনে হাউস অব কমন্সকে আহ্বান জানানো হয়, যেন যুক্তরাজ্য সরকার বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি স্বীকার করে এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে জাতিসংঘকে একটি তদন্ত পরিচালনার আহ্বান জানায়। প্রস্তাবিত তদন্তে দমনপীড়নের মাত্রা, দেশের অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে।

এশিয়াতে খেলাপি ঋণের শীর্ষে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ এখন এশিয়ার সবচেয়ে বেশি খেলাপি ঋণের দেশ। ২০২৪ সালে দেশের মোট বিতরণ করা ঋণের ২০ দশমিক ২ শতাংশই খেলাপি হয়ে গেছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

গত মাসে প্রকাশিত এডিবির ননপারফর্মিং লোনস ওয়াচ ইন এশিয়া ২০২৫ প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার। এটা আগের বছরের চেয়ে ২৮ শতাংশ বেশি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এশিয়ার সবচেয়ে দুর্বল ব্যাংকিং ব্যবস্থার দেশ।

এই অঞ্চলে এক বছরে বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের হার বেড়েছে ১১ দশমিক ২ শতাংশ পয়েন্ট, যা অস্বাভাবিক। অন্যদিকে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা গত বছর বিতরণ করা ঋণের বিপরীতে খেলাপি অনুপাত কমাতে পেরেছে। নেপালে সামান্য বেড়েছে, ০.৯ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার বড় অর্থনীতির দেশ ভারত তাদের খেলাপি ঋণ ৩ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে নামিয়ে ২ দশমকি ৫ শতাংশে আনতে পেরেছে, কারণ তারা বড় ধরনের ব্যাংক সংস্কার করেছে।

এডিবি বলছে, দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচ দেশ মিলিয়ে ২০২৩ সালে খেলাপি ঋণ ছিল ৮৬ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন ডলার, যা এশিয়ার মোট খেলাপি ঋণের ১২ দশমিক ৪ শতাংশ। এই অঙ্ক আগের বছরের তুলনায় কমেছে।

কিন্তু বাংলাদেশে উল্টো চিত্র, এখানে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বাড়ছে। ২০২৩ সালে খেলাপি ঋণ ছিল ১৫ দশমিক ৮০ বিলিয়ন ডলার। ২০২০ সালে খেলাপি ঋণের হার ছিল ৭ দশমিক ৭ শতাংশ, যা ২০২৩ বেড়ে হয় ৯ শতাংশ।

এডিবি বলছে, এতে বোঝা যায় বাংলাদেশে ঋণ দেওয়ার নিয়মকানুন দুর্বল এবং খেলাপি ঋণ আদায়ের ব্যবস্থাও কার্যকর নয়।

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, বহু বছর ধরে চলা শিথিল নিয়ম, রাজনৈতিক প্রভাব ও আগের সরকারের দায় এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

তাদের ভাষ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক আগে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করত না। রাজনৈতিক চাপের কারণে বড় ব্যবসায়ীদের ঋণ বারবার নতুনভাবে সাজানো হতো, যেন প্রকৃত খেলাপি চিত্র *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

প্রবাসী আয়ে শীর্ষে ঢাকা, পরে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা

পরিচয় ডেস্ক : বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ যেসব জেলার ব্যাংকের শাখাগুলোতে বেশি এসেছে, চলতি অর্থবছরের (২০২৫-২৬) প্রথম দুই মাস (জুলাই-আগস্ট) সেগুলোর তালিকা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সেখানে প্রবাসী আয়ের শীর্ষে রয়েছে ঢাকা জেলা।

দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম জেলা। অবশ্য দেশের আটটি বিভাগের মধ্যে চট্টগ্রামের ৬ জেলাই প্রবাসী আয়ের শীর্ষ দশের তালিকায় রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগের মোট ১১টি জেলার মধ্যে চট্টগ্রাম রয়েছে শীর্ষ তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে। এছাড়া শীর্ষ দশে আছে কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর। তবে সবচেয়ে কম প্রবাসী আয় এসেছে রংপুর বিভাগের লালমনিরহাট জেলায়।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ জেলাভিত্তিক প্রবাসী আয়ের তথ্য বলছে এসব কথা।

সেখানে দেখা গেছে, গত দুই মাস (জুলাই-আগস্ট) প্রবাসীরা দেশে ৪৮৯ কোটি ৯৮ লাখ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে প্রবাসী আয় ঢাকা বিভাগে এসেছে ২৭৭ কোটি ৮৭ লাখ ডলার। যা শীর্ষ স্থানে উঠে এসেছে। এই বিভাগের মোট ১৩টি জেলার মধ্যে ঢাকা রয়েছে শীর্ষ তালিকার প্রথমে। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে থাকা রোহিঙ্গাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা নেমেছে অর্ধেকের নিচে

পরিচয় ডেস্ক : মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের ১২ লাখের বসবাস এখন বাংলাদেশে। তারা মূলত কক্সবাজার ও ভাসানচরের আশ্রয়শিবিরে শরণার্থীর জীবনযাপন করছে। তাদের খাদ্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বেশির ভাগের জোগানদাতা যুক্তরাষ্ট্র। তবে এক বছরের ব্যবধানে তাদের সহায়তা নেমেছে অর্ধেকের নিচে। এতে তহবিল ঘাটতিতে রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য পরিচালিত অনেক স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। নভেম্বরের পর রোহিঙ্গাদের খাদ্যের সংস্থানেও বড় সংকটের আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

রোহিঙ্গাদের সহায়তায় গঠিত আন্তর্জাতিক তহবিলে শুরু থেকেই একটি বড় অংশের জোগান দিত যুক্তরাষ্ট্র। জাতিসংঘের মানবিক কার্যক্রম সমন্বয় সংস্থার (ওসিএইচএ) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে মোট মানবিক সহায়তা এসেছে ৬৭ কোটি ৯২ লাখ ডলার, যার ৮০ *বাকি অংশ চই পৃষ্ঠায়*

১৯ হাসপাতালে জরিপ

- এ হার গত ১৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ
- এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর 'ইনফ্লুয়েঞ্জা মৌসুম'
- ফেব্রুয়ারি-মার্চে টিকা নেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের

বাংলাদেশে ১০ জনে ছয়জন ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের হার আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। জ্বর-সর্দির উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া ১০ জনের মধ্যে ছয়জনই এ ভাইরাসে আক্রান্ত। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণ বেশি দেখা যায়। হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ানো এ ভাইরাস শ্বাসতন্ত্রকে আক্রান্ত করে। আক্রান্ত হওয়ার বেশি ঝুঁকিতে শিশু, বয়স্ক *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে চার ‘হাতিয়ার’: হামলা, মামলা, হুমকি, মব

পরিচয় ডেস্ক :বাংলাদেশে সাংবাদিকরা হামলা, মামলা, মব আর হুমকির শিকার হচ্ছেন। রাজধানীতে বিচারকের সামনেও সাংবাদিককে মারধরের ঘটনা ঘটেছে ৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার। অথচ বিচারক ছিলেন নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার।

বাংলাদেশে সাংবাদিকরা পুলিশ, সন্ত্রাসী, মাদক পাচারকারীদের হামলা, হুমকির শিকার হচ্ছিলেন ; মিথ্যা মামলা, মব সন্ত্রাসের শিকারওহতে হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। এবার দেশের রাজধানীর বিচারালয়েও হামলার শিকার হলেন সাংবাদিক□ সাংবাদিককে মেরে বীরদর্পে এজলাস থেকে বের হয়ে গেলেন হামলাকারীরা।

মব সন্ত্রাসের শিকার সাংবাদিক পুলিশকে খবর দিয়েও প্রতিকার পান না। উল্টো সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দিয়ে সাংবাদিককেই পাঠানো হয় আদালতে, আদালত থেকে সেই সাংবাদিকের ঠাঁই হয় কারাগারে। সম্প্রতি এমনটিই ঘটেছে সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নার সঙ্গে। সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন আইএফজে

বৃহস্পতিবার এ ঘটনার উল্লেখ করে সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবি জানায়। সেদিনই আদালত প্রাঙ্গনে সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্না কিছু বলতে চাইলে তার হেলমেটের নীচে গলার কাছে চেপে ধরে কণ্ঠরোধ করে পুলিশ।

৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ৮ম তলার ৩০ নাম্বার এজলাসে বিচারকের সামনেই মারধর করা হয় সময় টিভির প্রতিবেদক আসিফ হোসেন এবং বাংলা আউটলুকের বিশেষ প্রতিনিধি মুক্তাদির রশীদ রোমিওকে। মারধরের অভিযোগ আইনজীবী মহিউদ্দিন মাহি ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে।

সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নাকে জামিন শুনানির জন্য আদালতে হাজির করা হয়েছিল। সাংবাদিক রোমিও মঞ্জুরুল আলম পান্নার সঙ্গে কথা বলছিলেন। জানা যায়, তখনই আইনজীবী মহিউদ্দিন মাহি রোমিওকে আদালত থেকে বের হয়ে বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

শেখ মুজিবুর রহমানের উত্তরাধিকার মুছে দিতে চায় বাংলাদেশ : দ্য ডিপ্লোম্যাটের মূল্যায়ন

অমিত রঞ্জন ও ধীময়ী ব্যানার্জি: একটি জাতি গঠন দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। যার জন্য অন্যান্য অনেক উপাদানের পাশাপাশি এমন একজন বীরের প্রয়োজন হয় যাকে দেশের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ গ্রহণ করে। ঔপনিবেশিক-পরবর্তী দেশগুলোতে এই ধরনের বীর মূলত সেই ব্যক্তিকে গণ্য করা হতো, যিনি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করে দেশকে স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করেছিলেন। একজন দেশনায়ক, মানুষ হিসেবে নিখুঁত নাও হতে পারেন। আর তাই একটি গণতন্ত্রে, তার কিছু সিদ্ধান্ত পরবর্তী প্রজন্মের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ এবং সমালোচিত হয়। গণতন্ত্রের বিপরীতে একটি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় একজন শাসক প্রায়শই তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দেশের নায়কের ভাবমূর্তি ব্যবহার করে থাকেন। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তার ভূমিকা নিয়ে কোনও গুরুতর বিতর্কের সুযোগ দেন না।

এমনই একজন বীর হলেন শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাধর অভিজাতদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দেশের ইতিহাসে মুজিবের অবদানকে বিরোধীরা যতই নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করুক না কেন, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণমূলক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের সময় তার নেতৃত্বের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এই বছর মুজিবের (১৯২০-১৯৭৫) ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মুজিবকে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে হত্যা করা হয়। তার উপর অসন্তুষ্ট সেনা কর্মকর্তারা তাকে হত্যা করেন। ১৯৭৫ সালের পর সামরিক শাসনের অধীনে হোক বা সামরিক-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার অথবা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নেতৃত্বাধীন সরকার, মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য আখ্যানগুলোও জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই বছরগুলোতে বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে সাংবিধানিক সংস্কারে বিএনপির ‘না’

পরিচয় ডেস্ক : বিএনপি বলছে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের আগে তারা কোনো সাংবিধানিক সংস্কার সমর্থন করবে না। তাদের যুক্তি, এ ধরনের পরিবর্তন হতে হবে সংসদে।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজকে দেওয়া এক চিঠিতে দলটি জানায়, কেবল সাংবিধানিক সংশোধন ছাড়া যেসব প্রস্তাব রয়েছে, সেগুলোই অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে কার্যকর করতে পারে।

ঐকমত্য কমিশন জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত চাইলে গত বুধবার বিএনপি এই চিঠি পাঠায়।

চূড়ান্তকরণের অপেক্ষায় থাকা জুলাই সনদে ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে দুই দফা আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ৮৪টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম

আলমগীর স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, ওসাংবিধানিক সংস্কারের সব প্রস্তাব নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার দুই বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে৺

বিএনপি সতর্ক করেছে, জুলাই সনদকে ওসাংবিধানিক দলিল্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করা বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতে নানা পরিকল্পনা ইসির

পরিচয় ডেস্ক : প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকার নিশ্চিতে নানা কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী বছরের জানুয়ারির মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করতে চায় তারা। পোস্টাল ব্যালটে ভোটিং প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নিবন্ধন অ্যাপ তৈরি, ব্যালট মুদ্রণ এবং দেশের বাইরে ব্যালট-আনা নেওয়ার কাজ শেষ করতে এই সময়সীমা ধরা হয়েছে। বর্তমানে এ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট শাখা।

আগামী বছরের রোজার আগে ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নির্বাচনের রোডম্যাপ বা পথনকশা ঘোষণা করেছে ইসি। ভোটের তপশিল ঘোষণা হবে ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে। এই লক্ষ্যে সর্বাত্মক নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করেছে সাংবিধানিক এই সংস্থাটি।

এবার প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য প্রথমবারের মতো পোস্টাল ব্যালটে ভোট নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ইসি। তবে প্রবাসী ভোটারদের (ওসিভি) পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে (আইসিপিভি) সরকারি কর্মকর্তা ও নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এবং জেলে বা আইনি হেফাজতে থাকা ব্যক্তিরাও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। প্রবাসীদের পোস্টাল ভোটিংয়ের জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন করে অনলাইন নিবন্ধন ও ভোটদান পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে ইসি। এজন্য আইটি সাপোর্টেড পোস্টাল ভোটিংয়ের নানা কর্মপরিকল্পনা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

পোস্টাল ব্যালটে ভোটিংয়ের সম্ভাব্য ব্যয় নিয়েও পরিকল্পনা চলছে ইসিতে। এরই মধ্যে প্রবাসীদের ভোটদান পদ্ধতি উন্নয়নে একটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। যাতে ৪৯ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আর ব্যালট আনা নেওয়ায় কত ব্যয় হতে পারে তা ভোটের আগে জানা যাবে। ইসির প্রাথমিক ধারণা, এতে কমপক্ষে ৪০০ কোটি ব্যয় হবে। তবে চাহিদা চূড়ান্ত হলে ব্যয় কমতে পারে। ইসি সচিবালয়ের নির্বাচন পরিচালনা শাখা এবং বাজেট ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখার কর্মকর্তারা বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিদেশে সভা বা প্রচার করা যাবে না

পরিচয় ডেস্ক : নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী বিদেশে কোনো জনসভা, পথসভা, সভা-সমাবেশ বা কোনো প্রচার-প্রচারণা করতে পারবেন না। নির্বাচনী প্রচারে পোস্টার ব্যবহার করা যাবে না। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর সংশোধিত আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর চূড়ান্ত খসড়ায় এসব বিধান যুক্ত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, সংশোধিত আচরণ বিধিমালার চূড়ান্ত খসড়া ভেটিংয়ের জন্য গত মঙ্গলবার আইন মন্ত্রণালয়ে বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরেছে তবে দারিদ্র্য ও বৈষম্য বেড়েছে

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন বলেছেন, গত তিন বছরের তুলনায় বর্তমানে দেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরেছে। স্থিতিশীলতার কারণ হচ্ছে, অর্থনীতির অস্থিতিশীলতার পেছনে যারা ছিলেন, তারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। দেশ থেকে অর্থ পাচার বন্ধ হয়েছে। হুন্ডি কমে গেছে, বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসছে বেশি। ব্যাংকের লুটপাট বন্ধ হয়েছে। তবে ক্ষুদ্র পর্যায়ে অবস্থার অবনতি হয়েছে। ব্যক্তি বিনিয়োগ, মজুরি হার, দারিদ্র্য ও বৈষম্য আগের চেয়ে বেড়েছে।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত মোয়াজ্জেম হোসেন স্মারক বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। আলোচনার বিষয় ছিল 'সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের পথ'। প্রয়াত মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন

ইআরএফের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও ইংরেজি দৈনিক দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক। ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের চেয়ারম্যান ও আইসিসিবি সভাপতি মাহবুবুর রহমান মোয়াজ্জেম হোসেনের অবদান তুলে ধরেন। রাজধানীর পুরানা পল্টনে ইআরএফ কার্যালয়ে সংগঠনের সভাপতি দৌলত আক্তার মালার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

জাহিদ হোসেন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক শুল্ক আরোপ প্রসঙ্গে বলেন, ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্কের অনিশ্চয়তা বাংলাদেশের জন্য সুযোগ। ভারত ও চীনের ওপর ট্রাম্প প্রশাসন যে হারে শুল্ক আরোপ করেছে, তাতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে অতিরিক্ত ২০৫ কোটি ডলার রপ্তানি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

আগস্টে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ৩ শতাংশ কমেছে

পরিচয় ডেস্ক : অর্থবছরের দ্বিতীয় মাসেই পণ্য রপ্তানি কিছুটা হোঁচট খেল। রপ্তানি কমেছে আগের বছরের একই মাসের চেয়ে ৩ শতাংশের মতো। রপ্তানি আয় কমেছে ১১ কোটি ডলারের কিছু বেশি। গত আগস্ট মাসে রপ্তানির পরিমাণ নেমে এসেছে ৩৯২ কোটি ডলারে, যা আগের বছরের একই মাসে ছিল ৪০৩ কোটি ডলারেরও বেশি।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস গত জুলাইয়ে রপ্তানি বেড়েছিল প্রায় ২৫ শতাংশ। সে অবস্থা থেকে হঠাৎ নেতিবাচক হওয়ার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কহার নিয়ে অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তিকে দায়ী করছেন রপ্তানিকারক উদ্যোক্তারা।

তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি এবং অনন্ত গার্মেন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচাল এনামুল হক খান সমকালকে বলেন, রপ্তানি কমে যাওয়ার মতো এ মুহূর্তে বড় কোনো কারণ নেই। একমাত্র মার্কিন পাল্টা শুল্ক ইস্যু ছাড়া। আগস্ট মাসের ১ তারিখে ২০ শতাংশ হারে শুল্ক ঘোষণার আগপর্যন্ত বড় একটা উদ্বেগ-অনিশ্চয়তা ছিল। ভারতের শুল্ক কমতে পারে বলেও একটা অনুমান ছিল। সে

বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়

ডলারের বিপরীতে সবচেয়ে বেশি অবমূল্যায়িত বাংলাদেশের টাকা

পরিচয় ডেস্ক : ডলারের বিপরীতে দ্বিপক্ষীয় শক্তিশালী বাণিজ্য রয়েছে এমন দেশগুলোর মুদ্রার তুলনায় বাংলাদেশের টাকার মান সবচেয়ে বেশি কমেছে। গত বছরের মার্চ থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত এক বছরে টাকার মান কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ। বিপরীতে একই সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকটে থাকা শ্রীলংকা ও কম্বোডিয়ার মুদ্রা শক্তিশালী হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সদ্য প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালের মার্চে ডলারের বিপরীতে

বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়

খাদের কিনারে বাংলাদেশের পর্যটন খাত

পরিচয় ডেস্ক : প্রকৃতি বাংলাদেশকে দুহাত উজাড় করে দিয়েছে পর্যটন সম্পদ। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত, রহস্যে ঘেরা বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, চোখজুড়ানো কাপ্তাই লেক, সবুজে ঘেরা চা-বাগান, মেঘের ভেলায় ভাসা সাজেক, রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট, পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালী, প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন, বৈচিত্র্যময় খাবার ও সংস্কৃতি, পদ্মা-মেঘনার ইলিশ, ঐতিহাসিক নিদর্শন মহাস্থানগড়, ষাটগম্বুজ মসজিদ, খানজাহান আলীর মাজারের মতো অসংখ্য প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী পর্যটন উপকরণ ছড়িয়ে আছে দেশজুড়ে। অথচ স্বাধীনতার ৫৩ বছর পার করেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে না দেশের পর্যটন খাত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু পর্যটনের ওপর ভর করে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে পারে।

অফিশিয়াল-এস্তা ডট কম নামের একটি ওয়েবসাইট ২০২০ সালে পর্যটন খাতের সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানমুখী দেশগুলোর তালিকা প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায় বাংলাদেশে প্রতি ১০০ জন বিদেশি পর্যটকের বিপরীতে কর্মসংস্থান হয় ৯৪৪ জনের, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পর্যটক বাড়লে শুধু বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভই বাড়বে না, দূর হবে বেকারত্বও। কিন্তু নিরাপত্তাঘাটতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নাজুক ও অপরিকল্পিত যোগাযোগ অবকাঠামো, পর্যটন সেবায় অপেশাদারত্ব, তথ্য ঘাটতি,

মাত্রাতিরিক্ত আবাসন ব্যয়, আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় বিনিয়োগে অনাগ্রহ ও পর্যটকদের চাহিদামাফিক আন্তর্জাতিক মানের সেবার ঘাটতিতে খুঁড়িয়ে চলছে সম্ভাবনাময় এই খাতটি।

পর্যটনের নাজুক অবস্থা নিয়ে কথা হয় একাধিক ট্যুর অপারেটর প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে। তাঁরা বলেন, 'বাংলাদেশের পর্যটন খাতে দেশিবিদেশি ষড়যন্ত্র আছে। খাতটিকে সামনে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। বাংলাদেশিরা বিদেশে গিয়ে ওই দেশের জনপ্রিয় বিভিন্ন জিনিস কিনে নিয়ে আসে। অর্ধেক অর্থই ব্যয়ই হয় কেনাকাটায়। আমরা বিদেশিদের হাতে আমাদের ঐতিহ্যবাহী কোনো পণ্য তুলে দিতে পারছি না। অর্ধশতাধিক জিআই পণ্য থাকলেও সেগুলো পর্যটকদের জন্য সহজলভ্য করা হয়নি। পর্যটকরা চান দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে ব্যতিক্রমী কিছু। উন্নত বিশ্বের কোনো বিলিয়নিয়ার ভ্রমণে বের হয়ে পাঁচ তারকা হোটেলে না উঠে পাহাড়ের চূড়ায় বা ভয়ংকর জঙ্গলে তাঁবু গাড়েন রাত্রি যাপনের জন্য। এমন অ্যাডভেঞ্চারের ব্যবস্থা নেই এখানে।'

এদিকে নতুন অবকাঠামো ও আন্তর্জাতিক মানের সেবা চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশকে অন্যতম পর্যটনবান্ধব গন্তব্যে পরিণত করার লক্ষ্যে তৈরি মহাপরিকল্পনা এখনো কাগজকলমে

বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

চীন ও ভারতীয় পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্ক, বাংলাদেশের লাভ কী?

পরিচয় ডেস্ক : বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী চীন ও ভারত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি এই দুটি দেশের ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করেছে। এটিকে বাংলাদেশের জন্য আর্শীবাদ মনে করছেন পোশাক ব্যবসায়ীরা।

তবে ব্যবসায়ীরা সতর্ক করেছেন, এখনই খুশি হওয়ার কিছু নেই। কারণ এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলো এই সুবিধার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ ও চীনা পণ্যের ওপর ৩০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। তবে এই দুই দেশের তুলনায় বাংলাদেশের আরোপিত শুল্কের পরিমাণ কম। ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। এতে বিদেশি ব্যবসায়ীরা চীন ও ভারতের বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের দিকে ঝুঁকছেন। ফলে বৈশ্বিক বাজারে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত

বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়

THE ONLY BANGLADESHI OWNED HOMECARE PPL FACILITATOR

DHCARE

DHCARE HOMECARE

LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY

বাংলাদেশী মালিকানাধীন লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি

আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT

DHCARE NY LLC

(718) 459-0180

FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

যুক্তরাজ্যে অপরাধের শীর্ষে ভারতীয়রা, তলানিতে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন ধরনের অপরাধে সবচেয়ে বেশি জড়িত ভারতীয়রা। দেশটির বিচার মন্ত্রণালয়ের নতুন তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সাল থেকে দেশটিতে যৌ..ন অপরাধের দায়ে দণ্ডিত হওয়া বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তালিকার তলানির দিকে রয়েছে বাংলাদেশ। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা যায়। সেন্টার ফর মাইগ্রেশন কন্ট্রোলের (সিএমসি) বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এই ধরনের অপরাধের দায়ে ভারতীয়দের দণ্ডিত হওয়ার হার ২৫৭ শতাংশ বেড়েছে। ২০২১ সালে যেখানে ২৮টি মামলা ছিল, তা বেড়ে ২০২৪ সালে ১০০টিতে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে নাইজেরিয়ার নাগরিকদের দণ্ডিত হওয়ার হার ১৬৬ শতাংশ এবং ইরাকিদের ক্ষেত্রে ১৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।পুলিশ ন্যাশনাল কম্পিউটার (পিএনসি) এর তথ্য দিয়ে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে বিচার মন্ত্রণালয়। সিএমসির বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২১ সালে যৌন অপরাধে জড়িত ছিল ২৮ জন ভারতীয়। ২০২৪ সালে এসে তা দাঁড়ায় ৭২ জনে। এর পরে আছে নাইজেরিয়া, ইরাক, সুদান ও আফগানিস্তানের নাগরিকরা। তালিকার তলানির দিকে রয়েছে বাংলাদেশ।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনায় নতুন রণক্ষেত্র ‘টুথপেস্ট’

পরিচয় ডেস্ক : ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক উত্তেজনা এবার পৌঁছে গেছে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে। মার্কিন ব্র্যান্ড কোলগেট-পামোলিভের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় কোম্পানি ডাবর তাদের পণ্যকে ‘স্বদেশি’ পরিচয়ে তুলে ধরে ভোক্তাদের বিদেশি ব্র্যান্ড বর্জনের আহ্বান জানাচ্ছে।

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আবারও দেশবাসীকে ‘স্বদেশি’ পণ্য ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি শিশুদের বিদেশি ব্র্যান্ডের তালিকা তৈরি করতে এবং শিক্ষকদের সেসব বর্জনের পরামর্শ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

অপরাধমুক্তির ডাক মোদির, কিন্তু নিজের দলেরই ৪০ শতাংশ মন্ত্রী মামলার আসামি

পরিচয় ডেস্ক : অপরাধমুক্ত দেশ গড়ে তোলা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক বার্তা। এ বার্তা দিয়ে সংসদে আনা হয়েছে নতুন বিল, যেখানে বলা হয়েছে, কোনো মন্ত্রী ফৌজদারি মামলায় অন্তত ৩০ দিন জেলে কাটালেই তাঁকে ছাড়তে হবে পদ। এই বিল সামনে রেখে অপরাধমুক্ত রাজনীতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রচারে নেমেছে শাসক দল। কিন্তু বাস্তবে চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।

স্বাধীন গবেষণা সংস্থা অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মসের (এডিআর) তথ্য বলছে, বিজেপির ৩৩৬ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১৩৬ জনের নামে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ৮৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো বেশ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে থাকতে পারবেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় নিপীড়ন এড়াতে ভারতে যাওয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা পাসপোর্ট বা অন্য কোনো ভ্রমণ নথি ছাড়াই সেখানে থাকতে পারবেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশ করা ব্যক্তিরাও এই সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়েছে, ‘আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো ব্যক্তি-হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টানড়যারা

ধর্মীয় নিপীড়ন বা নিপীড়নের আশঙ্কায় ভারতে আশ্রয় *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে পুতিনের দেশ থেকে ইউরোপকে তেল কেনা বন্ধ করতে বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : শুধু রাশিয়াকেই অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল করার কথা বলেলনি ট্রাম্প। চিনের উপরেও অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করার জন্য ইউরোপের নেতাদের ‘আহ্বান’ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য রাশিয়া থেকে তেল না কেনার জন্য ইউরোপের দেশগুলিকে ‘আহ্বান’ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সঙ্গে চিনের উপরেও অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করতে বলা হয়েছে।

গত৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ□েলেনস্কি ও ইউরোপ নেতৃত্বদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে ট্রাম্পের দাবি, রাশিয়া থেকে ইউরোপের দেশগুলি তেল না কিনলেই যুদ্ধের অবসান হবে। কারণ, জ্বালানি বিক্রির টাকা থেকেই নাকি মস্কো যুদ্ধের জন্য

মূলধন পাচ্ছে। ট্রাম্পের দাবি, মাত্র এক বছরে ইউরোপে জ্বালানি (তেল ও গ্যাস) বিক্রি করে প্রায় ১১০ কোটি ইউরো উপার্জন করেছে মস্কো। জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে ইউক্রেনের উপরে রাশিয়ার আক্রমণের পরেই পুতিনের দেশ থেকে জ্বালানি আমদানি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইউরোপ। ২০২৮ সালের ১ জানুয়ারির মধ্যে পর্যায়ক্রমে সেই আমদানি বন্ধ করার কথা ভাবা হয়েছে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রস্তাবও নেওয়া হয়েছে ইউরোপের তরফে।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, শুধু রাশিয়াকেই অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল করার কথা বলেলনি ট্রাম্প। চিনের উপরেও অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করার জন্য ইউরোপের নেতাদের ‘আহ্বান’ জানিয়েছে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহু আকবর
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
Organized By:
GOLDEN AGE HOME CARE
নারায়ে রিসালাত
ইয়া রাসুল আল্লাহ
ঈদে মীলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে
আলোচনা সভা ও মিলাদ
মাহফিল
QIRAAT, NASHEED, SPEECHES, MEELAAD & MUNAJAAT
SCHOLARS, DIGNITARIES QARIS & NAATKHAWANS ARE INVITED
ON THE OCCASION OF EID-E-MILAD-UN-NABI (SAW)
DISCUSSION & MILAD MAHFIL
আলোচক
ইমাম শাইখ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রাব্বানী
ইমাম আহলে বাইত মসজিদ-উডসাইড।
গিয়াস আহমেদ, প্রেসিডেন্ট- জে.বি.বি.এ ইসলামিক চিন্তাবিদ
নাতে রাসুল
ইমাম ক্বারী শাইখ মুসতাঈন বিল্লাহ রাব্বানী
রানো আমেনা নেওয়াজ
ভাইস-প্রেসিডেন্ট, গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার, ম্যানেজিং এডিটর, সাপ্তাহিক আজকাল।
তালহা আলম বিন মোহাম্মদ আলম
ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টার।
ইমাম কাজী কাইয়ুম
সভাপতিত্ব করবেন :
শাহ্ নেওয়াজ
প্রেসিডেন্ট ও সিইও: গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি
646-591-8396
অনুষ্ঠান পরিচালনায় :
শাহ্ শহীদুল হক (সাঈদ)
প্রেসিডেন্ট
ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট ইউ এস এ
347-476-9424
বিশেষ সহযোগিতায়:
ক্যাপ্টেন জেগহ্যাম আব্বাস, এক্সিকিউটিভ অফিসার, ১১৫ প্রিসিংক্ট
স্থান ও সময়ঃ
৮ সেপ্টেম্বর, সোমবার, সন্ধ্যা ৬ থেকে রাত ৯ টা।
ডাইভার্সিটি প্লাজা, জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
বিশেষ কৃতজ্ঞতাঃ এনওয়াইপিডি প্রিসিংক্ট ১১৫
DINNER / LANGAR E MUHAMMADI WILL BE SERVED. SALATUL ASR & MAGHRIB WILL BE HELD @ THE STAGE.

জনগণ জয়ী না হলে সংগ্রাম শেষ হয় না

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সমাজ ও রাষ্ট্রে এখনকার প্রধান বিবেচনার বিষয় কার হাতে টাকা আছে, কার হাতে নেই। যার টাকা আছে সে-ই ক্ষমতাবান; টাকা কোন পথে এসেছে তা কেউ জানতে চায় না। কেননা, জানাই বোধ করি অন্যায় হবে। ঘটনাটা খুবই স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে। সব টাকাই যদি অন্যায় পথে অর্জিত হয়, তাতেও যেন কারও কিছু বলার নেই।

বৈষম্য ব্যাপক মাত্রায় শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার পরপরই। আগেও বৈষম্য ছিল; কিন্তু একাত্তরে জাতির সমষ্টিগত মানুষ যুদ্ধ করেছে, প্রাণ দিয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। ঘরের মেয়েরা নানাভাবে লাঞ্ছনা সহ্য করেছে। যুদ্ধ শেষে তারা চলে গেছে নিজ নিজ পুরোনো অবস্থানে, যে অবস্থান ইতোমধ্যে আগের তুলনায় ভালো হবে কী, আরও খারাপ হয়েছে। তারা কাজ পায়নি। অনেকে দুর্ভিক্ষে পড়েছে। আর যারা বিত্তবান তাদের সুবিধা হয়েছে। তারা একবার ধন বৃদ্ধির সুবিধা পেয়েছিল পাকিস্তান আসায়, আরেকবার পেল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায়। বিত্তবানদের যে অংশ যুক্ত ছিল ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে, তারা তো উৎফুল্ল হলোই, যারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল তাদেরও কোনো অসুবিধা হলো না। রাজাকারদের ভেতর চিকন আলীরাই শুধু ধরা পড়েছিল; স্ফীতরা সহজেই পুনর্বাসিত হয়ে গিয়েছিল। বলাবাহুল্য, আদর্শের জোরে নয়; টাকার জোরে।

যুদ্ধে জনগণের জয় হয়েছে এটা একাত্তরের শেষে এবং বাহাত্তরের শুরুতে সত্য ছিল। মনে হয়েছিল, বিপ্লব ঘটে গেছে। আমরা নতুন রাষ্ট্র তো বটেই, নতুন এক সমাজও পাব। জনগণ বলতে সেই মুহূর্তে ধনী-দরিদ্র সবাইকেই বোঝাত। কেননা, সবাই একসঙ্গে লড়ছিল একটি চিহ্নিত শত্রুর বিরুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের ঐক্য তো টেকেনি। ধনীরা চলে গেছে ধনীদের জায়গায়, বাদবাকিরা পরাজিত মানুষের মতো ফিরে গেছে আগে যেখানে ছিল তার চেয়েও খারাপ জায়গায়।

গত ৫৪ বছরের ইতিহাস এ দেশে ধনীদের আরও ধনী হওয়ার ইতিহাস বটে। ধনী হয়েছে উৎপাদন করে নয়, মূলত লুণ্ঠন করে। কাজটি হানাদাররা শুরু করেছিল, স্থানীয়রা তাকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। একাত্তরে জাতি বিভক্ত হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধা ও রাজকারে। তার পর থেকে বিভক্ত হয়েছে ধনী ও দরিদ্রে। ধনীরা জয়ী হয়েছে গরিবদের হারিয়ে দিয়ে। যেন ধনীকে আরও ধনী করার জন্যই সবকিছু ঘটেছে।

এমন তো কথা ছিল না। লড়াইটা তো কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার ছিল না। ছিল সার্বিক মুক্তির, যে মুক্তির মূল ভিত্তিটাই হওয়ার কথা ছিল অর্থনৈতিক কেবল উন্নয়নের নয়; বৈষম্যহীনতারও। জনগণের আশা কেন তাহলে ভেঙে গেল খান খান হয়ে? গেল এ জন্য যে, সমাজ মোটেই বদলাল না। রয়ে গেল আগের মতোই। রাষ্ট্র বদলাল বটে, কিন্তু সে কেবল বহিরঙ্গ। ভেতরে সে রয়ে গেল আগের মতোই। সেই একই আমলাতন্ত্র, আইনকানুন, অফিস-আদালত, শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রচারমাধ্যম, ধমক-ধামক, ঠাটবাট। শাসক বদলাল, কিন্তু শাসন বদলাল না।

স্বাধীন বাংলাদেশে আশা ছিল, আমাদের রাষ্ট্র হবে গণতান্ত্রিক; তা হয়নি। রয়ে গেছে আগের মতোই আমলাতান্ত্রিক। আশা ছিল, এগোবে সমাজতন্ত্রের দিকে। সে পথ ধরেনি। আটক রয়ে গেছে পুঁজিবাদের সেই পুরোনো খুঁটিতেই। এ রাষ্ট্র পাহারা দেয় না মানুষকে; পাহারা দেয় বিদ্যমান শাসকশ্রেণিকে। সমাজে কোনো বিপ্লব ঘটেনি। সেও রয়ে গেছে আগের মতোই। স্বভাবতই জয় হয়েছে বিত্তবানদের। তারাই ক্ষমতাবান। তারাই সর্বেসর্বা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে গত বছরের গণঅভ্যুত্থান; প্রতিটি বড় পরিবর্তনের পর চিত্র প্রায় অভিন্ন।

সংগ্রাম-যুদ্ধ-গণঅভ্যুত্থানে কি ধনী ঘরের ছেলেরা থাকে না? থাকে না মধ্যবিত্ত তরুণ? অবশ্যই থাকে। কখনও কখনও এমন সময় আসে, সবাই রুখে দাঁড়ায়। কুণ্ঠা করে না; এমনকি প্রাণ দিতেও। মানুষের মধ্যে দুটিই প্রবণতা থাকে; একটা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির, অপরটি অন্যের সঙ্গে মেশার, প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করার। আন্দোলন-সংগ্রামে আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু সংগ্রাম, গণঅভ্যুত্থানে বিজয় এসে যোদ্ধাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। করে দেয় একাকী; অনেক ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ। বিত্তবান ঘরের যোদ্ধারা তখন ভাবতে শুরু করে নিজের কথা। নিজের কষ্ট, আত্মত্যাগ, স্বার্থ এসব বিবেচনা সামনে চলে আসে। সে হয়ে পড়ে স্বার্থপর।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর এটাই ঘটেছিল। যোদ্ধারা যোগ দিয়েছিল তাদের দলে যারা ব্যস্ত তখন নিজ নিজ আখের গুছিয়ে নেওয়ার কাজে। নতুন রাষ্ট্রে এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'অনুকরণীয় আদর্শ'। মনে হয়েছিল

বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে

মহিউদ্দিন আহমদ

শিক্ষক শব্দটা বেশ ভারী। পুরুষ শিক্ষকদের একসময় বলা হতো মাস্টার। নারী শিক্ষক ছিলেন মাস্টারনি। এখন এসব সম্বোধন কেতাব থেকে প্রায় উঠে গেছে। শিক্ষকের কাজ ছাত্র পড়ানো। স্কুলে শিক্ষকেরা একসময় বইপত্র পড়াতে মুষ্ট্যাঘাত আর বেত্রাঘাত চালাতেন সমানতালে। শিক্ষকেরা পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। তখন সম্পর্কটা ছিল গুরু-শিষ্যের। এ নিয়ে একটা কৌতুক আছে। অভিভাবক ছেলেকে টোলে ভর্তি করাতে এসে পণ্ডিতকে বলছেন, 'ছেলেকে আপনার কাছে রেখে গেলাম। মাংস আপনার, হাড্ডি আমার।' এর অর্থ হলো পিটিয়ে-পাটিয়ে ছেলেকে মানুষ করে দেবেন। হাড্ডি না ভাঙলেই হলো। পরিশ্রমী গবেষক আবদুল করিম প্রাচীন পুঁথি ঘেঁটে সারদামঙ্গল থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তুলে এনেছেন:

শিখিতে না পারে তবু শিখাইতে না ছাড়ে
মারিয়া বেতের বাড়িএ ঠেঙ্গা করে।
কভু কভু বান্ধ্যা রাখে বুকে বসে রয়
উচিত করএ শাস্তি যেদিন যে হয়।

এখন ছাত্রদের আর ছাত্র বলা যায় না। ইউনিসেফ শিখিয়ে দিয়েছে, তারা হলো শিশু। তাদের গায়ে হাত কিংবা বেত লাগলে শিশু অধিকার ক্ষুণ্ন হয়, মানবাধিকারে আঘাত লাগে। এ নিয়ে অভিভাবক মামলা করতে পারেন। শিক্ষকেরা এখন অনেক সতর্ক।

মাঝেমধ্যে খবর শুনি, শিক্ষকের দায়িত্ব ছাত্ররা নিয়ে নিয়েছে। শিক্ষক কথা না শুনলে ছাত্ররা তাঁদের ধরে পেটায়। কখনো-সখনো ছাত্রের অভিভাবক শিক্ষককে ডেকে এনে ভর্ৎসনা করেন, চড়ুথাপ্পড় দেন, কান ধরে ওঠবস করান, এমনকি মেরে হাড়গোড়ও ভেঙে দেন।

একসময় শিশুরা গায়ে-গতরে বড় হয়, বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ে। স্কুল-কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সেই সঙ্গে তাদের শৈশব চলে যায়। ডাঙর হওয়ার পর তাদের অনেকের অবস্থা হয় টোলের পণ্ডিতে মতো। তারা সবার ওপর ছড়ি ঘোরায়, এমনকি শিক্ষকের ওপরও। হাল আমলে নাকি শিক্ষকেরা চাকরি ও প্রমোশন পাওয়ার জন্য ছাত্রনেতাদের দরজায় ধরনা দেন। ছাত্রদের সুপারিশে হলের প্রভোস্ট কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি-প্রোভিসি হন।

আজকাল এ রকম সংবাদ প্রায়ই চোখে পড়ে, উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে ছাত্ররা উপাচার্যের অফিস ঘেরাও করে রেখেছে। এক দিন-দুই দিন যায়। পড়াশোনা লাটে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। তারপর সরকার বাহাদুর সিদ্ধান্ত নেন। কপাল ভালো থাকলে উপাচার্যের অন্য কোথাও বদলি। যাঁর কপাল মন্দ, তিনি চাকরি হারান।

আমি ভাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ভার ছাত্রদের ওপর ছেড়ে দিলে কেমন হয়? ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত উপাচার্য। ছাত্রদের পছন্দেই যদি নিয়োগ দিতে হয়ে, তাহলে সরাসরি নির্বাচন দিলে মন্দ হয় না! এই যেমন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়। সেখানে সহসভাপতিসহ অন্যান্য পদে সরাসরি নির্বাচন হয় গোপন ব্যালটে।

পদাধিকারবলে উপাচার্য হলেন ছাত্র সংসদের সভাপতি। তো তাঁকেও তো ছাত্ররা নির্বাচিত করতে পারে। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি যখন ছাত্ররা করতে পারে, তাঁকে নির্বাচিত হয়ে আসার দাবিও তো করা যায়। তাহলে তো আর কথায় কথায় পদত্যাগের দাবি তুলতে হয় না।

একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর খরচপাতিও ছাত্ররা জোগাড় করতে পারে। একটা দৃশ্য কল্পনা করুন: ছাত্ররা তাদের টাকায় তাদের দ্বারা নির্বাচিত উপাচার্য-প্রভোস্ট দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছে। ব্যাপারটার মধ্যে গণতন্ত্র আছে, স্বায়ত্তশাসনও আছে। এ রকম হলে সরকারের 'হস্তক্ষেপের' নালিশ উঠবে না।

এই যে এখন নাগরিকেরা ট্যাক্সের মাধ্যমে টাকার জোগান দেয়, সরকার উপাচার্য নিয়োগ দেয় আর ছাত্রদের কথায় উপাচার্যকে চলতে হয়, এ কেমন ব্যবস্থা? এ রকম তো চলতে পারে না? হয় উপাচার্যের কথা ছাত্রদের শুনতে হবে, না হয় বিশ্ববিদ্যালয়কে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়ে দিতে হবে। তখন ছাত্ররাই সব চালাবে। স্বাধীন-সার্বভৌম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের রাস্তা দিয়ে তারা 'বহিরাগতদের' ঢুকতে দেবে না। এখনো কেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্বাধীনতা ঘোষণা করল না? টেলিভিশনে যা দেখি, খবরের কাগজে যা পড়ি আর পাড়ার চায়ের দোকানে যা শুনি, তাতে মাথা ঠিক রাখা যায় না। আমাদের

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলাদেশে ‘মাফিয়া অর্থনীতি’ দমন কতটা সম্ভব হচ্ছে

শওকত হোসেন

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম জে. বাউমল ২০০৭ সালে গুড ক্যাপিটালিজম, ব্যাড ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড দ্য ইকোনমিকস অব গ্রোথ অ্যান্ড প্রসপারিটি নামের গবেষণামূলক বইয়ে চার ধরনের পুঁজিবাদের কথা বলেছিলেন, যেমন রাষ্ট্রনির্দেশিত পুঁজিবাদ, বড় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পুঁজিবাদ, অলিগার্কিক পুঁজিবাদ ও উদ্যোক্তাভিত্তিক পুঁজিবাদ।

নির্দিষ্ট কিছু শিল্প বা প্রতিষ্ঠানকে বাছাই করে তাদের প্রবৃদ্ধি ও আধিপত্যের জন্য রাষ্ট্র সহায়তা করলে তাকে রাষ্ট্রনির্দেশিত পুঁজিবাদ বলা হয়। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পুঁজিবাদব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হয় বড় বড় করপোরেশনের মধ্য দিয়ে। তবে এর ফলে অলিগোপলি তৈরি হয়, অর্থাৎ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্যোক্তাভিত্তিক পুঁজিবাদব্যবস্থায় অসংখ্য ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা থেকে মৌলিক উদ্ভাবন আসে, যদিও বাস্তবে এমনটা খুব একটা দেখা যায় না।

অলিগার্কিক পুঁজিবাদে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সীমিত কিছু ধনী পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। এ ব্যবস্থায় উন্নয়ন প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রধান লক্ষ্য হলো ক্ষমতা ধরে রাখা ও ধনসম্পদ আরও বাড়ানো। এতে সম্পদ ও আয়ে চরম বৈষম্য তৈরি হয়, ব্যবসায় অন্যরা ঢুকতে পারে না, দুর্নীতি বাড়ে। এর প্রভাবে বিনিয়োগ কমে যায়, অর্থনীতি ধীরে ধীরে স্থবির হয়ে পড়ে ও চোরদের শাসন বা ক্লেপটোক্রেসি বা ক্রনি ক্যাপিটালিজমের দেখা মেলে, যা দুঃশাসনে রূপ নেয়।

বাংলাদেশে যখন চোরতন্ত্রের দেখা মিলল

ক্লেপটোক্রেসি বা চোরতন্ত্র কথাটি প্রথম বলেছিলেন পোল্যান্ডের সমাজবিজ্ঞানী স্ট্যানিস্লাভ আন্দ্রে। তিনি ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত মিলিটারি অর্গানাইজেশন অ্যান্ড সোসাইটি নামের বইতে বলেছিলেন, ক্রনি শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে অভিজাত শ্রেণি নিজেদের এতটাই ধনী করে তোলে যে তারা পুরো দেশকেই দরিদ্র করে ফেলে। আর তখন সেটাকে বলা হয় ক্লেপটোক্রেসি। প্রভাবশালী ম্যাগাজিন দ্য ইকোনমিস্ট নিয়মিতভাবে ক্রনি ক্যাপিটালিজম সূচক প্রকাশ করে। ২০২৩ সালের সূচকে বলা হয়েছিল, ক্রনি পুঁজিপতিদের প্রায় ৪০ শতাংশ সম্পদ এসেছে স্বৈরাচারী দেশগুলো থেকে।

বাংলাদেশে ক্লেপটোক্রেসি বা ক্রনি ক্যাপিটালিজম, অর্থাৎ চোরতন্ত্র সবাই বেশি দেখছে প্রায় দুই দশক ধরে। এ কারণে স্ট্যানিস্লাভ আন্দ্রে ও বাউমলের কথ ামতোই দুর্নীতি ব্যাপক হয়েছে, অর্থনীতিও স্থবির হয়েছে।

বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সর্বোচ্চ আয়বৈষম্যের দেশের একটি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আপাতত চোরতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়েছে। তবে একেবারেই বিদায় নিয়েছে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, চোরতন্ত্র দমন আসলেই কতটা সম্ভব।

চোরতন্ত্র দমন কতটা সম্ভব

আর্থিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ মোটেই সহজ নয়। এটা করতে গেলে অর্থনীতিকে একধরনের মূল্য দিতে হয়। বলা হয়, এতে অর্থনীতির ক্ষতি হয়, গতি কমে যায়। কলম্বিয়ায় মাদকবিরোধী অভিযান শুরু করার পর সেখানে অর্থনীতি আরও খারাপ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

সুতরাং অর্থনীতিকে গতিশীল ও প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে কালো অর্থের প্রবাহ অনেকটাই মেনে নিতে হবে। এই যুক্তিতে সরকারও কালোটাকা দমনে আগ্রহী হয় না। তবে নতুন একটি গবেষণায় এ ধারণাকে পাল্টে দেওয়ার মতো বহু উপাদান আছে।

ব্রুনো বুচেত্তি, মিকেল ফাব্রিজি, এলিসাবেত্তা ইপিনো, ইক্সার্ট মিকেল-ফ্লোরেস ও আন্তোনিও পারবোনেত্তি নামের পাঁচ অর্থনীতিবিদ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের (ইসিবি) গবেষক। ‘সংঘটিত অপরাধ ও ব্যাংক: ঋণ প্রদানে মাফিয়াবিরোধী পুলিশি অভিযানের প্রভাব মূল্যায়ন’ নামে তাঁদের একটি গবেষণা গত জুলাই মাসে ইসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে। এখানে গবেষকেরা দেখিয়েছেন, অপরাধীদের ব্যবসা ভেঙে দিলে তা শুধু আইনশৃঙ্খলার জন্যই নয়, অর্থনীতির জন্যও ভালো। গবেষণাটি করা হয়েছে ইতালির মাফিয়াদের নিয়ে। দেশটিতে মাফিয়া বা বড় অপরাধী সংগঠন চারটি। যেমন সিসিলির কোসা নোস্ত্রা, নেপলস ও আশপাশ অঞ্চলের কামোরা, কালাব্রিয়ার এনদ্রাঙ্গেটা ও পুগলিয়া এলাকার স্যাক্রা করোনা উনিতা। যেখানে সংঘটিত অপরাধ বেশি, সেখানে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচন হতে হবে ফেব্রুয়ারিতেই, সম্ভব হলে আরও আগে

জাহেদ উর রহমান

জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে এই প্রশ্ন জাগতেই পারে যে শেখ হাসিনার পতন এবং পলায়নের এক বছরের বেশি সময় পর আমাদের কারও কারও কী হঠাৎ মনে হলো, অবৈধভাবে হাসিনার ক্ষমতায় থ াকার ক্ষেত্রে দলটি কোলাবরেটর হিসেবে কাজ করেছে? আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবিতে যাঁরা মাঠে নেমেছিলেন, তাঁরা তো একই সঙ্গে জাতীয় পার্টিসহ অন্য কোলাবরেটরদেরও নিষিদ্ধ করার কাজটা সেরে ফেলতেন ‘একই প্যাকেজে’? তা না করে এত দিন পর হঠাৎ করে কেন জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধের দাবি এত কঠোর হয়ে উঠল?

জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ হবে কি না, নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না; কিন্তু বর্তমান সময়ের রাজনীতি এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচনের ‘খেলার’ এক ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছে এই ইস্যু। তাই ঘুঁটি নয়; বরং ‘খেলাটা’ নিয়ে আলোচনা করা এবং বোঝা জরুরি।

দীর্ঘ সময় ভয়ংকর স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালিয়ে এই দেশকে আক্ষরিক অর্থেই ধ্বংস করে দেওয়ার কারণে আওয়ামী লীগের ওপর যৌক্তিক ক্ষোভ জনগণের ছিল। ক্ষোভ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোরও। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার পেছনে এই ক্ষোভ কাজ করেছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু বিষয়টি এতটা সরল নয়। আমি বিশ্বাস করি, এর পেছনে কাজ করেছে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক হিসাবও। ঠিক একই হিসাব কাজ করছে জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ করার দাবির পেছনে। এতে কোনো সন্দেহ নেই, আওয়ামী অপশাসন বাংলাদেশে জেঁকে বসা এবং টিকে থাকার পেছনে জাতীয় পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়েছে। বিএনপি এবং তার সমমনা দলগুলো ছাড়া এই রোডম্যাপ আর কেউ স্বাগত জানায়নি। জামায়াতের নায়েবে আমির আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের এটাকে বলেছেন ‘সুষ্ঠু নির্বাচন ভন্ডুল করার নীলনকশা’। বলাবাহুল্য, দেশের রাজনীতির গভীর পর্যবেক্ষকদের কাছে জামায়াতের এই অবস্থান মোটেও অপ্রত্যাশিত নয়।

নির্বাচন প্রশ্নে জামায়াত, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলন তাদের ইতিবাচক অবস্থান দেখানোর চেষ্টা করলেও নির্বাচন নিয়ে নানা রকম শর্ত দেওয়ায় সংশয় তৈরি করে। নির্বাচনের সঙ্গে সংস্কার, বিচার, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংবিধান প্রণয়ন, এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে আগামী সংসদ নির্বাচনও সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে করার মতো ‘অদ্ভুত’ দাবিও শর্ত হিসেবে এসেছে। দাবি পূরণ না হলে নির্বাচন বর্জন, এমনকি প্রতিহত করার হুমকিও এসেছে।

যে সরকারের অধীনে নির্বাচন হচ্ছে, নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সেই সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে যদি প্রশ্ন থাকে, সেই সরকার যদি কোনো নির্দিষ্ট দলকে ক্ষমতায় নেওয়ার এজেন্ডা থেকে থাকে, কেবল সেই ক্ষেত্রেই ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলোর কোনোটির নির্বাচনে না যাওয়ার যৌক্তিকতা থাকে। তাই নির্বাচনে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিত্যনতুন সব শর্ত এই বার্তা দেয়, শর্তদানকারীরা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন নিয়ে স্বচ্ছন্দ নয়।

রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ না হলেও তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণে আগামী সংসদ নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করতে পারছে না, এটা অনেকটাই নিশ্চিত। ফলে আমাদের নির্বাচনের অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে এটা প্রাথমিকভাবে অনেকেই মনে করেন, জামায়াতে ইসলামী দ্বিতীয় প্রধান দলে পরিণত হয়েছে, যদিও সর্বোচ্চ সমর্থনপুষ্ট দল বিএনপির চেয়ে তার অবস্থান অনেক পেছনে।

জামায়াত যদি এই ‘অনেক পেছনে’ থাকার বাস্তবতা মেনে নিতে পারত, তাহলে সমস্যা ছিল না। কিন্তু দলটি ৫ আগস্টপরবর্তী সময়ে কিছু সময়ের জন্য হলেও হয়তো ভেবেছিল, তাদের অনেক জনসমর্থন তৈরি হয়েছে এবং নির্বাচনে তারা অনেক বেশি আসনে জয়লাভ করবে। সম্ভবত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জামায়াত এবং শিবিরের অ্যাকটিভিস্টদের প্রচুর শোরগোলের কারণে দলটির মধ্যে তো বটেই, নাগরিকদের কারও কারও মধ্যে জামায়াতের জনসমর্থনের বিষয়ে বিভ্রম তৈরি হয়েছে।

ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হলে এনসিপির বয়স এক বছরও পূর্ণ হবে না। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের সামনের সারিতে থাকা অনেকগুলো মুখ দলটিতে থাকার কারণে এবং অন্তর্বর্তী সরকার (প্রধান উপদেষ্টাসহ) দলটিকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই দলটি সংবাদমাধ্যমে খুবই *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAS

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

কিশমিশের যত উপকার

পরিচয় ডেস্ক : শুকনো ফলের মধ্যে কিশমিশ অনেকেরই পছন্দের। ডেজার্টের স্বাদ বাড়াতে এর জুড়ি নেই। কিশমিশ শুধু খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, স্বাস্থ্যও ভালো রাখে। কিশমিশের মতো এর পানিও বেশ উপকারী। তবে তা খাওয়ার নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে।

কীভাবে খাবেন :কিশমিশ পানিতে ফুটিয়ে ২০ মিনিট সেদ্ধ করুন। সারারাত সেই পানি রেখে সকালে খেলে অনেক উপকার পেতে পারেন। যেমন:

১. যারা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছেন তারা সকালে নিয়মিত কিশমিশের পানি খেতে পারেন। এই পানীয় খেলে অ্যাসিডিটি এবং ক্লান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

২. কিশমিশের পানি খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিক হয়। এটা আপনার শরীরে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমাতে সহায়ক।

৩. এতে প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যাভোনয়েড থাকায় ত্বকের বলিরেখা দ্রুত কমাতে সহায়ক।

৪. হজমের সমস্যা মোকাবিলায় কিশমিশের পানি খুবই উপকারী। এটা পান করলে হজম প্রক্রিয়াও ঠিক থাকে।

৫. প্রতিদিন কিশমিশের পানি খেলে লিভার শক্তিশালী হয। এটি মেটাবলিজমের মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক।

রাতে ঘুমানোর আগে এলাচ খেলে মিলবে যে উপকার

পরিচয় ডেস্ক :
এলাচকে বলা হয় 'মসলার রানি'। ঝাল থেকে মিষ্টি খাবারের স্বাদ বাড়াতে এলাচ ব্যবহার করা হয়। শুধু স্বাদ নয়, এলাচের আছে বহু স্বাস্থ্যগত উপকারিতা। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে একটি এলাচ চিবিয়ে খেলেই শরীরের একাধিক উপকার পাওয়া যায়। এলাচে রয়েছে নানা প্রাকৃতিক উপাদান, যা শরীর ও মনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। সুস্থ থাকতে তাই প্রতিদিনের এলাচকে খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন।

জেনে নেওয়া যাক রাতে ঘুমানোর আগে এলাচ খেলে কী কী উপকার পাওয়া যাবে-

১. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে করবে: এলাচে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও মিনারেল, যা শরীরের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। নিয়মিত ঘুমানোর আগে দুধের সঙ্গে এলাচ খেলে ঘুমের সমস্যা দূর হওয়ার পাশাপাশি শরীরের ইমিউনিটি বুস্ট করবে। যা উদ্বেগ ও মানসিক চাপ দূর করতে পারে। তাই নিয়মিত এলাচ মিশ্রিত কুসুম গরম দুধ পান করতে পারেন।

২. অনিদ্রা দূর হবে : কাজের চাপ, প্রতিযোগিতা এবং মানসিক চাপের কারণে অনেকে রাতে ঘুমাতে পারেন না। এমন পরিস্থিতিতে এলাচ আপনাকে সাহায্য করতে পারে। এলাচের সুগন্ধ স্নায়ু শান্ত রাখে, মানসিক চাপ কমায় এবং দ্রুত ঘুম আনতে সাহায্য করে। তাই রাতে ঘুমানোর আগে মুখে দুটি এলাচ রেখে, ভালো করে চিবিয়ে, হালকা গরম পানি পান করে নিন। এতে আপনার ঘুম ভালো হবে।

৩. বদহজম দূর করবে : খাবার হজমে সমস্যা হলে এলাচ হতে পারে সহজ সমাধান। এলাচের ২ থেকে ৩টি দানা চিবিয়ে খেলে গ্যাস্ট্রিক, পেট ফাঁপা কিংবা ভারী খাবারের পর পেটের অস্বস্তি অনেকটাই কমে যায়। ঝাল-মসলাদার খাবার খাওয়ার পর এলাচ খেলে বুকজ্বালা বা বমি বমি ভাবও দূর হতে পারে। এছাড়া এলাচ খিঁচুনি বা ডায়রিয়ার মতো সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

৪. ওজন নিয়ন্ত্রণ করবে : ভুল খাদ্যাভ্যাস, কাজের চাপের কারণে বর্তমানে স্থূলতা খুব সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের মহৌষধ কাঁচাহলুদ

পরিচয় ডেস্ক : আজকের দিনে ডায়াবেটিস সবচেয়ে সাধারণ ও দীর্ঘমেয়াদি রোগগুলোর একটি। এই সাধারণ রোগীই একসময় জটিল রোগে পরিণত হয়। সে কারণে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম এবং ওষুধের পাশাপাশি কিছু ভেষজ উপাদানও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আর এটি একবার হলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে নিয়ম পালন করে যেতে হয়। এর উপযুক্ত সমাধান হচ্ছেড় নিয়মিত ব্যায়াম, সময়মতো খাবার, নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন। সুতরাং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করতে পারে হলুদ। আর এই হলুদ শুধু রান্নার স্বাদ ও রং বাড়িয়ে তুলে না; বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আয়ুর্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসায় ওষুধ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

হলুদ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে প্রধানত এর সক্রিয় উপাদান কারকিউমিনের কারণে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, কারকিউমিনের কিছু বৈশিষ্ট্য রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করতে এবং ডায়াবেটিস-সম্পর্কিত জটিলতা কমাতে সহায়ক হতে পারে। শুরু থেকেই রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। ডায়াবেটিসের সমস্যাকে কখনই পুরোপুরিভাবে নিরাময় করা সম্ভব হয় না। ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অসুস্থতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ডায়াবেটিস মানেই ভয়, এই বুঝি রক্তে শর্করা বেড়ে গেল। আয়ুর্বেদ বলে, ডায়াবেটিস বা মধুমেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে কাঁচাহলুদ হলো মহৌষধ। রোজ সকালে এক টুকরো কাঁচাহলুদ খেলে রক্তে শর্করা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

শুধু আয়ুর্বেদেই নয়, ইউনিভার্সিটি অব নিউক্যাসলের নিউট্রাসিউটিক্যাল রিসার্চ গ্রুপের বিজ্ঞানীরাও তাদের গবেষণায় দাবি করেছেন, হলুদ খেলে কমতে পারে টাইপ টু ডায়াবেটিস। হলুদের মধ্যে থাকা কারকিউমিন ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করতে বড় ভূমিকা নেয়। এ বিষয়ে চিকিৎসকরা বলেন, প্রতিদিন সকালে এক টুকরো কাঁচাহলুদ, আখের গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে খান।

শরীরে দ্রুত শক্তি পেতে কখন কোন ফল খাবেন!

পরিচয় ডেস্ক : দিনভর কাজের চাপে অনেক সময় শরীরে ক্লান্তি ভর করে। অফিস, ক্লাস কিংবা ট্রাফিকের ঝামেলায় আমরা অনেকেই তখন চা-কফির আশ্রয় নিই। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রাকৃতিকভাবে শক্তি পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো সঠিক সময়ে সঠিক ফল খাওয়া।

তাহলে জেনে নিন, কোন সময়ে কোন ফল খেলে শরীরে দ্রুত শক্তি ফেরত পাবেনড়

১. সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর কলা : দিনের শুরুতে একটি কলা খেলে শরীর পায় তাৎক্ষণিক শক্তি। এতে থাকা গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ও সুক্রোজ শরীরকে জোগায় প্রাকৃতিক চিনি। পাশাপাশি কলার পটাশিয়াম পেশি ও স্নায়ুর জন্যও কার্যকরী। ফলে একটি কলা আপনাকে দিনের শুরুতে সতেজ রাখবে।

২. দুপুরের আগে আপেল : অফিসের টেবিলে বসে কিংবা ক্লাসের ফাঁকে এক টুকরো আপেল শরীরকে দেয় ধীরে ধীরে শক্তি। এতে আছে ফাইবার ও প্রাকৃতিক ফ্রুক্টোজ, যা ঘুম ঘুম ভাব কাটিয়ে শরীর ও মনকে সতেজ করে।

৩. বিকালে কমলা বা মাল্টা : দুপুরের খাবারের পর অনেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বিকালে একটি কমলা বা মাল্টা খেলে ভিটামিন সি ও প্রাকৃতিক ফ্রুক্টোজ শরীরে যোগায় নতুন শক্তি। এতে শরীর হয় চাঙ্গা, মনের ক্লান্তিও দূর হয়।

৪. সন্ধ্যায় আঙুর : দিনশেষে শরীর ম্যাজম্যাজে লাগলে কয়েকটি আঙুর খেলে দ্রুত শক্তি মেলে। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় শরীর পায় বাড়তি সুরক্ষা। তবে আঙুরে চিনি বেশি থাকায় ডায়বেটিস রোগীদের অবশ্যই পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে খেতে হবে বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৫. ব্যায়ামের আগে বা পরে খেজুর : যারা নিয়মিত ব্যায়াম বা জিম করেন, তাদের জন্য খেজুর হতে পারে আদর্শ শক্তির উৎস। ব্যায়ামের আগে খেলে তাৎক্ষণিক এনার্জি দেয়, আর পরে খেলে শরীরের হারানো গ্লুকোজ পূরণ করে।

ফল খেয়ে শক্তি পাওয়ার এই অভ্যাস শুধু সাময়িক নয়, দীর্ঘমেয়াদেও শরীরের

লিভারের যত্নে তিন সবজি

পরিচয় ডেস্ক : এখনকার সময়ে কমবয়সি অনেকে ফ্যাটি লিভার ও লিভারজনিত নানা সমস্যায় ভুগছেন। অনিয়মি খাওয়াদাওয়া, তেল-ঝাল খাবার আর অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন লিভারের ওপর অতিরিক্ত চাপ ফেলছে।

লিভারে টক্সিন জমে গেলে শরীরে নানা উপসর্গ দেখা দেয়ড়পেট ব্যথা, প্রসাবের রং গাঢ় হওয়া, পেট ফাঁপা, ত্বকে র্যাশ, ক্লান্তি। এই অবস্থার উন্নতি করতে পারে কয়েকটি সবজি। তিনটি এমন সবজি আছে যা আপনার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটিকে ভালো রাখবে।

ব্রোকলি : ব্রোকলিতে থাকা সালফোরাফেন নামক একটি পদার্থ থাকে যা লিভারের ডিটক্সিফিকেশন করে এনজাইমগুলোকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

বিটরুট : বিটরুটে বিটালাইন নামক একটি পদার্থ থাকে যা লিভারের মধ্যে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায় এবং এটিকে নিরাময় করতে দেয়।

গাজর : গাজরে থাকে উচ্চ পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন। আর এই বিটা-ক্যারোটিন লিভারের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং লিভারে গিয়ে ভিটামিন-এ-তে রূপান্তরিত হয়।

উপকারিতা: ব্রকলি লিভারের ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়াকে উন্নত করে এবং গাজরে থাকা বিটা-ক্যারোটিন লিভারের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই সবজিগুলো নিয়মিত খেলে লিভার ভালো থাকে, এবং লিভারের রোগ হওয়ার ঝুঁকি কমে।

তবে কিছু সবজিতে সালফোরাফেনের মতো যৌগ থাকে যা লিভারে ডিটক্স এনজাইম তৈরি করতে সাহায্য করে। এছাড়া, ব্রকলি, বিটরুট ও গাজরের পাশাপাশি আপনি পালং শাকও খেতে পারেন।

কারণ পালং শাকে থাকে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোফিল যা লিভার থেকে ক্ষতিকারক পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে। লিভারের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য আপনার এসব সবজি খাওয়া উচিত।

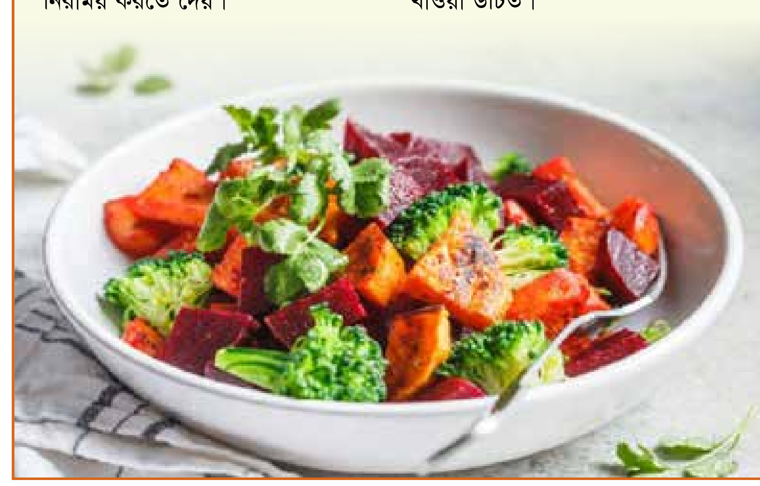

মাংস খেলে ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর ঝুঁকি কমতে পারে জানা গেল গবেষণায়

পরিচয় ডেস্ক : কানাডার ম্যাকমাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছে, প্রাণিজ উৎসের খাদ্যগ্রহণ মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায় না। বরং ক্যানসারজনিত মৃত্যুর বিরুদ্ধে এটি সামান্য হলেও সুরক্ষামূলক প্রভাব রাখতে পারে। বেষণায় ১৯ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রায় ১৬ হাজার প্রাপ্তবয়স্কের খাদ্যাভ্যাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসময় দেখা হয়েছে, তারা সাধারণত কতটা প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন গ্রহণ করেন এবং হৃদ্‌রোগ ও ক্যানসারের মতো বিভিন্ন মৃত্যুর ঝুঁকির সঙ্গে এই খাদ্যাভ্যাসের সম্পর্ক রয়েছে কি না। ফলাফল থেকে দেখা গেছে, প্রাণিজ প্রোটিন বেশি হলেও মোট মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়নি। ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রাণিজ প্রোটিনের একটি ছোট কিন্তু ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনও সামান্য প্রভাব রাখলেও প্রাণিজ প্রোটিনের প্রভাব তুলনায় বেশি ইতিবাচক।

গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে ‘Applied Physiology, Nutrition and Metabolism’ জার্নালে। ম্যাকমাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাইনেসিওলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক স্টুয়ার্ট ফিলিপস বলেন, ‘প্রোটিন নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রচুর বিভ্রান্তি রয়েছে-কে কতটা খাবে, কোন ধরনের খাবে এবং তা দীর্ঘ মেয়াদে স্বাস্থ্যের জন্য কী অর্থ বহন করে।’ তিনি আরও বলেন, ‘যারা প্রমাণনির্ভর ও তথ্যভিত্তিক খাদ্যাভ্যাস পছন্দ করেন, তাদের জন্য এই গবেষণা স্পষ্টতা প্রদান করে।’ গবেষণার প্রধান গবেষক ইয়ান্নি পাপানিকোলাউ জানান, ‘পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য ও ক্লিনিক্যাল গবেষণার ফলাফল একসঙ্গে বিবেচনা করলে দেখা যায়, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ-দুই ধরনের প্রোটিনই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করতে সহায়ক।’

রান্নাবান্না

কড়াই গোস্ত

পরিচয় ডেস্ক : ঝাল-মশলাদার এই রেসিপিটি দিন দুপুরে রুটি বা পরোটার সাথে জমবে দারুণ।
উপকরণ: ১ কেজি গরুর মাংস, পেঁয়াজ কুচি, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, মাংসের মসলা, দারচিনি, এলাচ, জায়ফল-জয়ত্রী বাটা, টক দই, টমেটো কিউব, তেজপাতা, রসুন, তেল, লবণ।
রান্নার পদ্ধতি: মাংস সব মসলায় মেখে ২৫ মিনিট মেরিনেট করুন। প্যানে তেল গরম করে মেরিনেট করা মাংস দিয়ে কষান। সেদ্ধ হয়ে গেলে অন্য কড়াইয়ে টমেটো, রসুন, পেঁয়াজ ভেজে কষানো মাংস দিন। ২-৩ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে ফেলুন।

শিমের বিচি দিয়ে কৈ মাছ একটি সুস্বাদু খাবার, যা মূলত একটি ভুনা বা ঝোল জাতীয় পদ। এই রেসিপিটি তৈরির জন্য কৈ মাছ ভেজে, শিমের বিচি মশলা দিয়ে কষিয়ে, এরপর মাছ যোগ করে রান্না করা হয়। এই পদটি দেশি কৈ মাছ দিয়ে রান্না করলে স্বাদ বেশি ভালো হয়।
উপকরণ: কৈ মাছ. শিমের বিচি
প্রস্তুত প্রণালী: কৈ মাছ হলুদ ও লবণ দিয়ে মেখে তেলে সোনালি করে ভেজে নিতে হবে। এরপর তেল গরম করে গোটা জিরা ও তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে প্রথমে শিমের বিচি দিয়ে কষাতে হবে। তারপর হলুদ, মরিচ, জিরা, ধনে গুঁড়ো, আদা বাটা ইত্যাদি মশলা দিয়ে কষাতে হবে।
মশলা কষানো হলে ভাজা মাছ দিয়ে অল্প পানি মিশিয়ে ভালোভাবে রান্না করতে হবে। সবশেষে ধনে পাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।
কিছু টিপস: এই রান্নাটি ভুনা বা ঝোল দুইভাবেই করা যায়। প্রয়োজনে আলু বা অন্য সবজিও যোগ করা যেতে পারে।

শিমের বিচি দিয়ে কৈ মাছ

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

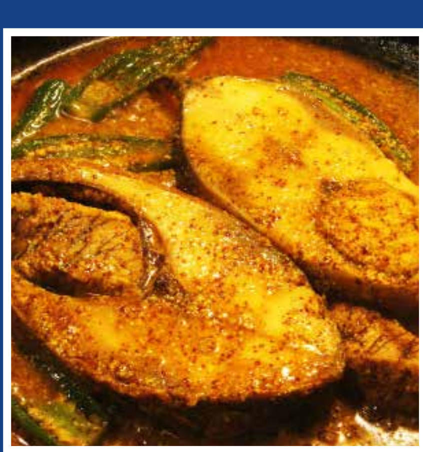

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5556

মুলা দিয়ে গরুর মাংস

পরিচয় ডেস্ক : মুলা দিয়ে গরুর মাংস একটি ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় খাবার, যা মাংসের সাথে মুলা মিশিয়ে রান্না করা হয়। এই রেসিপি সাধারণত কষানো মাংসের সাথে মুলা যোগ করে তৈরি করা হয়, যা একটি চমৎকার স্বাদের সৃষ্টি করে। উপকরণ : গরুর মাংস এক কেজি, পেয়াজ কুচি ২ কাপ, পেয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, কাজু বাদাম পোস্ত জয়েত্রী জায়ফল এলাচি মিলে ২ চা চামচ বাটা, টক দই ২ টেবিল চামচ, হলুদ মরিচ ধনিয়া গুড়া মিলে ১ চা চামচ, গরম মশলা গুড়া ২ চা চামচ, জিরা বাটা ১ চা চামুচ, তেজপাতা লবঙ্গ দারচিনি কয়েক টুকরা, লবন স্বাদমত, পেয়াজ বেরেস্তা হাফ কাপ, তেল হাফ কাপ, মুলা একটি কাঁচা মরিচ বাটা পরিমাণমতোস টমেটো কুচি পরিমাণমতো

প্রণালী : প্রথমে হাড়িতে তেল দিয়ে তেল গরম হলে এতে তেজপাতা লবঙ্গ দারচিনি দিন।

এবার পেয়াজ কুচি, পেয়াজ টা বেশ লাল করে ভাজা হলে একে একে পেয়াজ বাটা রসুন বাটা আদা ,কাঁচা মরিচ বাটা ,ধনিয়া গুড়া মিলে গরম মশলা গুড়া জিরা বাটা দিয়ে অল্প পানি দিয়ে মশলা কষিয়ে নিন। তাড়াহুড়া করবেন না। মশলা সময় নিয়ে কষাতে হবে।

এবার মাংশ দিয়ে নারাচারা করে কষিয়ে নিন আরো ২০ মিনিট। এখন একটা বাটিতে টক দই নিয়ে তার সাথে পেয়াজ বেরেস্তা হাফ কাপ কাজু বাদাম পোস্ত জয়েত্রী জায়ফল এলাচি বাটা মিশিয়ে নিয়ে এই মিশ্রন টা কষানো মাংশ তে দিন।

এখন মাংশ তে ১ কাপ গরম পানি কম আঁচে রান্না করুন আরো ৪০ মিনিট। ৪০ মিনিট রান্না করার পর মাংশ টা কষানো গেলে তাতে মুলা দেলে দিন . তারপর আরো কিছক্ষন দমে রাখুন .মাংস নরম হয়ে গেলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন

গার্লিক বিফ

পরিচয় ডেস্ক : রেস্তোরাঁর স্বাদ এবার বাড়িতেইড়গার্লিক বিফ হবে ঝালপ্রিয়দের প্রথম পছন্দ। উপকরণ: ১ কেজি মাংস, পেঁয়াজ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, আদা-রসুন বাটা, রসুন কোয়া, ধনে-জিরা গুঁড়া, টেস্টিং সল্ট, টমেটো সস, টক দই, গরম মসলা, তেল, লবণ।

রান্নার পদ্ধতি: সব উপকরণ মিশিয়ে মাংস মেরিনেট করে রাখুন। তেলে পেঁয়াজ ভেজে মাংস কষান। সেদ্ধ হয়ে গেলে টমেটো সস, রসুন কোয়া ও কাঁচামরিচ দিয়ে কিছু সময় দমে রাখুন।

চীন ও ভারতীয় পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের

১০ পৃষ্ঠার পর

করতে কিছুটা হলেও বাড়তি সুবিধা পাবে বাংলাদেশ।

শনিবার এক অনুষ্ঠানে কথা বলার সময় বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন জানান, দেশের রপ্তানিকারকরা এই শুল্ক সুবিধা পেতে পারেন। তার অনুমান, ভারত ও চীন থেকে সরে আসা অর্ডার থেকে অতিরিক্ত ২ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত অর্ডার পেতে পারেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা।

তবে রপ্তানিকারকরা বলছেন, এখনই কোনো আনুমানিক পরিসংখ্যান ঠিক করার সময় আসেনি। কারণ বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের এত বড় পরিবর্তন সামাল দেওয়ার মতো প্রস্তুতি নেই।

প্লামি ফ্যাশনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলুল হক বলেন,ওএখনই খুশি হওয়ার সময় নয়, কারণ এখানে অনেক ৺যদি-কিন্তু৺ আছে। তাছাড়া, ট্রাম্প অনিশ্চিত স্বভাবের। যেকোনো সময় আলোচনার মাধ্যমে ভারত ও চীনের জন্য শুল্ক কমাতে পারেন৺ তার ভাষ্য,ওবাংলাদেশের বাজার এখনও এতটা শক্ত অবস্থানে পৌঁছায়নি যে, হঠাৎ করে ২ বিলিয়ন ডলারের নতুন অর্ডার, বিশেষ করে অন্য দেশ থেকে সরানো অর্ডার নিতে পারবে৺ওযদি পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে থাকে, তাহলে বাংলাদেশের লাভবান হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে স্থানান্তরিত অর্ডারের পরিমাণ অনুমান করা ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি হতে পারে৺ বলেন তিনি। স্প্যারো গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোভন ইসলাম বলেন,ওইতোমধ্যেই কিছু অর্ডার বাংলাদেশে আসতে শুরু করেছে। শুল্ক নির্ধারণ হওয়ার পর থেকেই আমেরিকান ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতারা অর্ডার দিচ্ছে৺

তবে তিনি মনে করেন,ওসব অর্ডার একসঙ্গে পেয়ে যাবে, এমন আশা করা ঠিক হবে না৺ দেশীয় সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,ওবাংলাদেশে এখনো বড় পরিসরে উৎপাদনের সক্ষমতা সীমিত। অনেক কারখানায় উন্নত প্রযুক্তি নেই, যেটা ভালো মানের ও উচ্চমূল্যের অর্ডার সামলানোর জন্য দরকার৺

তিনি আরও বলেন,ওভারত উচ্চমূল্যের পোশাক বানাতে পারায় ওই খাতের ব্যবসা হয়তো হারাবে না। তাই কেবল সাধারণ পোশাকের অর্ডারই ভারতের থেকে অন্য দেশে আসতে পারে৺

শিল্প নেতারা জানান, কিছু ভারতীয় রপ্তানিকারক তাদের মার্কিন ক্রেতাদের সঙ্গে শুল্কের অংশ ভাগাভাগি করছে, যেন তারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে ভারতীয় রপ্তানিকারক শুল্কের প্রায় ২০ শতাংশ বহন করছে এবং মার্কিন আমদানিকারক বাকি ৩০ শতাংশ বহন করছে। ফলে সবমিলিয়ে প্রভাব কমছে। এছাড়া ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র আবার শুল্ক নিয়ে আলোচনা করতে পারে। ফলে ভারতের জন্য শুল্ক হার কমতেও পারে। তখন ভারতের থেকে একসঙ্গে অনেক অর্ডার অন্য দেশে চলে আসা সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন,ওএখনই বলা সম্ভব নয়, কতটা লাভবান হওয়া যাবে৺

তিনি আরও বলেন,ওকতটা ব্যবসা অন্য দেশে যাবে তার কোনো সঠিক তথ্য নেই। ২ বিলিয়ন ডলারের কমও হতে পারে, বেশিও হতে পারে। সবই নির্ভর করছে অন্যান্য দেশ ও বাজার পরিস্থিতির ওপর৺

ওসুযোগ আছে, কিন্তু এটি এখনো শুরুর দিকে আছে। কয়েক মাস পরে বোঝা যাবে নতুন শুল্কের প্রভাব কেমন হবে৺ যোগ করেন তিনি।

আগস্টে বাংলাদেশের রপ্তানি

১০ পৃষ্ঠার পর

কারণে বেশ কিছু রপ্তানি আদেশ স্থগিত রাখে মার্কিন ব্যান্ড-ক্রেতারা। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে আগস্টে রপ্তানি কমেছে। ভারতীয় পণ্যে শুল্ক কমার পরিবর্তে বেড়ে যাওয়ার কারণে এখন ভারতে দেওয়া রপ্তানি আদেশ বাংলাদেশে সরিয়ে আনছেন ক্রেতারা। সব মিলিয়ে আগামী মাসগুলোতে রপ্তানি অনেক বাড়বে ।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমেছে ৫ শতাংশের মতো। মূলত পোশাকের রপ্তানি এ হারে কমে যাওয়ার প্রভাবেই গোটা রপ্তানি আয় নেতিবাচক হয়েছে। আগস্টে পোশাক রপ্তানি কমে দাঁড়িয়েছে ৩১৭ কোটি ডলারে, যা আগের বছরের আগস্টে ছিল ৩৩৩ কোটি ডলার।

ডলারের বিপরীতে সবচেয়ে বেশি

১০ পৃষ্ঠার পর

টাকার বিনিময় হার ছিল ১১৫ টাকা ৫০ পয়সা। এক বছরের ব্যবধানে ২০২৫ সালের মার্চে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২২ টাকায়। এ সময়ে টাকার অবমূল্যায়নের হার দাঁড়ায় ৯ দশমিক ৮৪ শতাংশ।

প্রতিযোগী দেশগুলোর অবস্থান : একই সময়ে ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া ৪ দশমিক ৪ শতাংশ, ভিয়েতনামিজ ডং ৩ দশমিক ৪ শতাংশ, ভারতীয় রুপি ২ দশমিক ৬ শতাংশ এবং চীনা ইউয়ান ২ দশমিক ২ শতাংশ অবমূল্যায়িত হয়েছে। ফিলিপাইন পেসোর অবমূল্যায়ন ছিল আরও কম, মাত্র ১ দশমিক ৯ শতাংশ। বহুমুখী অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও পাকিস্তানি রুপি কমেছে মাত্র ০ দশমিক ৮ শতাংশ। অন্যদিকে দুই বছর আগে অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বে পড়া শ্রীলংকার রুপি ডলারের বিপরীতে বেড়েছে ১ দশমিক ৬ শতাংশ এবং কম্বোডিয়ান রিয়েল বেড়েছে ১ শতাংশ।

কেন পিছিয়ে বাংলাদেশ : প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, আলোচ্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বেশি। অন্যদিকে ওই দেশগুলো ডলারের দামের ওঠানামা নিজেদের অর্থনীতির অনুকূলে কাজে লাগাতে পেরেছে। কিন্তু বাংলাদেশ রপ্তানি আয় ও প্রবাসী রেমিট্যান্সের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হওয়ায় টাকার মান সব সময় অবমূল্যায়িত রাখা হয়।

বর্তমানে ডলারের প্রকৃত বিনিময় হার মার্চে দাঁড়িয়েছে ১০২ টাকা ০৫ পয়সায়। অথচ বাজারে সেটি বিক্রি হচ্ছে ১২২ টাকায়। বাড়তি এই দামের সুবিধা পাচ্ছেন প্রবাসী আয়ের পাঠক ও রপ্তানিকারকরা। কিন্তু আশানুরূপ হারে রপ্তানি বাড়ছে না। বিপরীতে আমদানির খরচ বেড়ে মূল্যস্ফীতিকে চাপে রাখছে।

ডলারের দামের চার বছরের যাত্রা : ২০২১ সালের আগস্টে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছালে তখন ডলারের দাম ছিল মাত্র ৮৪ টাকা ৯৫ পয়সা। সেখান থেকে ২০২৫ সালের মার্চে তা দাঁড়িয়েছে ১২২ টাকায়, অর্থাৎ চার বছরে টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে ৪৪ শতাংশের বেশি।

অর্থনীতিবিদদের মতে, টাকার মান নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে ডলার কেনা কমিয়েছে। ফলে কিছুটা চাপ কমলেও দীর্ঘমেয়াদে রপ্তানি ও রেমিট্যান্স নির্ভর অর্থনীতি স্থিতিশীল না হলে টাকার ওপর চাপ থেকেই যাবে।

জনগণ জয়ী না হলে সংগ্রাম শেষ

১৪ পৃষ্ঠার পর

জয় হয়েছে স্বার্থপরতার; আত্মত্যাগের নয়, সমষ্টির নয়; ব্যক্তির। অর্থাৎ বিত্তবানদের স্বার্থের। একাত্তর পেরিয়ে বাহাত্তরে এসে বড় বড় মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা লিখতে শুরু করলেন; বিষয় দাঁড়াল মুক্তিযুদ্ধে ব্যক্তির ভূমিকা। শিরোনাম হলো আমার একাত্তর কিংবা মুক্তিযুদ্ধ ও আমি। দৃশ্যমান হয়ে উঠল অসংখ্য আমি; হারিয়ে গেল সমষ্টিবদ্ধ আমরা। কবিতা লেখা বাঙালির অতিপুরাতন অভ্যাস। একাত্তরে তারা সবাই মিলে একটি মহাকাব্য রচনা করেছিল। তারপর আবার সেই গীতিকবিতার প্রথাগত কাল; খণ্ড খণ্ড-টুকরো টুকরো বিজয়ের কাহিনি বলা। যে বিজয়ের মৃত রূপ এখন আমরা দেখছি বৈষম্য ও দুর্দশা বৃদ্ধির ভেতরে। বিজয়ীর বেশে যারা দৃশ্যমান তারা কি খুব উল্লাসে রয়েছে? না, তা নেই। উল্লাস নেই। তিন কোটি টাকারই হোক অথবা হোক এক কোটি টাকার গাড়ি; রাস্তায় নামালেই বিপদ। যানজট গ্রাস করে নেবে গতি। নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। শাসকশ্রেণিকে বাস করতে হচ্ছে বাংলাদেশের দূষিত পরিবেশেই।

বন্যা কেবল বস্তিই ভাসাচ্ছে না; অভিজাত এলাকায় গিয়েও হানা দিচ্ছে, আবর্জনা ও দুর্গন্ধ সঙ্গে বহন করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় তো শুধু, মানুষকেও তো তারা ভয় করে। মানুষকেই বরং বেশি ভয়। যে জন্য পাহারা বসাতে হয় দরজায় ও দেয়ালে, যেখানে যায় সশস্ত্র বাহিনী থাকে অগ্রে ও পশ্চাতে। আর দেশের বাইরে পা দিয়ে তো কথাই নেই। দেশে থাকতে যে যত বড় ভিআইপি কিংবা ভিভিআইপি হোক না কেন, দেশের বাইরে যে কোনো বিমানবন্দরেই পা দিক না কেন, বুক কাঁপে শঙ্কায়। অপমানের আশঙ্কাটা দেখা যায় ওত পেতে রয়েছে যেখানে-সেখানে।

জনগণ যদি জয়ী না হয় তাহলে বলা যাবে না আন্দোলন, সংগ্রাম, গণঅভ্যুত্থান শেষ হয়েছে। কারণ রাজনৈতিক সংগ্রাম শেষ হওয়ার পরও থাকে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম। রাজনৈতিক সংগ্রামে জয়ী হয়ে যারা জেঁকে বসে থাকে, তাদের পরাজিত না করে বৈষম্যমুক্তির পথে এগোনো সম্ভব নয়; এক পা-ও নয়। এদের গৃহবিবাদ এদেরই বটে; জনগণের নয়। জনগণের জোট এ-পক্ষের হবে না, যেমন হবে না ও-পক্ষেরও। কেননা, শাসকশ্রেণি আসলে এক ও অভিন্ন।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

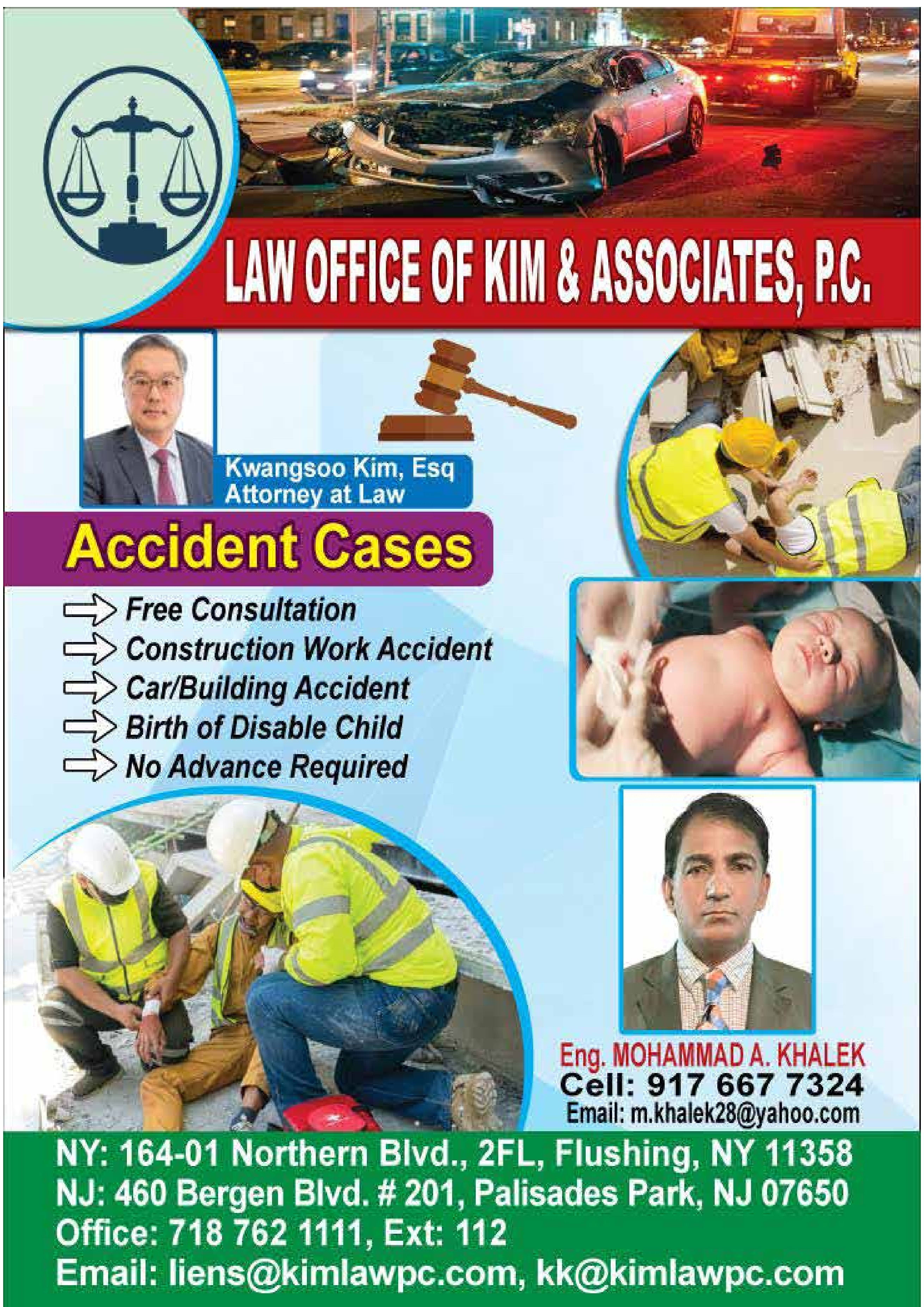

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

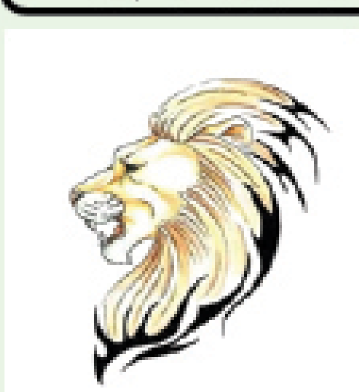

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯
ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

খাদের কিনারে বাংলাদেশের পর্যটন

১০ পৃষ্ঠার পর

সীমাবদ্ধ। পর্যটন বোর্ড সূত্র জানায়, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর আগের মহাপরিকল্পনার খসড়াটি আবার পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য রিভিউ কমিটি করা হয়েছে। রিভিউ শেষে জুলাই মাসে এটি জাতীয় পর্যটন কাউন্সিলে (এনটিসি) অনুমোদন হওয়ার কথা থাকলেও এখনো এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো খবর মেলেনি।

জানা গেছে, বিগত সরকারের আমলে ২৮ কোটি ৬৬ লাখ টাকা খরচ করে আন্তর্জাতিক পরামর্শক সংস্থা আইপিই গ্লোবালকে দিয়ে পর্যটন মহাপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়ে শেষ হয় ২০২৩ সালের জুনে। এতে সারা দেশের ১ হাজার ৪৯৮টি পর্যটন সম্পদ চিহ্নিত করা হয়। দেশকে আটটি অঞ্চল ও ৫১টি ক্লাস্টারে ভাগ করে পর্যটনকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রকল্প ও পদক্ষেপ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। আশা করা হয়, ২০২৪-২০৪১ সাল মেয়াদে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শেষে বছরে অন্তত ৫৫ লাখ ৮০ হাজার বিদেশি পর্যটক বাংলাদেশে আসবে, যা বর্তমানের চেয়ে ১০ গুণের বেশি। কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে অন্তত ২ কোটি ১৯ লাখ ৪০ হাজার মানুষের। তবে কাগুজে সেই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ আর দৃশ্যমান হয়নি। ফলে আন্তর্জাতিক পর্যটক আকর্ষণ, অঞ্চলভিত্তিক হাব নির্মাণ এবং পর্যটন খাতকে অর্থনীতির চালিকাশক্তিতে রূপ দেওয়া অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। উল্টো ক্রমেই খাদের কিনারে যাচ্ছে পর্যটন খাত। প্রশাসনের নাকের ডগায় সিলেটের ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর লুটের ঘটনা ঘটেছে। কক্সবাজারসহ বিভিন্ন পর্যটন স্পটে পর্যটক হেনস্তার ঘটনা ঘটছে।

বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ করতে আন্তর্জাতিক মানের সব সুযোগসুবিধা নিয়ে কক্সবাজারের টেকনাফে সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক ও নাফ ট্যুরিজম পার্ক (জালিয়ার দ্বীপ) এবং মহেশখালীতে সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিল বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। চলতি বছরের মধ্যে এসব পার্কের আংশিক চালুর কথা ছিল। এসব পার্কে থাকার কথা ছিল পাঁচতারকা হোটেল, মেরিন অ্যাকুয়ারিয়াম, সি-ক্রুজ, বিদেশি পর্যটকদের জন্য বিশেষ সংরক্ষিত এলাকা, ভাসমান জেটি, শিশু পার্ক, ইকো-কটেজ, ওশেনেরিয়াম, পানির নিচের রেস্তোরাঁ, ভাসমান রেস্তোরাঁ, কেবল কারসহ নানা রকমের বিনোদন উপকরণ। কিন্তু ঝুলে গেছে পার্ক নির্মাণের কাজ। চলতি বছর দ্বীপের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্কের জন্য জমির বন্দোবস্ত বাতিল করে ভূমি মন্ত্রণালয়। নাফ ট্যুরিজম পার্কটি আলোচনাতেই নেই। একমাত্র আলোচনায় থাকা সাবরাং ট্যুরিজম পার্কটিও নজরের অভাবে সাগরে হারিয়ে যেতে বসেছে। ইতোমধ্যে ভাঙনের কবলে পড়ে দুই কিলোমিটারের বেশি এলাকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অথচ এটি ৪২১ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাবিত বিনিয়োগ প্রকল্প। ইতোমধ্যে এখানে ভরাটসহ নানা কাজে ৫০০ কোটি টাকার বেশি খরচ হয়েছে।

বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও পর্যটন খাত থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে বাংলাদেশ। ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিলের (ডব্লিউটিটিসি) তথ্যমতে, বৈশ্বিক জিডিপিতে ভ্রমণ ও পর্যটন খাতের অবদান ১০ শতাংশের বেশি। সেখানে বাংলাদেশের জিডিপিতে এই খাতের অবদান ২ থেকে ৩ শতাংশে ঘুরপাক খাচ্ছে। ২০২২ সালে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা শুধু নীতিমালায় পরিবর্তন এনে এক বছরের মাথায় পর্যটন ও রেমিট্যান্সকে ভর করে ঘুরে দাঁড়ায়। ডব্লিউটিটিসির ২০২৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পর্যটন খাত থেকে ২০২৩ সালে ২ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে বাংলাদেশের অর্ধেকেরও কম আয়তনের দেশ শ্রীলঙ্কা। দক্ষিণ এশিয়ার অপর দেশগুলোর মধ্যে ভারত ২৯ দশমিক ৪৩ বিলিয়ন, পাকিস্তান ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন, মালদ্বীপ ৪ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার আয় করে। সেখানে বাংলাদেশের আয় ছিল মাত্র শূন্য দশমিক ৪০১ বিলিয়ন ডলার। শুধু তা-ই নয়, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের জরিপে দেখা গেছে, ভ্রমণ ও পর্যটনসূচকে বিশ্বের ১১৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯তম।

দুই যুগের বেশি সময় ধরে ব্যবসায়িক পর্যটন নিয়ে কাজ করা বেঙ্গল লজিস্টিকস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম রফিকুল ইসলাম নাছিম বলেন, পর্যটনশিল্পের সঙ্গে কৃষি, হস্তশিল্প, পরিবহন, হোটেল-রেস্তোরাঁসহ অসংখ্য ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। সঠিক নীতি সহায়তা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে পর্যটন শিল্প হতে পারে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অন্যতম চালিকাশক্তি। কিন্তু আমাদের পর্যটনের ব্র্যান্ডিং নেই। এখানে খাবার ও হোটেল ভাড়া অনেক বেশি। এ কারণে তরুণ ব্যাকপ্যাক ট্যুরিস্ট আসে না।

কক্সবাজারের নিড বে ওয়াচ হোটেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল আমিন বলেন, থাইল্যান্ডে সারা বছর পর্যটক থাকে। সেখানে বিনোদনের অনেক কিছু আছে। কক্সবাজারে শুধু সাগর দেখা ছাড়া বিনোদনের কিছু নেই। শুধু সাগর দেখতে বিদেশ থেকে মানুষ এখানে কেন আসবে? কোনো নাইট লাইফ নেই। সন্ধ্যার পর হোটেল রুমে বসে থাকা ছাড়া কিছু করার থাকে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান বলেন, পর্যটন নিয়ে পৃথক মন্ত্রণালয় হওয়া দরকার ছিল। সিভিল এভিয়েশনের সঙ্গে থাকায় এই খাতটা অবহেলিত। বাজেট কম। এ ছাড়া বিভিন্ন ক্যাডার থেকে এসে পর্যটন মন্ত্রণালয়, পর্যটন বোর্ড বা পর্যটন করপোরেশনে দায়িত্ব পালন করছেন। একজন ফিজিক্স, বায়োলজি বা ইসলামের ইতিহাসের ছাত্রের তো পর্যটন সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকার কথা না। পর্যটনকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে যারা এই বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, পর্যটনে একটা মহাপরিকল্পনা হয়েছে। তবে এতে ত্রুটি আছে। হাজার হাজার বিষয় না এনে ১০০-২০০টি সাইট নির্দিষ্ট করে সেগুলো উন্নয়ন পরিকল্পনা করলে ভালো হতো। বিদেশি পর্যটক টানতে এক্সক্লুসিভ জোন করলে লাভ হবে। কোনো কিছু বন্ধ করে দেওয়াই সমাধান না। পরিবেশ বাঁচিয়েও এটা করা যায়। সারা পৃথিবীতে করছে। হঠাৎ করে সেন্ট মার্টিন বন্ধ করে দেওয়াটা ভালো হয়নি। জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে পর্যটকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেহেতু সেন্ট মার্টিন টেকনাফের পাশে, যাতায়াত বন্ধ রাখলে সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি হতে পারে।

পর্যটন খাতের চিত্র তুলে ধরেছেন আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিরা-

সন্ধ্যার পর বিনোদন নেই কক্সবাজারে :কক্সবাজার থেকে হাসানুর রশীদ জানান, কক্সবাজারকে দেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এখনো পর্যটকবান্ধব অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। কয়েক বছর ধরে সৈকতে ডুবে পর্যটকের মৃত্যুর হার বাড়লেও সরকারিভাবে কোনো লাইফ গার্ড নাই। সন্ধ্যার পর হোটেলের রুমে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। হোটেল ও যানবাহন ভাড়া বেশি।

অপার সম্ভাবনার সুন্দরবন, কাজে লাগে না সিকিভাগও : খুলনা থেকে সামছুজ্জামান শাহীন জানান, তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষে পর্যটকদের জন্য সুন্দরবন উন্মুক্ত করা হলেও কাঙ্ক্ষিত পর্যটকের দেখা মিলছে না। বনে ডাকাত দলের উৎপাত বেড়েছে। নিরাপত্তাঝুঁকি ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশিবিদেশি পর্যটক আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না।

রাঙামাটি পর্যটন সম্ভাবনা ভেস্তে যাচ্ছে : রাঙামাটি থেকে ফাতেমা জান্নাত মুমু জানান রাঙামাটিতে আছে সবুজ পাহাড়, বিশুদ্ধ বাতাস, কাপ্তাই হ্রদের স্বচ্ছ জলধারা, স্নিগ্ধ ঝরনার কলতান, পাখির কলকাকলি, মায়াবী হরিণ, মেঘলা চিতা, গোলাপি হাতি, গোলবাহার অজগর। আছে দুই পাহাড়ের মাঝের ঝুলন্ত সেতু। কিন্তু এত সম্ভাবনা থাকার পরও কাজে লাগছে না কিছুই। পর্যটকদের জন্য রাঙামাটিতে তৈরি হয়নি কোনো আধুনিক সুযোগসুবিধা। নেই ভালো টয়লেট, বিশ্রামাগার, পর্যাপ্ত আবাসন, খাওয়ার পানির ব্যবস্থা। কাপ্তাই হ্রদের ওপর নির্মিত একমাত্র ঝুলন্ত সেতুটিও জরাজীর্ণ ও ডুবে আছে পানির নিচে।

সিলেটে অপার সম্ভাবনা, অভাব পরিকল্পনার :সিলেট থেকে শাহ্ দিদার আলম নবেল জানিয়েছেন, সিলেটে আছে আকাশছোঁয়া পাহাড়, ঝরনা, পাথর বিছানো স্বচ্ছ জলের স্রোতস্বিনী নদী, টিলাজুড়ে সবুজ চা-বাগান, পানিতে ডোবা বন। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পর্যটনের বিকাশে কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি কখনো। ভঙ্গুর যোগাযোগব্যবস্থা ও পরিবেশ ধ্বংসের কারণে পর্যটকদের তালিকা থেকে প্রায় হারিয়ে গেছে বিছনাকান্দি। অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে বালু-পাথর উত্তোলনের ফলে জাফলং, সাদাপাথর, শ্রীপুর, রাঙপানিসহ বেশ কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্র প্রায় ধ্বংসের মুখে।

সাগরগর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে কুয়াকাটার সৈকত :কলাপাড়া (পটুয়াখালী) থেকে উত্তম কুমার হাওলাদার জানান, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের তাণ্ডবে ছোট হয়ে যাচ্ছে সৈকত। সৈকত সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে মূল বেড়িবাঁধের গা ঘেঁষে। জোয়ারের সময় সৈকত বলতে কিছু থাকে না। স্থানীয়দের মতে, গত তিন দশকে বনাঞ্চলসহ প্রায় তিন কিলোমিটার সৈকত সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

পরিচয়
ইতিহাস গড়ে হোয়াইট হাউজে ফিরছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প
ট্রাম্প জয়ী হওয়ায় কেমন হতে পারে 'বাংলাদেশ-মার্কিন' সম্পর্ক?
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করাই হবে আমার প্রথম কাজ - ট্রাম্প
অভিবাসন ও অভিবাসী ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি কেমন হতে পারে?
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার সংঘাতের আশঙ্কা
অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করবেন, ঘোষণা ট্রাম্পের
তীব্র বাণিজ্য যুদ্ধের মঞ্চ প্রস্তুত করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প
বাংলাদেশ থেকে পাচারের ১৭ লাখ কোটি টাকা ফেরাবে কে
ট্রাম্প কি জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারবেন?
মার্চে চালু হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
নিউ অরলিন্সে সন্ত্রাস, যুক্তরাষ্ট্রে 'ইসলামিক স্টেট' নিয়ে নতুন আশঙ্কা
ভোটারের বয়স কমাতে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের আপত্তি, ইউনূসের প্রস্তাবের পক্ষে শুধু জামায়াত
পরিচয় এর ৩৩ বছর পূর্তি
প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা
– সম্পাদক
ট্রাম্পের জাঁকজমকপূর্ণ প্রত্যাবর্তন ২০ জানুয়ারী সোমবার
টিউলিপ সিদ্দিকের পতন ঘটাতে বাংলাদেশি ও ব্রিটিশ রাজনীতির আঁতাত -দ্য গার্ডিয়ানের নিবন্ধ
নির্বাহী আদেশ নিয়ে আদালতের বাধায় চাপে আছেন ট্রাম্প
বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভাঙচুর: সমালোচনার মুখে ইউনূস সরকারের উদ্যোগহীনতা
'সমাপনী' বক্তব্যে পাল্টাপাল্টি তোপ কমলা ও ট্রাম্পের
সস্তা শ্রমের অভিবাসী ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হবে অচল
আয়নাঘরের ভয়ংকর দুঃস্মৃতি
নির্বাচিত হলে বাইডেনের নীতি অনুসরন করবো না
যুক্তরাষ্ট্র আর কোনো দেশের রাষ্ট্রগঠনে নাক গলাবে না, সৌদি আরবে ট্রাম্প
আদর্শ মোকাবিলায় 'দল নিষিদ্ধ' কি কার্যকর পন্থা?
বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয়দের প্রতি অনলাইন বিদ্বেষ বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রে
STOP ASIAN HATE
DEPORT ILLEGALS NOW
END MIGRANT CRIME
মার্কিনদের হত্যায় জড়িত অভিবাসীদের মৃত্যুদণ্ড চান ডোনাল্ড ট্রাম্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরেছে তবে

১০ পৃষ্ঠার পর

মাহবুবুর রহমান বলেন, জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে যে পরিবর্তনের আশা করা হয়েছিল, তা হয়নি; বরং বৈষম্য বেড়েছে।
সংস্কার প্রসঙ্গে : ড. জাহিদ হোসেন বলেন, জনসাধারণ সংস্কার চায়। তবে সংস্কার বাস্তবায়নে যাদের কণ্ঠস্বর প্রভাবিত করে, তাদের মধ্যে সমন্বয় দরকার। অনেকেই ভাবেন, অন্যপক্ষ করবে। আবার রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলেই যে সংস্কার হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। সংস্কারের 'ডেলিভারি ক্যাপাসিটি' থাকতে হবে। সংস্কারের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ, প্রশাসন, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও নাগরিক সমাজের যৌথ বা সমন্বিত উদ্যোগ দরকার। এই চার পক্ষ যৌথভাবে কাজ না করলে সংস্কার কোথাও না কোথাও আটকে যাবে। তিনি বলেন, প্রশাসনের অংশগ্রহণ ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। ব্যবসায়ীরা নীতি-সহায়তাকে গুরুত্ব দেন। কাঠামোগত সংস্কারে তাদের আগ্রহ কম। আর নাগরিক সমাজ বহুত্ববাদে বা
বহুমতে বিভক্ত। বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদ সম্পর্কে তিনি বলেন, কিছু ক্ষেত্রে তারা আন্তরিক, কিছু ক্ষেত্রে সাহসী, কিছু ক্ষেত্রে বেচারা আর কিছু
ক্ষেত্রে দিশাহারা।
অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: ড. জাহিদ বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে, সেগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির পক্ষে গেছে। বিশেষ করে জ্বালানির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। আবার দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এসেছে। নীতিতে শৃঙ্খলা এসেছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে সরকার যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তার সবকিছুই ঠিক। তিনি বলেন, ২০২৩-২৪-এর তুলনায় বর্তমান অর্থনীতি স্বস্তিদায়ক। রপ্তানি আয়, রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। তবে বিনিয়োগ কমেছে। কর্মসংস্থানও কমেছে। সার্বিকভাবে রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বাদ দিলে অর্থনীতির কর্মচাঞ্চল্য উল্লেখযোগ্য বাড়েনি।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য এবং পিপিআরসি ও বিআইজিডির গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ করে ড. জাহিদ হোসেন বলেন, সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমলেও খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে উন্নতি হয়নি। টাকার মান কমেছে। রিজার্ভ বেড়েছে। আবার কার্পেটের নিচে থাকা খেলাপি ঋণ সামনে আসায় অঙ্কটা বড় হয়েছে। অনেক কঠিন নীতি-উদ্যোগ বাস্তবায়ন হচ্ছে। বিশেষ করে খেলাপি ঋণ হিসাব করার ক্ষেত্রে ১৮০ দিনের পরিবর্তে বকেয়া হলেই মেয়াদোত্তীর্ণ বিবেচনা করা, ঋণের প্রকৃত সুবিধাভোগীর রিপোর্টিং ইত্যাদি ভালো উদ্যোগ। ক্ষুদ্র বা পরিবার পর্যায়ের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, দারিদ্র্যের হার বেড়েছে। দরিদ্র নয়, কিন্তু সামান্য অভিঘাতে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাবে এমন পরিবার বেড়েছে। জটিল রোগ রয়েছে এমন পরিবার বেড়েছে। আবার মানুষ মনে করছে, হয়রানির মাত্রা বেড়েছে। বৈষম্যও বেড়েছে। তিনি বলেন, অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা থাকলেও পারিবারিক পর্যায়ে অবস্থা ভালো নয়।
তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটা মধ্যম আয়ের ফাঁদে ঢুকে গেছে। এ ফাঁদ থেকে উত্তরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট, দুর্দশাগ্রস্ত ব্যাংক খাত, লজিস্টিক সিস্টেমের দুর্বলতা, শ্রমবাজার উন্নয়ন না হওয়া এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় এর অন্যতম কারণ।

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

নির্বাচন হতে হবে ফেব্রুয়ারিতেই, সম্ভব হলে আরও

১৬ পৃষ্ঠার পর

গুরুত্ব পেয়েছে। এর বাইরেও তারা শুরু থেকেই দামি বাণিজ্যিক ভবনে অফিস, জমকালো আত্মপ্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিসরে একটি বড় দল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী এবং এনসিপি কি তাদের প্রত্যাশিতসংখ্যক আসনে জিততে পারবে? যদি সেটা না পারে, যদি সংখ্যাটা তৈরিকৃত 'হাইপ'এর কাছাকাছিও না হয়, তাহলে দল দুটির ভবিষ্যৎ রাজনীতি বড় প্রশ্নের মুখে পড়বে। এই বিবেচনা থেকেই সম্ভবত জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ করার চাপ জোরদার হয়ে সামনে এসেছে।
রাজনীতির পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকদের কাছে মোটামুটি স্পষ্ট যে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপিকে যদি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আসনে জিততে হয়, তাহলে তাদের কোনো না কোনোভাবে বিএনপির সঙ্গে বড় ধরনের আসন সমঝোতায় যেতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, বড় কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি না হয়ে নির্বাচনে বিশাল জয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিএনপি কেন বড় ধরনের আসন সমঝোতায় যাবে?
আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে জামায়াত ও এনসিপির বাইরে জাতীয় পার্টির আছে জনশক্তি। সমর্থনের দিক থেকেও তারা উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল। জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা তো আছেনই, আওয়ামী লীগ অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে আওয়ামী সমর্থক অনেকেই জাতীয় পার্টির মার্কায় নির্বাচন করতে পারবেন, এমন জল্পনা আছে।
নিজের ভোটব্যাংকের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ভোট যুক্ত হলে নির্বাচনের জাতীয় পার্টির প্রত্যাশার চেয়ে ভালো ফল করার সম্ভাবনা আছে। সেই ক্ষেত্রে জামায়াতের, এমনকি দ্বিতীয় প্রধান দল হওয়ার সম্ভাবনাও বড় হুমকির মুখে থাকবে। তার চেয়ে জরুরি কথা, জামায়াত, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলনের মতো দল নির্বাচনে না গেলেও বিএনপির বিরুদ্ধে নির্বাচন করার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ দল মাঠে থেকে যায়। বিএনপির সঙ্গে যদি জামায়াত, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলন স্বাভাবিক আলোচনায় আপসরফা করতে না পারে (সেটা হচ্ছে না বলে খবর বেরিয়েছে পত্রিকায়), তাহলে দলগুলো বিএনপিকে চাপ দেওয়ার পথে হাঁটবে। জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ হলে এবং এই দলগুলো যদি নির্বাচনে না যায়, তাহলে নির্বাচনের মাঠে বিএনপি এবং তার সমমনা দলগুলো ছাড়া আর কেউ থাকে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন আদৌ হবে কি না, হলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে কি না, সেই প্রশ্ন জোরেশোরে উঠবেই।
কোনো বড় রাজনৈতিক দলকে চাপে রেখে ছোট দলগুলোর কিছু রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের চেষ্টাকে সমস্যা হিসেবে না দেখাই উচিত। আমাদের এই অঞ্চলের রাজনীতিতে এই চর্চা বেশ স্বাভাবিক।
কিন্তু আশঙ্কা থেকে যায়, এই যাবতীয় কাজ নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টায় হচ্ছে কি না। ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বানচাল হয়ে গেলে দেশের যাই হোক না কেন, কিছু দল এবং ব্যক্তির বিরাট সুবিধা আছে তো বটেই।
বাংলাদেশ ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে আছে। গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে তুলনীয় অন্যান্য দেশের সাপেক্ষে (যেমন 'আরব বসন্ত'এর দেশগুলো) বাংলাদেশ মোটামুটি স্থিতিশীলতার মধ্যেই ছিল এত দিন। সরকারের নানা ব্যর্থতার সমালোচনা থাকলেও সরকার একটি ভালো নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছিল এত দিন। কিন্তু এখন অস্থিতিশীলতা তৈরির একধরনের পরিকল্পনা ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। নির্বাচন বানচাল করে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশকে অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশি শক্তি ক্রিয়াশীল আছে। বাংলাদেশের নির্বাচনটি ঠিক সময়ে হবে কি না, সেটার ওপর শুধু রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ধারায় প্রত্যাবর্তনই নির্ভর করছে না, নির্ভর করছে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাও। যারা নানা শর্ত দিয়ে নির্বাচন বানচাল করার কিংবা নিদেনপক্ষে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তারা এই রাষ্ট্র এবং জাতির প্রতি মারাত্মক নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি করছে।
১৫ বছরের ভয়ংকর অপশাসনের পর এই দেশকে গণতন্ত্রের পথে ফিরিয়ে নিয়ে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি, মানবাধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার এবং সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য আমাদের দীর্ঘ যাত্রার সূচনা করতে হবে। এর জন্য ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই হতে হবে, সম্ভব হলে আরও আগে।
জাহেদ উর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে পুতিনের দেশ থেকে

১২ পৃষ্ঠার পর

আমেরিকা। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর জন্য রাশিয়াকে 'বিশেষ ইন্ধন' জোগাচ্ছে চিন। নিউ ইয়র্কের আদালত সম্প্রতি জানিয়েছিল, বিভিন্ন দেশের উপরে ট্রাম্পের চাপানো শুল্কের অধিকাংশই বেআইনি। সেই রায়েকে চ্যালেঞ্জ করে সে দেশের শীর্ষ আদালতে গিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন। নিজেদের সিদ্ধান্তের নেপথ্যে যুক্তি দিতে গিয়ে উত্থাপন করা হয় ভারতের উপরে চাপানো শুল্ক প্রসঙ্গ। মার্কিন প্রশাসনের দাবি, আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইন প্রয়োগ করে ভারতের উপর শুল্ক চাপানো হয়েছে। রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি কিনছে বলেই এই পদক্ষেপ। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে যে জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা বন্ধ করতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রাম্প। এই পদক্ষেপ আসলে শান্তি ফেরানোর কৌশল।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নেপথ্যে ভারত 'দায়ী' বলে আমেরিকা দাবি করলেও সেই দাবি উড়িয়ে দিয়ে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেন জানিয়েছেন, যুদ্ধ থামাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ''রাশিয়ার আগ্রাসী ভূমিকায় রাশ টানতে ও শান্তি স্থাপনে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।''

পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে থাকতে পারবেন বাংলাদেশের

১২ পৃষ্ঠার পর

নিয়েছেন এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪-এর আগে প্রবেশ করেছেন, তারা বৈধ ভ্রমণ নথি ছাড়াই ভারতে থাকতে পারবেন। বৈধ পাসপোর্ট বা নথি নিয়ে যারা এসেছিলেন কিন্তু যার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, তারাও এ নিয়মের বাইরে থাকবেন।'
এই আদেশটি কার্যকর হয়েছে সদ্য পাস হওয়া ২০২৫ সালের ইমিগ্রেশন ও ফরেনার্স অ্যাক্টের অধীনে। আইনটি সোমবার থেকে কার্যকর হয়। এতে ২০১৪ সালের পর ভারতে প্রবেশ করা অনেক মানুষ স্বস্তি পাবেন, যাদের এতদিন বৈধ পরিচয় নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল।
এর আগে নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন বা সিএএ অনুযায়ী, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে আসা সংখ্যালঘুরা যারা ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর বা তার আগে ভারতে প্রবেশ করেছেন, তারা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য হয়েছিলেন।

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
• আমরা কোনো ফি নেই না।
• আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SAT Summer Prep

Take A FREE Diagnostic Today!

SAT Elite
4 Days/Week
Tues - Fri

SAT Premium
2 Days/Week
Sat - Sun

Offer ends Sunday July 20, 2025!

500+ College Acceptances in 2025!

NYU
MACAULAY HONORS COLLEGE
FORDHAM
VILLANOVA UNIVERSITY IGNITE CHANGE. GO NOVA.
Northeastern University
Northwestern University
RIT
LUX ET VERITAS
CORNELL UNIVERSITY FOUNDED A.D. 1865
Penn University of Pennsylvania
STONY BROOK STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
CUNY THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
BINGHAMTON UNIVERSITY STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

and more!

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই

১৪ পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা এমন কেন? গরিব মানুষ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে খাজনা দিয়ে সরকার চালায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টাকা ঢালে, তাদের টাকায় ছাত্রাবাস হয়। সেখানে ছাত্ররা রাখবে বই-খাতা-কলম-কম্পিউটার। তা নয়, পুলিশ মাঝেমধ্যে সেখানে চিরুনি অভিযান চালিয়ে লাঠি, চাপাতি, রামদা, বন্দুক আর বুলেটের দেখা পায়।

ছাত্ররা একবার বই ছেড়ে পথে বের হলে তাদের সবার পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাদের মোটাদাগে দুই ভাগ করা যায়। এক ভাগ নিয়মিত পড়াশোনা করে চাকরিবাকরি করতে চায়। কারণ, তাদের বাপ-দাদার জমিদারি নেই, চুরিচামারিও জানে না। আরেক ভাগ ঘোরে নানান ফিকিরে। একবার নরমাংসের স্বাদ পেলে বাঘ যেমন ভয়ংকর হয়ে ওঠে, তাদের অবস্থাও ওই রকম। 'আন্দোলন' করে তারা অনেকেই দেশোদ্ধার করেছে। এখন তাদের মাথায় নিয়ে নাচতে হবে। তাদের দোকানপাটের দখল বুঝিয়ে দিতে হবে। নিয়মিত চাঁদা দিতে হবে।

এ দেশ তো আন্দোলনের দেশ। কয়েক বছর পরপরই আন্দোলন হয়। যারা আন্দোলন করে তারা বলে, তাদের আন্দোলনই নাকি দেশের সেরা আন্দোলন। আগেরগুলো নাকি কিছুই না। দখলি বন্দোবস্ত কায়েমের জন্য এর চেয়ে বড় ছুতো আর কী হতে পারে। ১৯৭১ সাল থেকেই দেখে আসছি দখলদারদের রাজত্ব। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরে হঠাৎ গজিয়ে উঠেছিল ষোড়শ বাহিনী। তারা রাতারাতি হয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধা। বাড়ি-গাড়ি-দোকান-চাকরি দখল করে তারা গ্যাঁট হয়ে বসে গেল। বাগিয়ে নিল মুক্তিযোদ্ধার সনদ। আহা, কী আরাম! মাসে মাসে ২০ হাজার টাকা সেলামি। সেই সঙ্গে উৎসব ভাতা এবং আরও কতকী সুবিধা! ২০২৪-এর ৫ আগস্টের পরও দেশে অনেক নব্য সমন্বয়কের উদয় হলো। সেই একই স্টাইল। তাদের বিরুদ্ধেও সেই একই চাঁদা, দখল আর হম্বিতম্বির অভিযোগ। শুনতে পাই, কোথাও কোথাও তাদের পরিবারের লোকজনও নেমে গেছেন দখলবাণিজ্যে।

এখন কত রকমের দাবিদাওয়া। এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে। দাবি তোলার জন্য মোক্ষম জায়গা হচ্ছে শাহবাগের মোড়। সেখানে বসে ঘণ্টাখানেক চিল্লাচিল্লি করলেই গাড়িঘোড়া সব থেমে যায়। শহর স্থবির হয়ে পড়ে। অতএব দাবি মেনে নাও। দাবি মানতে তো সরকারের অসুবিধা নেই। টাকাটা কারও বাবার পকেট থেকে আসে না। আসে গরিব মানুষের ট্যাক্স থেকে।

এদিকে হয়েছে আরেক ফ্যাসাদ। জুলাই আন্দোলন দমাতে যারা শক্তি প্রয়োগ করেছে, গুলি করে মানুষ মেরেছে, তাদের মাতবরগুলো ইতিমধ্যে পগারপার। যেগুলো রয়ে গেছে, তাদের বিরুদ্ধে দেদার রুজু হচ্ছে হত্যা মামলা। সেখানে শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে আসামি। তালিকার বাইরেও আছে অনেকেই। তাদের নাম হচ্ছে 'অজ্ঞাতনামা'। শুনতে পাই, মামলায় আসামির তালিকায় পুলিশের সঙ্গে মিলে-ঝুলে নামগুলো ঢুকিয়েছে চিহ্নিত কিছু রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা আর উকিলেরা। 'যদি টাকা দাও, তাহলে তালিকা থেকে নাম বাদ দেব।' এ নিয়ে হচ্ছে অবাধ বাণিজ্য। আচ্ছা, একটা লোককে মারতে কি এক হাজার লোক লাগে?

এদিকে শুনি, হত্যা মামলা দিলে নাকি জামিন হয় না। আমরা জানি, এ দেশের আদালতে জামিন-বাণিজ্য করে অনেক বটতলার উকিল আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। সবাই ভাগাভাগি করে খায়। একধরনের সমাজতন্ত্র।

ছাত্রদের মধ্যে অধৈর্য দেখা যাচ্ছে। তারা এখন আর তাদের প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী থাকতে চায় না। প্রায়ই আশপাশের গ্রামে বা রাস্তায় ঢুকে পড়ে। সেখানে হাতাহাতি-কিলাকিলি হয়। এ নিয়ে গণমাধ্যমে মাতম হয়। ছাত্রদের ওপর হাত তোলে? কত বড় আস্পর্ধা!

মন খুলে গাইতে ইচ্ছা করে, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'।

মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক। দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনায় নতুন

১২ পৃষ্ঠার পর

দিতে বলেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। এর পর থেকে মোদির সমর্থকেরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ম্যাকডোনাল্ডস, পেপসি, অ্যাপলের মতো মার্কিন ব্র্যান্ড বর্জনের ডাক দিচ্ছেন। শুক্রবার ০৫ সেপ্টেম্বর রয়টার্স জানিয়েছে, শুল্ক নিয়ে এ দ্বন্দ্বের সুযোগে ১১ বিলিয়ন ডলার বাজারমূল্যের ডাবর কোম্পানি দেশজ ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেদের প্রচারে নেমেছে। 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ডাবরের দেওয়া বিজ্ঞাপনে কোলগেটের মতো দেখতে একটি প্যাকেটের ছবি ব্যবহার করে লেখা হয়েছে'ভারতের প্রিয় টুথপেস্ট আসলে আমেরিকান আর ডাবর হলো স্বদেশি বিকল্প।' বিজ্ঞাপনে আরও একটি স্লোগান ছিল'ওরা জন্মেছে ওখানে, আমরা এখানে।' ইউরোমনিটরের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ভারতের টুথপেস্ট বাজারে কোলগেটের শেয়ার ৪৩ শতাংশ, ইউনিলিভারের পেপসোডেন্ট ২০ শতাংশের মতো আর ডাবরের অংশ ১৭ শতাংশ। ১৪০ কোটি জনসংখ্যার বিশাল দেশটিতে মার্কিন ব্র্যান্ডের প্রভাব এখন গ্রামীণ এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে,অ্যামাজনথইন্ডিয়ার মতো অনলাইন প্ল্যাটফর্মের কারণে। তবে টাইমস অব ইন্ডিয়া সংবাদপত্রে ডাবরের বিজ্ঞাপনে এখন একটি কিউআর কোড দেওয়া হচ্ছে। এ কোড স্ক্যান করলে গ্রাহকেরা অ্যামাজন-ইন্ডিয়া ওয়েবসাইটের একটি শপিং লিংকে প্রবেশ করছেন। দেশীয় পণ্যের অনলাইন বিক্রির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এখানে হয়ে থাকে।

যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ কার্তিক শ্রীনিবাসন এ ধরনের প্রচার কৌশলকে বলছেন 'মোমেন্ট মার্কেটিং'। এর মাধ্যমে কোম্পানিগুলো মূলত চলমান পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ভোক্তার আবেগকে পণ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। এ কৌশল ব্যবহার করছে আরও অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। উদাহরণস্বরূপড় ভারতের শীর্ষ দুগ্ধ কোম্পানি 'আমূল' সামাজিক মাধ্যমে 'মেড ইন ইন্ডিয়া' শিরোনামে একটি কার্টুন প্রকাশ করে প্রচারণা চালাচ্ছে। এমনকি পুরোনো ই-মেইল সেবাদাতা 'রেডিফ' বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজেদের 'ভারতের ই-মেইল' বলে দাবি করছে। এভাবে বাণিজ্যযুদ্ধের প্রভাব এখন ভোক্তার দাঁত মাজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। একদিকে দেশপ্রেম, অন্যদিকে বহুজাতিক কোম্পানির বাজার দখলের প্রতিযোগিতা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

অপরাধমুক্তির ডাক মোদির, কিন্তু

১২ পৃষ্ঠার পর

গুরুতর। সেগুলোর মধ্যে রয়েছেড় খুন, খুনের চেষ্টা, অপহরণ কিংবা নারী নির্যাতনের মতো অপরাধও।

এই তালিকায় শুধু প্রান্তিক নেতা নন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গাদকারি, গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের মতো বড় বড় মন্ত্রীও আছেন। এনডিএ শরিকেরাও এই তালিকার বাইরে নেই। কর্ণাটকের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমানে কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী এবং বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতন রাম মাঝির বিরুদ্ধেও মামলা বিচারাধীন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও সুকান্ত মজুমদারের নামও এডিআরের রিপোর্টে রয়েছে।

রাজ্য পর্যায়েও চিত্র ভিন্ন নয়। দেশের অন্তত ১১টি রাজ্যে ৬০ শতাংশের বেশি মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই মামলা ঝুলছে। বিজেপি-এনডিএ শাসিত বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, দিল্লি ও পুদুচেরিড় সব জায়গাতেই বহু মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা আছে। আবার কংগ্রেস শাসিত তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, হিমাচল কিংবা আপ শাসিত পাঞ্জাব, ডিএমকের তামিলনাড়ুতেও একই ছবি। কংগ্রেসের ৬১ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৪৫ জনের নামে মামলা আছে, যার মধ্যে ১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের ৪০ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১৩ জনের বিরুদ্ধেও ফৌজদারি মামলা ঝুলছে, যার মধ্যে আটজনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

মামলা ও অপরাধেরই এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠছে, মোদি সরকারের আনা বিল কি সত্যিই কার্যকর হবে? সংসদে এটি এখন যৌথ কমিটির হাতে। বিল কার্যকর হলে রাজনীতির অনেক চেহারাই পাল্টে যেতে পারে। কিন্তু সমালোচকদের মতে, এই বিল ভোটের প্রচারে বিজেপির অস্ত্র হিসেবেই বেশি ব্যবহার হচ্ছে। বাস্তবে অভিযুক্ত মন্ত্রীদের সরিয়ে দেওয়ার মতো শক্ত রাজনৈতিক সদিচ্ছা আদৌ বিজেপির আছে কি না, সন্দেহ।

একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা অনেক সময় বছরের পর বছর ঝুলে থাকে। ফলে ৩০ দিনের কারাবাস ছাড়া বাস্তবে পদচ্যুত হওয়ার সুযোগ খুবই সীমিত। এই অবস্থায় অপরাধমুক্ত রাজনীতির প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে জনমনে সংশয় বাড়ছে।

ট্রাম্পের চোখরাঙানির মধ্যেও

৭ পৃষ্ঠার পর

রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়াতে যাচ্ছে পাকিস্তান।

চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে এসসিও সম্মেলনের ফাঁকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। বৈঠকে দুই নেতাই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, জ্বালানি, অবকাঠামো ও আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারের অঙ্গীকার করেছেন। একইসঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তারা। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ ও প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বাণিজ্য, জ্বালানি ও অবকাঠামোসহ নানা খাতে সহযোগিতা জোরদারের অঙ্গীকার করেছেন দুই নেতা।

সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের বাণিজ্য কমেছে উল্লেখ করে পুতিন বলেন, আমাদের দেখতে হবে কেন বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছে এবং তা বাড়াতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

একইসঙ্গে পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যার জন্য শোক প্রকাশ করে পুতিন আশা প্রকাশ করেন, শেহবাজ শরিফের নেতৃত্বে দেশটি দ্রুত দুর্যোগ কাটিয়ে উঠবে।

জবাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত বছর পাকিস্তান রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানি করায় বাণিজ্যে নতুন গতি এসেছে। এসময় তিনি বেলারুশ, রাশিয়া, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত বাণিজ্য করিডরের গুরুত্বও তুলে ধরেন।

গত বছর আস্তানায় বৈঠকের পর থেকে কৃষি, লোহা-ইস্পাত, জ্বালানি ও পরিবহন খাতে দুই দেশের মধ্যে কয়েকটি চুক্তি হয়েছে। জুলাইয়ে করাচির পাকিস্তান স্টিল মিলস পুনরুজ্জীবিত ও সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয় ইসলামাবাদ ও মস্কো। এছাড়া পুতিনের আমন্ত্রণে মস্কো সফরের আগ্রহও প্রকাশ করেন শেহবাজ শরিফ। তিনি বলেন, অনেক বছর হয়ে গেছে, আমি রাশিয়া যাইনি। ফিরে গিয়ে পুরোনো দিনের স্মৃতি মনে করতে চাই।

এসময় ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক নিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ককে সম্মান করে পাকিস্তান, তবে ইসলামাবাদও মস্কোর সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়তে চায়। এদিকে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, জ্বালানি তেল আমদানি ও বহুমুখী অংশীদারিত্বের প্রয়োজনেই রাশিয়ার দিকে ঝুঁকছে পাকিস্তান। রাশিয়ার জন্যও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করা মানে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পাশাপাশি নিজেদের নতুন কৌশলগত অবস্থান তৈরি করা, যা বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য। পাকিস্তানকে 'ঐতিহ্যবাহী অংশীদার' আখ্যা দিয়ে জাতিসংঘ ও পার্লামেন্টারি কূটনীতিতেও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার কথা বলেন পুতিন।

বৈঠকে দুই নেতাই সম্মত হন, বৈশ্বিক সংকট ও নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও জ্বালানি, অবকাঠামো, কৃষি ও পরিবহন খাতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে উদ্যোগ বাড়ানো হবে। আর শেহবাজ শরিফও বলেন, রাশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের এই অংশীদারিত্ব আঞ্চলিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ না করলে রাশিয়ার

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্টের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বর্তমানে স্থবির আছে বলে মনে হচ্ছে। কেননা এর আগে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, তিনি রাশিয়া ও ইউক্রেনের নেতাদের মধ্যে একটি বৈঠকের আয়োজন করতে চান, কিন্তু পুতিন এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাননি। যদিও ট্রাম্প এখনও স্পষ্ট করে বলেননি যে,পুতিন সহযোগিতা না করলে তিনি কী করবেন। তবে ট্রাম্প মস্কোর প্রতি নরম মনোভাব রাখার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ভারতের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তা তার কঠোর অবস্থানের প্রমাণ। তিনি আরও ইঙ্গিত দেন যে আরও নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। তিনি বলেন, আপনি একে 'কোনো পদক্ষেপ নয়' বলছেন? আমি এখনো 'ফেজ টু' বা 'ফেজ থ্রি' করিনি'। তবে তিনি বিস্তারিত বলেননি। ট্রাম্প জানান, তিনি খুব শিগগিরই জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলবেন এবং এরপরই জানতে পারবেন পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে।

ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড

৬ পৃষ্ঠার পর

এবং অতিরিক্ত ১ হাজার ৮৭১ জন ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য পাঠানোর বিষয়টিকে অপরাধ দমন ও জনসাধারণের স্থানগুলোকে আরও সুন্দর করার একটি বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তুলে ধরেছেন। গত আগস্টে "অপরাধ জরুরি অবস্থা" ঘোষণা করার সময় ট্রাম্প প্রশাসন ওয়াশিংটন ডিসির স্থানীয় পুলিশকেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। যদিও এটি একটি ফেডারেল জেলা, তবুও ১৯৭৩ সালের হোম রুল অ্যাক্ট অনুযায়ী শহরটির কিছু স্বশাসনাধিকার রয়েছে।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave. Suite C
Ozone Park, NY 11416

বাংলাদেশে ‘মাফিয়া

১৬ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয় এবং দুর্নীতি বেড়ে যায়। এই মাফিয়া চক্রের কারণে ইতালির অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা কম, বৈধ ও ভালো উদ্যোক্তারা পিছিয়ে এবং অর্থনীতির গতি শ্লথ।

ইতালিতে মাফিয়া দমন শুরু এক দশক আগে থেকে। এর মধ্যে ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রায় ৭০০ মাফিয়া-সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান ভেঙে দিয়েছে বা বাজেয়াপ্ত করেছে। গবেষকেরা দেখিয়েছেন, মাফিয়ানিয়ন্ত্রিত কোম্পানি বন্ধ হওয়ায় সেখানে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভালো হয়েছে। যেমন মাফিয়া প্রতিষ্ঠান বন্ধ করায় বৈধ ব্যবসায় ঋণ বেড়েছে দশমিক ৮ শতাংশ থেকে ২ দশমিক ১ শতাংশ পর্যন্ত, স্থানীয় কোম্পানিগুলো নতুন ঋণ নিয়েছে প্রায় ৩৬০ কোটি ইউরো। উৎপাদনশীলতা বেড়েছে গড়ে এক থেকে দেড় শতাংশ পর্যন্ত।

উপসংহারে গবেষকেরা বলেছেন, সংঘটিত অপরাধ দমন কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ নয়, এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিরও একটি হাতিয়ার। অপরাধ দমন করলে ব্যবসার পরিবেশ ভালো হয়, যা বিনিয়োগকে আকর্ষণ করে। ফলে সবারই উচিত, অপরাধ দমনকে অর্থনৈতিক কৌশলের অংশ করা। এ জন্য যে খরচ হয়, তাকে ব্যয় হিসেবে না দেখে বিনিয়োগ হিসেবে দেখা উচিত।

মাফিয়া দমন: বাংলাদেশ স্টাইল

মাফিয়া মূলত ইতালির অপরাধী চক্র। তবু কথাটা বিশ্বের প্রায় সব অপরাধী চক্রের ক্ষেত্রেই প্রতীকী পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় দুই দশকে যে অলিগার্কিক পুঁজিবাদ বা চোরদের শাসন দেখা দিল, তাদেরও মাফিয়া বলা হচ্ছে। এক ব্যক্তির হাতে ১১টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার উদাহরণ সম্ভবত আর কোনো দেশে নেই।

এমন নয় যে এস আলম এতগুলো ব্যাংকের মালিক হয়ে স্যামসাং, এলজি বা হুন্দাইয়ের মতো বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রেখেছে। বরং বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে অর্থ তুলে নিয়ে পাচার করেছে। বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার সুযোগ ছিল বেক্সিমকো গ্রুপের সামনেও। কিন্তু তারাও বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করেছে মূলত ব্যাংক ও শেয়ারবাজার থেকে অর্থ লুট করার জন্য।

বাংলাদেশে মাফিয়াদের মতোই রাজনীতিবিদ, আমলা ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে গড়ে ওঠা চক্র পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করেছে কেবল ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্যই। এর বিনিময়ে পেয়েছে অর্থ আত্মসাতের অবাধ সুযোগ। সেই অর্থের বড় অংশই পাচার হয়ে গেছে অন্য দেশে।

অন্তর্বর্তী সরকার এখন চেষ্টা করছে পাচার করা অর্থ ফেরত আনতে। যদিও কাজটি মোটেই সহজ হবে না। দেশেই প্রায় আড়াই হাজার ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করা অর্থের পরিমাণ ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি। জেলে আছেন অনেকে, দেশ থেকে পালিয়ে গেছেন তার চেয়েও অনেক বেশি। আবার বেশ কয়েকজন বড় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ায় বেশ কিছু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। চাকরি হারিয়েছে ৬০ হাজারের বেশি শ্রমিক।

সামগ্রিকভাবেই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল ২০১৯ সাল থেকে। কোভিড মহামারি ও ইউক্রেন যুদ্ধের পরে বিগত সরকার অর্থনীতি ঠিক পথে রাখতে পারেনি। তবে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর অর্থনীতি যতটা গতিশীল হবে আশা করা হয়েছিল, সেটা হয়নি।

অন্তর্বর্তী সরকার এসে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনেছে ঠিকই, তবে এ জন্য অর্থনীতির গতিকেও শ্লথ করে রাখতে হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া ব্যবসায়ীরা সরে গেলেও উদ্যোক্তারা এখনো আস্থাহীন। সব ধরনের বিনিয়োগেই মন্দা চলছে। বেসরকারি খাতে ঋণ ব্যাপকভাবে কমেছে, ফলে নতুন কর্মসংস্থানও তৈরি হচ্ছে না। দেশে মূল্যস্ফীতি এখনো অনেক বেশি।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, আর্থিক অপরাধ দমনের পদক্ষেপ নিলে সাধারণভাবে অর্থনীতিতে যে ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়ার কথা, তা প্রায় সবই বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি বাংলাদেশ আর্থিক অপরাধ দমন করবে না, অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না?

ইতালিতে মাফিয়া দমনের কারণে আইনশৃঙ্খলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, কমেছে চাঁদাবাজি। বাংলাদেশের সংকট এখানেই। এটা ঠিক যে এখন সুদহার বেশি। কিন্তু বাংলাদেশে বিনিয়োগ না হওয়ার প্রধান কারণ সুদহার নয়। অবকাঠামো ও জ্বালানিসংকট, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, আমলাতন্ত্র, আইনশৃঙ্খলা, চাঁদাবাজিড়এ রকম অনেক কারণ রয়েছে, যার কোনোটারই সুরাহা হয়নি। নতুন করে যুক্ত হয়েছে অব্যাহত ‘মব সন্ত্রাস’। সুতরাং কেবল ব্যাংক হিসাব জব্দ করাটাই যথেষ্ট নয়।

ব্যাংক হিসাব জব্দসহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নেওয়া ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী, সেটা পরিষ্কার হতে হবে। সেই লক্ষ্য পূরণে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তাও ঠিক করতে হবে। ইতালি মাফিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দুটি আইন করেছিল। একটি আইন ছিল মাফিয়াদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তা কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা নির্ধারণ করার জন্য। দ্বিতীয় আইনটি করা হয় বাজেয়াপ্ত সম্পদের সামাজিক ও উৎপাদনশীল ব্যবহার নিয়ে। এই আইনের বলেই মাফিয়াদের বাজেয়াপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে সেখানে বড় ধরনের সমবায় আন্দোলনও হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশ সরকার যেসব সম্পদ জব্দ করেছে, তার পরিণতি কী হবে, তাও ঠিক করতে হবে।

আসলে সব পদক্ষেপ হতে হবে সমন্বিত এক পরিকল্পনার অংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের উদ্যোগের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদক্ষেপের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে থাকলে, আইনি ব্যবস্থা একই তালে না চললে, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তদন্ত তথ্য ও প্রমাণনির্ভর না হলে কোনো সাফল্যই আসবে না। এতে আর্থিক অপরাধ কমবে না, কেবল অপরাধীর পরিবর্তন ঘটবে। এসব হচ্ছে না বলে চোরতন্ত্র দমনে শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার ইতিবাচক কিছু করতে পারবেড়এমনটা আশা না করাই ভালো।

‘প্রিয় চাঁদাবাজ’দের উদ্দেশে

লিবারো গ্রাসি নামের একজন তৈরি পোশাক ব্যবসায়ী ১৯৯১ সালের ১০ জানুয়ারি এক স্থানীয় সংবাদপত্রে ‘প্রিয় চাঁদাবাজ’ শিরোনামে একটি খোলাচিঠি লিখেছিলেন। আরও অনেক ব্যবসায়ীর মতো তাঁকেও চাঁদা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল।

চিঠিতে লিবারো গ্রাসি লিখেছিলেন, ‘আমাদের ওই অচেনা চাঁদাবাজকে আগে থেকেই জানিয়ে দিতে চাই, হুমকি দেওয়ার জন্য ফোনকল করা বা বোমা, গুলি কেনার জন্য টাকা খরচ করার দরকার নেই। আমরা কোনো চাঁদা দেব না।’

চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশ্য ঘোষণা ছিল মাফিয়া গ্রুপ কোসা নোস্ত্রার কাছে তা ক্ষমাহীন অপরাধ। ১৯৯১ সালের ২৯ আগস্ট সকাল সাড়ে সাতটায় বাড়ির কাছেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল লিবারো গ্রাসিকে।

লিবারো গ্রাসিকে মনে রেখেই ইতালিতে আদ্দিওপিজ্জো আন্দোলন শুরু হয়েছিল ২০০৪ সালে। ইতালি ভাষায় ‘পিজ্জো’ মানে হচ্ছে চাঁদা এবং ‘আদ্দিও’র অর্থ বিদায়। সাত বন্ধু মিলে চাঁদা না দেওয়ার এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ফলে অনেক এলাকাতেই এখন ব্যবসায়ীরা চাঁদা দেন না।

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর এ রকম কিছুও তো হতে পারত। কিছুই হয়নি। চাঁদা বন্ধ হয়নি, কেবল চাঁদাবাজের পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ শক্তি প্রদর্শনের কাঠামোর কোনো বদল হয়নি, কেবল কিছু ব্যক্তির পরিবর্তন হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের পর দৃশ্যমান উন্নতি বেশি অর্থনীতিতেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কতটা টেকসই হবে, সেই সংশয় থেকেই গেল। শওকত হোসেন প্রথম আলোর হেড অব অনলাইন

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

পুতিন-মোদি অতি ঘনিষ্ঠতায় তীব্র

৭ পৃষ্ঠার পর

রাশিয়ার যুদ্ধযন্ত্রকে তেল দিচ্ছেআমি মনে করি, একসময় আমরা এবং আমাদের মিত্ররা এগিয়ে এসে পদক্ষেপ নেবে।'

বেসেন্ট আরও বলেন, 'ট্রাম্প প্রশাসন রাশিয়ার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা বিবেচনা করছে। কারণ, রাশিয়ার সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় কিয়েভে কমপক্ষে ১৭ জন নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে চার শিশু রয়েছে।'

ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্ক প্রসঙ্গে বেসেন্ট বলেন, 'দিন শেষে দুই দেশ তাদের সমস্যা সমাধান করবে। তবে ভারত রাশিয়ার তেল কিনে তা পুনরায় বিক্রি করার মাধ্যমে এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধচেষ্টার তহবিল সরবরাহের ক্ষেত্রে খুব ভালো ভূমিকা পালন করছে না।'

বেসেন্টের মতোই গত সোমবার ১ সেপ্টেম্বর ভারত, চীন ও রাশিয়ার সমালোচনা করেছেন ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো। তিনি বলেছেন, সি ও পুতিনের সঙ্গে মোদির মেলামেশা দেখে লজ্জা লাগে। নাভারো বলেন, 'আমাদের, ইউরোপ এবং ইউক্রেনের সঙ্গে তাঁর (মোদির) থাকা উচিত, রাশিয়ার সঙ্গে নয়।' হিন্দুস্তান টাইমসএর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নাভারো বলেছেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ গণতন্ত্রের নেতা হিসেবে মোদিকে বিশ্বের দুই প্রধান স্বৈরতান্ত্রিক নেতা পুতিন ও সির সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখা লজ্জার বিষয়। এটা কোনোভাবেই বোধগম্য নয়।' অতীতে এসসিওকে এত গুরুত্ব দেয়নি ভারত। এবার যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক নিয়ে চাপের মুখে এসসিও সম্মেলনে যোগ দেন মোদি। এসসিও মূলত আঞ্চলিক একটি জোট। এর লক্ষ্য হলো পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প এক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। এবারের সম্মেলনে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন সি ও পুতিন। এবার তিয়ানজিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যোগদান সম্মেলনকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এবারের সম্মেলনে ২০ দেশের নেতা উপস্থিত হন। সম্মেলনে ভারত ও রাশিয়ার বৈঠকের দিকে চোখ রেখেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। গত সোমবার রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, মোদি আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পথে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের গাড়িতে প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলেন। পরে মোদি বৈঠকের শুরুতে বলেন, 'ভারত ও রাশিয়া সব সময় সবচেয়ে কঠিন সময়েও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা ইউক্রেনের সাম্প্রতিক শান্তি অর্জনের সব প্রচেষ্টাকেই স্বাগত জানাই।'

রাশিয়া-চীন সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায়: রাশিয়া ও চীনের সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে বলে মন্তব্য করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। গতকাল বিশাল সামরিক প্যারেডের আগে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি। গতকাল সির সঙ্গে বৈঠকে পুতিন জানান, 'আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাশিয়া-চীনের সম্পর্কের কৌশলগত প্রকৃতি প্রতিফলিত করে, যা বর্তমানে অনন্য মাত্রায় পৌঁছেছে।'

নিজের মৃত্যুর খবর নিয়ে ক্ষোভ

৬ পৃষ্ঠার পর

ধরনের ভূমিকায় তিনি অসন্তুষ্ট বলেও জানান।

সাংবাদিক আরও প্রশ্ন করেন, শনিবার (০৬ সেপ্টেম্বর) সকাল পর্যন্ত আপনার মৃত্যুর খবর নিয়ে ১৩ লাখ ব্যবহারকারী আলোচনা করেছেন।

জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'সত্যি বলছেন? আমি তো এটি দেখিইনি। আমি জানি, ব্যাপারটা বেশ পাগলামি, কিন্তু গত সপ্তাহে আমি অনেকগুলো সংবাদ সম্মেলন করেছি, সবগুলোই সফল ছিল। সেগুলো খুব ভালোভাবে হয়েছে, যেমন এটা এখন হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'তারপর আমি দুই দিন কোনো সম্মেলন করিনি, আর তারা বলা শুরু করল, ''নিশ্চয়ই তার কিছু একটা হয়েছে''।' পূর্বসূরি জো বাইডেনের সঙ্গে তুলনা করে ট্রাম্প বলেন, 'বাইডেন তো মাসের পর মাস ধরে সামনে থাকতেন না। আপনারা তাকে দেখতেই পেতেন না। অথচ কেউ কখনো বলেনি যে তার কিছু একটা হয়েছে। আর আমরা তো জানি, তিনি তখন দারুণ ফিট ছিলেন।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'আপনি তো জানেন, আমি একজনের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টার একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলাম। আর সবাই দেখেছে যে সেটা আপনাদেরই এক প্রতিদ্বন্দ্বীর চ্যানেলে ছিল। আমি অনেকগুলো শোতে অংশ নিয়েছি এবং ট্রুথ সোশ্যালে অনেকগুলো পোস্ট দিয়েছি। আমার মনে হয়, সেগুলো বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।'

সপ্তাহের শেষ দিকে বিভিন্ন কাজে সক্রিয় ছিলেন জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমি খুব সক্রিয় ছিলাম। তারা এটাও জানত যে আমি পোটোম্যাক নদীর কাছে আমার নিজের ক্লাবে কিছু লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

নিজের মৃত্যুর খবরকে 'পুরোটাই ভুয়া' অভিহিত করে গণমাধ্যমকে আক্রমণ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, 'এই ধরনের খবরের কারণেই গণমাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন কমছে।'

বিশ্বের নামজাদা তথ্যপ্রযুক্তি

৬ পৃষ্ঠার পর

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে প্রচারে ধনকুবের তথা টেসলা কর্তা মাস্ককে পাশে পেয়েছিলেন ট্রাম্প। রিপাবলিকান প্রার্থীর প্রতি মাস্ক সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। ট্রাম্পের হয়ে প্রচারও করেছেন। ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প প্রশাসনে বিশেষ গুরুত্ব পান মাস্ক। তাঁকে প্রেসিডেন্টের বিশেষ পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর জন্য গড়ে দেওয়া হয়েছিল আলাদা একটি দফতর। সেই সরকারি দক্ষতা বিষয়ক দফতরের কাজ ছিল অপ্রয়োজনীয় খরচে কাটছাঁট করে সরকারের সাশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। ট্রাম্প এবং মাস্কের ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়ছিল। কিন্তু কয়েক মাস একটি বিলকে কেন্দ্র করে দু'জনের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। যে বিলকে ট্রাম্প 'বড় ও সুন্দর' বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন, প্রকাশ্যে তার সমালোচনা শুরু করেন। এক সময়ের মধুর সম্পর্ক তিক্ততার রূপ নেয়। ট্রাম্পকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও ছাড়েননি মাস্ক। প্রশাসনিক পদ ছেড়ে দেন তিনি। তবে মার্কিন কংগ্রেসের উভয়কক্ষে পাশ হওয়ার পর আইনে পরিণত হয়েছে ট্রাম্পের সেই 'বড় ও সুন্দর' বিল।

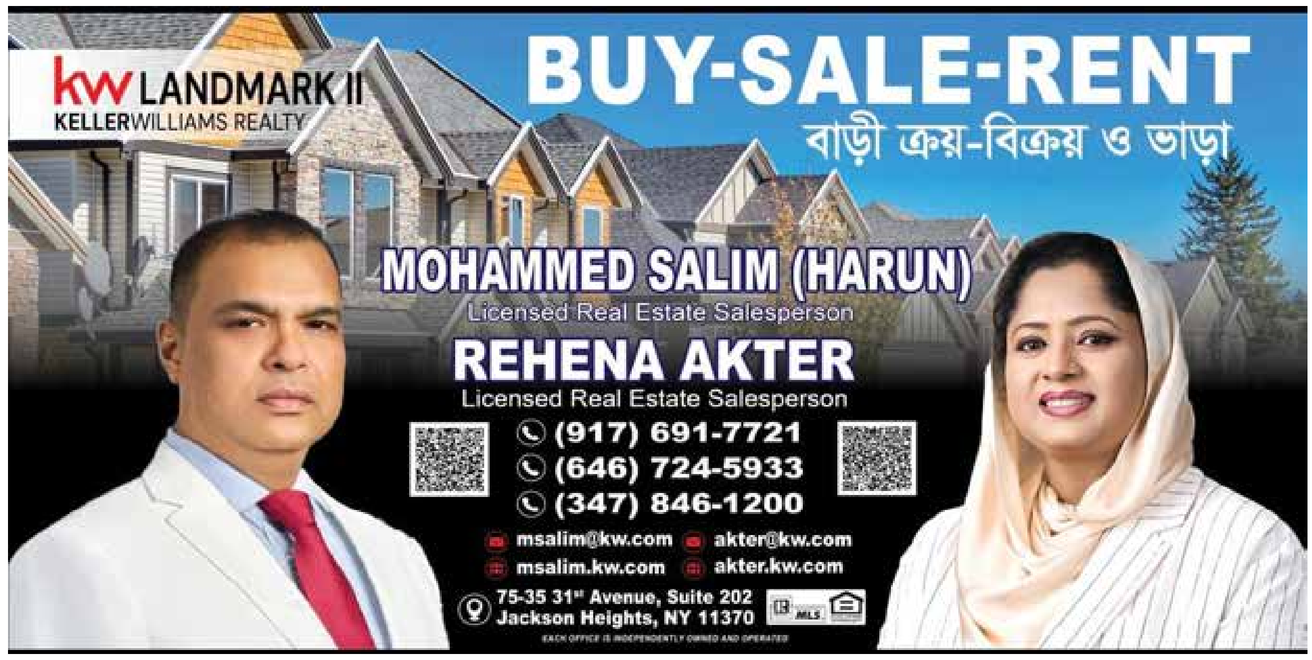

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

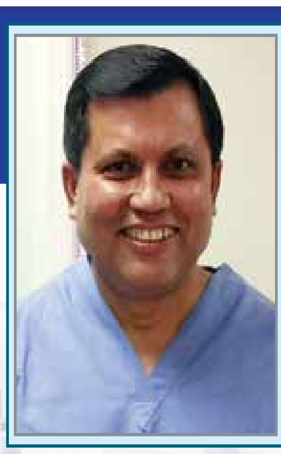

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

VISA — আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী করা জাপানি

৬ পৃষ্ঠার পর

পণ্যের ওপর ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে-এর মধ্যে গাড়ি ও ওষুধও রয়েছে। এ চুক্তির অংশ হিসেবে টোকিও ৫৫০ বিলিয়ন ডলার মার্কিন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে এবং ধীরে ধীরে নিজেদের বাজার আমেরিকান পণ্যের জন্য উন্মুক্ত করতে রাজি হয়েছে। এর মধ্যে গাড়ি ও চালও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ট্রাম্প চলতি বছরের এপ্রিল মাসে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের ওপর ব্যাপক শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেওয়ার পর মাসব্যাপী আলোচনার পর এ সমঝোতা হয়। সূত্র : বিবিসি।

প্রবাসী আয়ে শীর্ষে ঢাকা, পরে

৮ পৃষ্ঠার পর

গত দুই মাসে ঢাকা জেলায় প্রবাসী আয় এসেছে ২০৯ কোটি ২৬ লাখ ডলার। শীর্ষ দশের তালিকার নবমে রয়েছে টাঙ্গাইল ও দশমে নারায়ণগঞ্জ। এর মধ্যে টাঙ্গাইলে প্রবাসী আয় এসেছে আট কোটি ৫০ লাখ ডলার এবং নারায়ণগঞ্জে আট কোটি ডলার।

অন্যান্য বিভাগের মধ্যে গত দুই মাসে চট্টগ্রাম বিভাগে এসেছে ১১৬ কোটি ৯২ লাখ ডলার, সিলেটের ৩৭ কোটি ডলার, খুলনায় ১৮ কোটি ৮৩ লাখ ডলার, রাজশাহীতে ১৪ কোটি ৪০ লাখ ডলার, বরিশালে ১১ কোটি দুই লাখ ডলার, ময়মনসিংহে আট কোটি চার লাখ ডলার এবং রংপুরে পাঁচ কোটি ৮৯ লাখ ডলার। রংপুর বিভাগের লালমনিরহাট জেলায় প্রবাসী আয় এসেছে ২২ লাখ ডলার। যা দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে সর্বনিম্ন।

অপরদিক গত দুই মাসে প্রবাসী আয়ের শীর্ষ দশের তালিকায় রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগের ছয় জেলা। গত দুই মাসে একই বিভাগের চট্টগ্রাম জেলায় প্রবাসী আয় এসেছে ৩৩ কোটি ৫২ লাখ ডলার।

এছাড়া কুমিল্লা জেলায় ২৩ কোটি ৭০ লাখ ডলার, নোয়াখালীতে ১৪ কোটি দুই লাখ ডলার, ফেনীতে ১২ কোটি ৩৬ লাখ ডলার, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১২ কোটি ১৩ লাখ ডলার এবং চাঁদপুরে ১০ কোটি ৬৬ লাখ ডলার প্রবাসী আয় এসেছে।

বাংলাদেশে ১০ জনে ছয়জন

৮ পৃষ্ঠার পর

ও অন্তঃসত্ত্বা। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এবং আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআর,বি) যৌথ জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে। জরিপে ১৯টি হাসপাতালে জ্বর-সর্দির উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসা নেওয়া এক হাজার ৪৫৩ জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রতি মাসে ওইসব হাসপাতালের তথ্য হালনাগাদ করা হয়।

রাজধানীর আইসিডিডিআর,বি কার্যালয়ে 'ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকার ভূমিকা: ভবিষ্যৎ পথনির্দেশনা' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী কর্মশালায় জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। গত ১ ও ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত কর্মশালায় চিকিৎসক, নীতিনির্ধারক, গবেষক ও ওষুধ শিল্পের প্রতিনিধি অংশ নেন।

জরিপের তথ্য বলছে, ২০২৩ সালে দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের হার ছিল ২৫ শতাংশ। ২০২৪ সালে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ছিল জুন মাসে ৩৭ শতাংশ। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে সংক্রমণের হার ছিল ৫৯ দশমিক ২ শতাংশ। ২০০৭ সালের পর থেকে এটিই এক মাসে সর্বোচ্চ শনাক্তের হার।

কর্মশালায় জানানো হয়েছে, মৌসুমি ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব একটি বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা, যা প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ৫০ লাখ মানুষের গুরুতর অসুস্থতা ও সাড়ে ছয় লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ। এমন পরিস্থিতিতে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর চিকিৎসায় ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকাকে জাতীয় ক্লিনিক্যাল নির্দেশনায় অন্তর্ভুক্ত করার জোর আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে আইইডিসিআর,বির পরিচালক অধ্যাপক ডা. তাহমিনা শিরিন জানান, ২০০৭ সাল থেকে পরিচালিত ইনফ্লুয়েঞ্জা নজরদারি কর্মসূচির তথ্য অনুযায়ী, ইনফ্লুয়েঞ্জা জটিলতার কারণে পরে নিউমোনিয়া, ফুসফুসে প্রদাহ, সাইনাস ইনফেকশন, শিশুদের ক্ষেত্রে মধ্যকর্ণের ইনফেকশন, দীর্ঘমেয়াদি অ্যাজমা বা হাঁপানি দেখা দেয়। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে হার্টের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। বাংলাদেশে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ মৌসুমি এবং এটি প্রতিবারই মূল্যবান জীবন কেড়ে নিচ্ছে। সময়মতো টিকা দিলে বহু মৃত্যু ও গুরুতর অসুস্থতা প্রতিরোধ সম্ভব।

তিনি বলেন, টিকাদান শুধু কার্যকর নয়, বরং অর্থনৈতিকভাবেও সাশ্রয়ী। বিশেষ করে দেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় দীর্ঘমেয়াদে টিকার টেকসই প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্যকর্মীরাও ঝুঁকিতে

আইসিডিডিআর,বির গবেষক ডা. মো. জাকিউল হাসান জানান, স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের তুলনায় চার গুণ বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। ফলে এই সংক্রমণ তাদের সহকর্মী, রোগী ও পরিবারের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবুও এই গোষ্ঠীর মধ্যে টিকা নেওয়ার হার উদ্বেগজনকভাবে কম।

টিকা নেওয়ার পরামর্শ

কর্মশালার বিশেষজ্ঞ প্যানেল আলোচনায় ছিলেন ডা. তাহমিনা শিরিন, ডা. ফেরদৌসী কাদরী, ডা. কে. জামান, ডা. আলী কাওসার ও ডা. ফারহাদ হোসেন। তারা বলেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকাকে সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা নীতিমালায় যুক্ত না করলে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হবে না। বিশেষ করে সব টিকা বিনামূল্যে এই ধারণা বাস্তবতাবিবর্জিত এবং পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

প্যানেলের সদস্যরা বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ঘটলে বাংলাদেশ আর টিকার জন্য আন্তর্জাতিক বিনামূল্য সহায়তা পাবে না। তাই এখনই পরিকল্পনা নেওয়া দরকার, যাতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য টিকাদান ব্যবস্থা টেকসই হয়।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জাতীয় জনস্বাস্থ্য সংস্থা ইউএস সিডিসির কান্ট্রি ডিরেক্টর অধ্যাপক ডা. দিমিত্রি প্রিবিলস্কি সরকারি-বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে ভবিষ্যতে যৌথভাবে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন।

সচেতনতা কম, নীতির অভাব

বক্তারা বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকাকে কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সুপারিশ করলেও বাংলাদেশে এখনও এই টিকার গ্রহণযোগ্যতা খুবই কম। এর প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে সচেতনতার অভাব, নীতির ঘাটতি, টিকার উচ্চমূল্য, সরবরাহজনিত সমস্যা এবং ক্লিনিক্যাল গাইডলাইনের বাইরে থাকা। কর্মশালায় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ভয়, কোল্ড চেইন ব্যবস্থাপনার সমস্যা, চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ ও গাইডলাইনের অভাব, জনগণের সচেতনতার ঘাটতি এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুপারিশ করা হয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জনস্বাস্থ্য উইংয়ের যুগ্ম সচিব ডা. শিব্বির আহমেদ ওসমানী বলেন, জনসচেতনতা ও টিকাদান কর্মসূচি বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।- সমকাল

ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে দ্রুত শুনানির

৫ পৃষ্ঠার পর

যাওয়ার জন্য কয়েক সপ্তাহ সময় পেয়ে গিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

বুধবার (স্থানীয় সময় অনুসারে) মার্কিন সলিসিটর জেনারেল আদালতে যে নথি জমা দিয়েছেন, তাতে আমেরিকার রাজস্বসচিব স্কট বেসান্তের একটি বক্তব্যও রয়েছে। সেখানে আপিল আদালতের রায় প্রসঙ্গে বেসান্ত বলেছেন, "ইতিমধ্যে যে (বাণিজ্যিক) আলোচনা চলছে, তার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বিভিন্ন দেশের নেতারা প্রেসিডেন্টের আরোপিত শুল্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। তাঁরা আলোচনা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছেন, বা আলোচনাকে বিলম্বিত করে দিচ্ছেন। কেউ কেউ আবার নিজেদের মতো করে অন্য হিসাবও কষছেন।" এ অবস্থায় মামলাটির শুনানি পিছিয়ে গেলে আমেরিকাকে অর্থনৈতিক ভাবে ধাক্কা খেতে হতে পারে বলে মনে করছে ট্রাম্প প্রশাসন। তাদের বক্তব্য, ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপর তারা ৭৫ হাজার কোটি-১ লক্ষ কোটি ডলার আদায় করেছে। এই শুল্ক বাতিল হলে উল্লেখযোগ্য বিঘ্ন ঘটতে পারে। পাশাপাশি মার্কিন প্রশাসনকে যদি তার বাণিজ্যিক সঙ্গীদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করতে হয়, তবে এক 'অর্থনৈতিক বিপর্যয়' তৈরি হতে পারে বলেও আশঙ্কা করেছেন বেসান্ত।

বস্তুত, ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে ইতিমধ্যে বিস্তর প্রশ্ন উঠে এসেছে। প্রায় সব দেশের উপরেই ন্যূনতম ১০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া বাণিজ্যিক সমীকরণের দিক থেকে বিভিন্ন দেশের উপর বিভিন্ন হারে শুল্ক চাপিয়েছেন তিনি। যেমন ভারতের উপর চাপিয়েছেন ৫০ শতাংশ শুল্ক। আমেরিকার ১৯৭৭ সালের একটি আইনড় 'ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ার্স অ্যাক্ট'-কে ব্যবহার করে এই শুল্কনীতিকে কার্যকর করেছেন ট্রাম্প।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিদেশে সভা

৯ পৃষ্ঠার পর

পাঠানো হয়েছে। একই দিন সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) চূড়ান্ত খসড়াও আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠায় ইসি। এই খসড়ায় আদালত ঘোষিত পলাতক (ফেরারি) আসামিরা সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য হবেন, এমন বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

ইসির সূত্র জানায়, সংশোধিত আচরণ বিধিমালার চূড়ান্ত বিধিমালায় একগুচ্ছ সংশোধন আনা হয়েছে। চূড়ান্ত খসড়ায় নির্বাচনী প্রচার এবং ভোট গ্রহণের সময় কোনো প্রকার ড্রোন, কোয়াডকপ্টার বা এ জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না, এই বিধান যুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া নারীদের সাইবার বুলিং রোধ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিথ্যাচার বা অপপ্রচার চালালে শাস্তি ও প্রার্থিতা বাতিলের বিধানও রাখা হয়েছে প্রস্তাবিত আচরণ বিধিমালায়।

জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, আচরণ বিধিমালায় যেসব প্রস্তাব আছে, তা আরপিওতে রাখা হয়েছে। আচরণবিধি লঙ্ঘনে প্রার্থীর ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। দলের ক্ষেত্রে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আচরণবিধিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও এআই ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, সংশোধিত আচরণ বিধিমালার চূড়ান্ত খসড়ায় সরকারি সুবিধাভোগী অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির অংশে অন্তর্বর্তী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, অন্তর্বর্তী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যসহ সমপর্যায়ের ব্যক্তি, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের যুক্ত করা হয়েছে। খসড়ায় আরও যেসব বিধান রাখা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে কোনো প্রার্থী কোনো প্রতিষ্ঠান বা সমিতি বা সংগঠন থেকে কোনো প্রকার সংবর্ধনা নিতে পারবেন না; প্রচারে পোস্টার ব্যবহার করা যাবে না। অপচনশীল যেমন রেক্সিন, পলিথিন, প্লাস্টিক তথা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো উপাদানে তৈরি কোনো প্রচারপত্র, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন ও ব্যানার ব্যবহার করা যাবে না। নির্বাচনী প্রচারে হেলিকপ্টার বা অন্য কোনো আকাশযান ব্যবহার করা যাবে না। তবে দলীয় প্রধান বা সমপর্যায়ের পদধারী এবং সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদধারী ব্যক্তি যাতায়াতের জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারবেন। এমন যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার থেকে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোনো প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন, বিতরণ বা নিক্ষেপ করা যাবে না।

চূড়ান্ত খসড়া অনুযায়ী, নির্বাচনী প্রচারে বিলবোর্ড ব্যবহার করা যাবে। তবে কোনো প্রার্থী কোনো নির্বাচনী এলাকায় ২০টির বেশি বিলবোর্ড ব্যবহার করতে পারবেন না। বিলবোর্ডের আয়তন ১৬ ফুট বাই ৯ ফুটের বেশি হবে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার চালানো যাবে। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারে মানহানিকর কিছু প্রচার করলে ডিজিটাল বা সাইবার সুরক্ষা আইনের আওতায় শাস্তি হবে। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী আচরণবিধির সব বিধান মেনে চলবেন, এমন আলাদা আলাদা অঙ্গীকারনামা ইসিতে জমা দিতে হবে, এমন বিধানও চূড়ান্ত খসড়ায় রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে

৯ পৃষ্ঠার পর

যেতে বলেন। সাংবাদিক আসিফ হোসেন ওই আইনজীবীকে বলেন, ‘‘উনি (রোমিও) সাংবাদিক” অভিযোগ- এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আইনজীবী মহিউদ্দিন সাংবাদিক আসিফকে ঘুষি মারেন। সাংবাদিক আসিফ তার হাতের বুমটি উঁচু করে বিচারকের উদ্দেশে বলেন, “আমাকে মারধর করা হচ্ছে।” এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকজন আইনজীবী তাকে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মারতে থাকেন। সহকারি পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) কাইয়ুম হোসেন, আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখিসহ অন্য কয়েকজন আইনজীবী এবং উপস্থিত সাংবাদিকরা তখন আসিফকে আরো মারধরের হাত থেকে রক্ষা করেন।

যার বিরুদ্ধে সাংবাদিকের ওপর হামলা শুরুর অভিযোগ, সেই আইনজীবী মহিউদ্দীন মাহি ঘটনার সময় অন্য একটি মামলার জন্য আদালতে উপস্থিত থাকার কথা স্বীকার করলেও সাংবাদিককে মারধরের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে দাবি করেন, মারধর নয়, শুধু কথা কাটাকাটি আর ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। তবে আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ নজরুল ইসলাম মারধরের বিষয়টি স্বীকার করে দাবি করেন,,চএই মারধরের সঙ্গে বিএনপিপন্থি কোনো আইনজীবী জড়িত নয়”

প্রসিকিউশন পুলিশের উপকমিশনার মো. তারেক জুবায়েরও সাংবাদিককে মারধরের ঘটনা অস্বীকার করেননি। তিনি বলেন, লিখিত অভিযোগ করলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আদালতে হামলার শিকার হয়েও নিরাপত্তা বা প্রতিকার না পাওয়া সাংবাদিক আসিফ হোসেন আতঙ্ক আর হতাশা নিয়ে ডয়চে ভেলেকে বলেন, “আমার ওপর রীতিমতো মব হামলা হয়। আইনজীবী মহিউদ্দিন মাহি ঘুষি মারার পর আরো বেশ কয়েকজন আইনজীবী আমার ওপর হামলে পড়েন, আমাকে কিল-ঘুষি মারেন। এ সময় আদালতের ভিতরে ও বাইরে পুলিশ ছিল। তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বিচারককে চিৎকার করে আমার ওপর হামলার কথা জানালেও তিনি কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে, কোনো আদেশ না দিয়ে এজলাস ছেড়ে চলে যান। আইনজীবী সমিতির সভাপতি আসার পর তার সঙ্গেই বের হয়ে যান হামলাকারী আইনজীবী মহিউদ্দিন মাহি।”

তিনি আরো বলেন, “এই সময়ে আমি আইনজীবীর হামলার শিকার হলাম। তবে আইনজীবীদের সাংবাদিকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা নিত্যদিনের ঘটনা। তারা প্রায়ই সাংবাদিকদের আদালত কক্ষে ঢুকতে দিতে চায় না।”

৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারের এ মারধরের ঘটনায় সাংবাদিক আসিফ হোসেন বা তার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এখনো কোনো মামলা করা হয়নি। কেউ আটক বা গ্রেপ্তারও হয়নি।

একটি ঘটনা ও প্রাসঙ্গিক তিনটি প্রশ্ন

১.সাংবাদিককে মারধরের ঘটনায় পুলিশ বা অন্য কোনো আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, কিংবা অন্য কোনো দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ কি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সামান্যও আগ্রহী?

২. আইনজীবী সমিতির সভাপতি দাবি করেছেন, মারধরে বিনএনপিপন্থি কোনো আইনজীবী জড়িত নয়। কে বা কারা জড়িত সেই প্রশ্নে না গিয়ে যে বা যারাই জড়িত হোক, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণই প্রকৃত আইনের শাসন। আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য কি আইনি শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক, নাকি এর অন্তরালে ‘‘ঠাকুর ঘরে কেরে? আমি কলা খাই না”-র মতো প্রকৃত সত্যি আড়াল করে বিচারের বাণীকে নীরব কান্নায় পরিণত করার অপচেষ্টা লক্ষণীয়?

৩. মারধরের ঘটনা ঘটেছে একেবারে বিচারকের চোখের সামনে। এমন পরিস্থিতিতেও বিচারকের নিষ্ক্রিয়, নীরব প্রস্থান কি বিচারালয়েও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা এবং নির্ভয়ে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার আশা বাঁচিয়ে রাখবে? সাংবাদিক যদি রাজধানীর বিচারালয়েই নিরাপত্তা না পান, কোথায় পাবেন?

‘আদালতেই এমন হলে সারা দেশে সাংবাদিকরা কী পরিস্থিতির মুখে আছেন তা সহজেই বোঝা যায়’

ঘটনার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট ফারজানা ইয়াসমিন রাখি। তিনি সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নার আইনজীবী। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন,চ বিচারক ঘটনা দেখে এজলাস ছেড়ে চলে যান। পুলিশও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তবে বিচারক চাইলে ব্যবস্থা নিতে পারতেন। তার সেই এখতিয়ার ছিল।”

মানবাধিকার কর্মী নূর খান ডয়চে ভেলেকে বলেন, “এই ধরনের বিচারকের জন্যই দেশের এই অবস্থা। তিনি দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নিলেন না। এটা তার দায়িত্বের মধ্যে ছিল।”

তিনি আরো বলেন, “এই বিচারক আদালতে রক্তাক্ত ব্যক্তিকে দেখলেও কোনো প্রশ্ন করেন না। নির্যাতনের শিকার কাউকে হাজির করা হলেও কোনো প্রতিকার করেন না।”

নূর খান জানান,চ সাংবাদিকরা যদি কোনো মামলা করে, তারও বিচার হয় না। ৯০ ভাগ মামলার ক্ষেত্রেই কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না।”

“বাংলাদেশে আদালতের মধ্যেই যেখানে সাংবাদিকরা নিগ্রহের শিকার হন, কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়না, সেখানে সারাদেশে তারা কী পরিস্থিতির মুখে আছেন তা সহজেই বোঝা যায়,” বলেন তিনি।

সাম্প্রতিক কিছু হামলার ঘটনা

এর আগেও আইনজীবীদের হামলার শিকার হয়েছেন সাংবাদিকরা । গত ৩১ মে আটক আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও কণ্ঠশিল্পী মমতাজকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নেয়ার সময় সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হন বেশ কয়েকজন আইনজীবী।

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

এশিয়াতে খেলাপি ঋণের শীর্ষে

৮ পৃষ্ঠার পর

বোঝা না যায়। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন ডেইল স্টারকে বলেন, আগের সরকার ঋণের নিয়ম শিথিল করে রেখেছিল। বড় ব্যবসায়ীদের ঋণ বারবার পুনঃতফসিল করে দেখানো হতো, যেন সব ঠিক আছে। এখন বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকৃত তথ্য প্রকাশ শুরু করেছে। নিয়ম যত কড়া হবে, খেলাপি ঋণের অঙ্ক তত বাড়বে।

তিনি ভারতের উদাহরণ টেনে বলেন, একসময় ভারতও খেলাপি ঋণে ডুবে ছিল। কিন্তু তারা কঠোর সংস্কার করে সমস্যা অনেক সামলেছে।

সানেমের নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, ভারতের মতো বাংলাদেশকেও কঠোর নিয়ম প্রয়োগ করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর দায়িত্ব নেওয়ার পর কিছু পরিবর্তন এসেছে।

তার মতে, এমনকি নেপালও এখন বাংলাদেশের চেয়ে ভালোভাবে ঋণ ব্যবস্থাপনা করছে। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের কাঠামোও তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী।

তিনি বলেন, আগের সরকার নিয়মকানুন বদলে খেলাপি ঋণ কম দেখাত। আবার রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা প্রচুর ঋণ নিয়েছিল, যাদের মধ্যে কেউ কেউ এখন দেশ ছেড়ে পালিয়েছে বা দুর্নীতির মামলায় জড়িত।

তিনি বলেন,৹তাদের সব ঋণ এখনো খেলাপি হিসেবে ধরা হয়নি। যদি তারা টাকা ফেরত না দেয়, তাহলে খেলাপি ঋণের পরিমাণ আরও বাড়বে৻

সেলিম রায়হান মনে করেন, শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিবর্তন নয়, বরং আইন শক্তিশালী করা, মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো এবং সবচেয়ে বড় কথা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা দরকার। আগামী নির্বাচিত সরকারকেও এই সংস্কার চালিয়ে যেতে হবে।

এডিবি বলছে, এশিয়ার খেলাপি ঋণের বাজারে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু বৈশ্বিক অর্থনীতির মন্দা, বাণিজ্য দ্বন্দ্ব ও ভূরাজনৈতিক সংকট আবারও খেলাপি ঋণ বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে যেসব দেশ বেশি ঋণনির্ভর বা বাইরের বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল তারা ঝুঁকিতে আছে।

এডিবির পরামর্শ হলো, কঠোর আইন, কার্যকর বাজারব্যবস্থা ও দ্রুত নীতিগত পদক্ষেপ নিতে হবে। পাশাপাশি বিচারব্যবস্থা আরও দক্ষ করতে হবে, বাজার স্বচ্ছতা বাড়াতে হবে ও বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তবেই এশিয়ায় খেলাপি ঋণের সমস্যা কার্যকরভাবে সামলানো যাবে।

প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতে

৯ পৃষ্ঠার পর

বলেছেন, ইসি থেকে খাতওয়ারি ব্যয় প্রাক্কলন করে দিলেই বরাদ্দের জন্য সরকারের কাছে দেওয়া হবে।

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ সমকালকে জানান, আরপিওতে পোস্টাল ব্যালট ভোটিং যুক্ত করা হয়েছে। পোস্টাল ব্যালটে যারা ভোট দেবেন, তাদের ব্যালট হবে 'সিম্বল ব্যালট'। যেখানে প্রার্থীর নামগুলো থাকবে না, কেবল নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত সব প্রতীক থাকবে। এই সিম্বল ব্যালট ভোটারের কাছে ভোটের তপশিল ঘোষণার আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ব্যালট হাতে পাওয়ার পর তিনি অপেক্ষা করবেন প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত হওয়া পর্যন্ত। প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত ও প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন হলে তিনি পছন্দের প্রতীকে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ভোট দেবেন।

তিনি আরও বলেন, যারা অ্যাপের মাধ্যমে রেজিস্টার করেছেন অথবা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে দেখতে পাবেন যে, তার সংসদীয় আসনে কারা কারা চূড়ান্ত প্রার্থী এবং কার প্রতীক কোনটা। তারপর তিনি ব্যালটে ভোট দেবেন এবং ভোট দিয়ে সেটা ফেরত পাঠাবেন।

ভোটদান উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় ৪৯ কোটি টাকা

ইসি জানিয়েছে, পোস্টাল ব্যালটে প্রবাসীদের ভোটদানে 'সিস্টেম উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন (ওসিভি-এসডিআই)' নামে একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এর ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪৯ কোটি ৪৩ লাখ ৫৬ হাজার টাকা। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন পেয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় অনলাইন নিবন্ধনে অ্যাপ তৈরিসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা হবে।

ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ সমকালকে বলেছেন, প্রবাসীদের ভোটদান নিশ্চিতে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। আর প্রবাসীদের ভোটিংয়ের ব্যালট আনা নেওয়া ও মুদ্রণসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে মাত্র আলোচনা শুরু হচ্ছে। সব মিলিয়ে কত ব্যয় হবে এমন ধারণা এখন দেওয়াও মুশকিল হবে।

নিবন্ধন শেষ হলে বাকি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

নিবন্ধন শেষ হওয়ার পর প্রবাসী ভোটারদের ব্যালট আনা নেওয়ায় প্রক্রিয়া শুরু হবে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস ও সরকারি ডাক বিভাগের সঙ্গে আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত ডাক বিভাগের ওপরই আস্থা রেখেছে তারা।

এরই মধ্যে ডাক বিভাগ থেকে ইসির কাছে একটি প্রাথমিক প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। গত জুন মাসে এ সংক্রান্ত বৈঠকে ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইএমএস বা রেজিস্টার্ড সার্ভিসে একজন ভোটারের ব্যালট পেপার প্রবাসে পাঠানো এবং ফেরত আনতে ৪০০ থেকে ৫৫০ টাকা ব্যয় হতে পারে। এর বাইরেও ভোটারপ্রতি আরও ১০০ থেকে ২০০ টাকা খরচ হবে। ফলে প্রতি এক লাখ ভোটারের জন্য ছয় থেকে সাত কোটি টাকা লাগবে।

ইসির ধারণা, শেষ পর্যন্ত ভোটদানে আগ্রহী ৮-১০ লাখ প্রবাসীর সাড়া পাওয়া যাবে। ফলে এই কাজে কমপক্ষে ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে বলে প্রাথমিক ধারণা দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা।

জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, ডাকবিভাগ থেকে চূড়ান্ত চাহিদা এবং ইসির কারিগরি কমিটির চূড়ান্ত আলোচনার পর পোস্টাল ব্যালটের ব্যয় সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। এখনও অনেক সময় রয়েছে। তবে প্রাথমিক যে ধারণা দেওয়া হয়েছিল, তার চেয়ে কম হতে পারে। এটা সরকারি ব্যবস্থাপনায় যেহেতু হবে, সেহেতু কত সংখ্যক ভোটার নিবন্ধন করেন, তার ওপর ব্যয়বরাদ্দ নির্ভর করবে।

কবে কোন কাজ

রোজার আগে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোটের লক্ষ্যে কাজ করছে ইসি। ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তপশিল হতে পারে। আর জানুয়ারির মধ্যে প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের প্রক্রিয়া শেষ করে রাখতে চায় ইসি।

ইসির পরিকল্পনা অনুযায়ী- আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মোবাইল অ্যাপ তৈরি, পরীক্ষামূলকভাবে প্রবাসী ও দেশের অভ্যন্তরের ভোটারদের নিবন্ধন, ট্র্যাকিং মডিউল এবং প্রতীক ও প্রার্থীদের সংযুক্ত করার কাজ শেষ করা হবে। ১ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবরের পর্যন্ত মোবাইল অ্যাপের ট্রায়াল, নিরীক্ষা, ত্রুটি সংশোধন ও ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রস্তুত করা হবে। ১ অক্টোবর থেকে ১০ নভেম্বরে মধ্যে ব্যালট পেপার, নির্দেশিকা ও ঘোষণাপত্র মুদ্রণ করা হবে। আর ভোটার তালিকাভুক্তি নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হবে ১১ নভেম্বর থেকে, যা চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত।

এদিকে ডাকবিভাগ খামের কাস্টমাইজেশন করবে ১৫ নভেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি। ভোটারদের কাছে ব্যালট পেপার পাঠানো হবে ২০ নভেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। ভোটার তালিকা মুদ্রণ হবে ১ ডিসেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর। এছাড়া নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা হওয়ার পর প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ হলে ভোটদানের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। ভোট প্রদান ও ব্যালট পেপার বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে হবে নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে। এরপর কমিশন প্রতিটি ব্যালট পেপার সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পাঠাবে ফলাফল একীভূত হওয়ার আগে।

চলতি মাস থেকে শুরু হওয়া এসব নানা পদক্ষেপের পাশাপাশি পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের প্রচারণা, উদ্বুদ্ধকরণ ও ভোটার শিক্ষা কার্যক্রমও চালাবে ইসি। যা চলবে ভোটগ্রহণের আগে আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

প্রবাসীদের পোস্টালভোটিং সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য ও পরামর্শক সালিম আহমাদ খান জানান, প্রবাসী ভোটারদের ভোটদানের বিষয়টি নিয়ে কাজ চলছে। মডিউল নিয়ে প্রচারণায় যাবেন তারা। প্রায় ১০ লাখ প্রবাসী ভোটারের ভোটদানের টার্গেট রয়েছে। ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো চূড়ান্ত হলে ধাপে ধাপে সব কিছু জানানো হবে।- সংবাদসূত্র দৈনিক সমকাল

বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে

৩৭ পৃষ্ঠার পর

সাংবাদিকদের খবর সংগ্রহে বাধা দেন তারা। সাংবাদিকরা এর প্রতিবাদ করলে তাদের দেখে নেওয়ার হুমকিও দেয়া হয়।

গত ৩১ আগস্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে স্থানীয়দের সংঘর্ষের সময় দ্য ডেইলি স্টারের দুই সাংবাদিক সিফায়েত উল্লাহ সিফাত ও মাহফুজ আহমেদের ওপর হামলা হয়। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সাংবাদিক সিফাত ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‟ওই দিন আরো কয়েকজন সাংবাদিকের ওপর হামলা হয়। আমরা আমাদের পরিচয়পত্র দেখানোর পরও হামলাকারীরা আমাদের রেহাই দেয়নি।" ঘটনার প্রতিকারের জন্য আইনের আশ্রয় নিয়েছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‟মামলা করিনি। মামলা করে কী হবে? সাংবাদিকের ওপর হামলা হলে তো কোনো বিচার হয় না।"

গত ৩০ আগস্ট হবিগঞ্জের সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান থেকে কাঠ পাচারের তথ্য সংগ্রহ ও পাচারের মুহূর্তের ভিডিও করতে গিয়ে পাচারকারী দুই রেঞ্জ কর্মকর্তার হামলার শিকার হন দৈনিক কালবেলার সাংবাদিক মুজাহিদ মসি ও স্থানীয় একটি পত্রিকার সাংবাদিক ত্রিপুরারি দেবনাথ। মুজাহিদ মসি থানায় ওই ঘটনায় হামলাকারীদের বন বিভাগের দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করলেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি৷ বরং পরে উল্টো বনবিভাগের পক্ষ থেকে ওই দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধেই চাঁদাবাজির মামলা করা হয়। মুজাহিদ মসি বলেন,চ ওই দুই কর্মকর্তা বহাল তবিয়তে থাকলেও আমরা মাথায় ওয়ারেন্ট নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।" তিনি জানান,চ কাঠ পাচারের দৃশ্য ভিডিও করার পর তারা আমাদের ওপর হামলা চালিয়ে ক্যামেরা ও মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। আমরা আহত হই এবং হাসপাতালে চিকিৎসা নিই। পরে হামলাকারীরা আমাদের সাথে সমঝোতার চেষ্টা করে। অর্থ গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। আমরা রাজী না হলে প্রথমে হুমকি ও পরে মামলা করে। "

গত ৫ জুন ঢাকার মহাখালী বাস টার্মিনালে যাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া আদায়ের দৃশ্য ফেসবুকে লাইভ করার সময় টার্মিনাল শ্রমিকদের হামলার শিকার হন কালের কণ্ঠের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার রাইয়ান হোসাইন। তার ফোনও কেড়ে নেয়া হয়। রাইয়ান ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‟হামলার সময় পুলিশ সামনে ছিল। কিন্তু তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এরপর মামলা করতে গেলে থানা মামলাও নেয়নি। উল্টো তারা টার্মিনাল শ্রমিকদের সঙ্গে সমঝোতার পরামর্শ দেন।"

গত ৩১ আগস্ট মতিঝিলে ডিবিসি নিউজের সাংবাদিক রেদোয়ানুল হক এবং দৈনিক কালবেলার সাংবাদিক এ জেড এম আনাসের ওপর সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। আহত সাংবাদিকরা পুলিশকে জানিয়ে কোনো প্রতিকার পাননি৷

'সাংবাদিকদের জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি'

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসান ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‟সাংবাদিকরা এখন বাংলাদেশে সব দিক থেকেই ঝুঁকির মুখে আছে। তারা হামলার শিকার হন, মামলার শিকার হন, হুমকির শিকার হন, মবের শিকার হন।সাংবাদিকরা প্রতিকার পেতে মামলা করলেও কোনো বিচার হয় না। এটা একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি।" তার কথা, ‟বাইরের বিষয় বাদ দিলাম, কিন্তু আদালতের মধ্যে বিচারকের সামনে হামলা হলো, তিনি কোনো ব্যবস্থা নিলেন না! তার তো ব্যবস্থা নেয়ার দায়িত্ব ছিল। তাহলে তো সাংবাদিকরা আর কোথাও সুরক্ষা পাবে না।"

অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসান আরো বলেন, ‟ সাংবাদিকদের কাছে সবাই তথ্য চান, আবার তথ্য প্রকাশ করলে তাদের ওপর হামলা হয়, মামলা হয়। তাদের সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। সরকারও কিছু করছে না।"

সাংবাদিক ও মানবাধিকার সংস্থার তথ্য, বিবৃতিতে ভয়াবহতার চিত্র

মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই- এই সাত মাসে সারা দেশে ২১৮ জন সাংবাদিক হামলা ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। সংবাদ প্রকাশের জন্য ৩১ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, হত্যার হুমকি পেয়েছেন ১১ জন সাংবাদিক৷ নির্যাতন ও মামলার সাথে পুলিশ এবং প্রশাসনের লোকজন জড়িত বলেও আসক-এর প্রতিবেদনে জানানো হয়। গত আগস্টে একজন সাংবাদিক পেশাগত কারণে হত্যার শিকার হয়েছেন গাজীপুরে।

টিআইবির প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশে সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর হামলা ও হয়রানির ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে ৪৯৬ জন সাংবাদিক হয়রানির শিকার হয়েছেন যাদের মধ্যে ২৬৬ জনকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সংক্রান্ত হত্যা মামলার আসামি করা হয়েছে। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত তিনজন সাংবাদিক দায়িত্ব পালনকালে হামলায় নিহত হয়েছেন বলেও জানানো হয় টিআইবির প্রতিবেদনে।

সাংবাদিকদের অধিকার সুরক্ষার আন্তর্জাতিক সংগঠন ইন্টারন্যাশন্যাল ফেডারেল অব জার্নালিস্টস (আইএফজে) বাংলাদেশে সাংবাদিকদের সুরক্ষার দাবি জানিয়ে গত এক বছরে কয়েকবার বিবৃতি দিয়েছে। বৃহস্পতিবার তারা এক বিবৃতিতে সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নাকে গ্রেপ্তারের ঘটনার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করে । বেআইনিভাবে কাউকে আটক না করে দ্রুত বিচারের কাজ সম্পন্ন করার দাবিও জানিয়েছে আইএফজে৷

এর আগে গত ২৮ আগস্ট এক বিবৃতিতে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের 'অস্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ণ তদন্ত' দাবি করে আইএফজে। *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

অন্তর্বতী সরকারের অধীনে

৯ পৃষ্ঠার পর

হলে তা হবে “আইন ও সাংবিধানিকভাবে অগ্রহণযোগ্য”।

চিঠিতে আরও সতর্ক করা হয়, বর্তমান সংবিধানের অধীনে গঠিত কোনো সরকার যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে বিদ্যমান ব্যবস্থা পাল্টে নতুন কিছু চাপিয়ে দেয়, তাহলে তা “বিপ্লব নয়, ক্যু হিসেবে গণ্য হবে”।

দলটি আরও বলেছে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারকে যদি কোনো দল বা গোষ্ঠী “অসম্মানজনক পথে” ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে তা হবে জাতির জন্য “দুঃখজনক”।

চিঠিতে জোর দিয়ে বলা হয়, “একইসঙ্গে মনে রাখতে হবে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ব্যাহত করার যেকোনো বিপজ্জনক চেষ্টা বাস্তবসম্মত নয়”।

দ্য ডেইলি স্টারকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সংবিধান কার্যকর থাকা অবস্থায় কোনো ব্যবস্থাই সেটা পরিবর্তন করতে পারে না।

তিনি বলেন, “এ ধরনের কিছু করা হলে আদালতে আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে এবং সেটা টিকবে না”।

গত ৫ জুন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণের উল্লেখ করে চিঠিতে বিএনপি বলেছে, তিনি সনদটিকে “একটি প্রতিশ্রুতি” হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

তাকে উদ্ধৃত করে দলটি লিখেছে, জুলাই সনদে সই করে রাজনৈতিক দলগুলো জাতির প্রতি প্রতিশ্রুতি দেবে যে তারা এটি বাস্তবায়ন করবে।

বিএনপি প্রধান উপদেষ্টার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত “গভীরভাবে চিন্তিত ও পরিকল্পিত” অবস্থানের প্রশংসা করেছে এবং ঐকমত্য কমিশনকে তার নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, পরবর্তী নির্বাচিত জাতীয় সংসদ গঠনের দুই বছরের মধ্যে সাংবিধানিক সংশোধনী সংক্রান্ত জুলাই সনদের সুপারিশ ও অন্তর্বতী সরকারের হাতে অসমাপ্ত থাকা অন্যান্য সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হবে।

চিঠিতে দলটি তিনটি প্রস্তাব দিয়েছে। সেগুলো হল:

□ বর্তমান অন্তর্বতীকালীন সরকার জুলাই সনদের সংবিধান সংস্কার বিষয়ক সুপারিশ ব্যতিরেকে আশুকরণীয় নয় এরূপ অন্যান্য সুপারিশ যথাসম্ভব বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করবে। এতদুদ্দেশ্যে বর্তমান অন্তর্বতীকালীন সরকার প্রয়োজনীয় অধ্যাদেশ জারি, বিধি প্রণয়ন, প্রশাসনিক আদেশ জারি, প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ বা অন্য কোনো বৈধ পন্থা/কৌশলের আশ্রয় নিতে পারে।

□ পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের দুই বছরের মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। উক্ত সরকার গঠনকারী সম্ভাব্য সব রাজনৈতিক দল জুলাই সনদে সইয়ের মাধ্যমে এবং নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক এ ক্ষেত্রে জাতির কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে।

□ পরবর্তী নির্বাচিত জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার দুই বছরের মধ্যে জুলাই সনদের সংবিধান সংশোধনী সম্পর্কিত সুপারিশ ও অন্তর্বতীকালীন সরকার কর্তৃক অসম্পন্ন অন্যান্য সুপারিশ বাস্তবায়ন করবে। উক্ত সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই সনদে সইয়ের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে জাতির কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে।

বিএনপি আরও বলেছে, আগামী নির্বাচনের পর সংসদে আসন পাওয়া রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই সনদে সইয়ের মাধ্যমে দেওয়া তাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী সংস্কার বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।

অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলো জানায়, যেখানে ঐকমত্য কমিশন অন্তর্বতী সরকারের অধীনে সংস্কার বাস্তবায়নের ওপর জোর দিচ্ছে, সেখানে বিএনপি ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে এবং তাদের তিন দফা পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে

৩৮ পৃষ্ঠার পর

এর পাশাপাশি সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের পরিবারের পুনর্বাসনের দাবিও জানানো হয় সেখানে।

গত বছরের ২৪ নভেম্বর আইএফজে আরেক বিবৃতিতে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ওপর হামলা, মামলা ও হুমকির ঘটনা উল্লেখ করেহামলা-সহিংসতার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে। তারা বলে, সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অন্তর্বতী সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে।

মুখে সুরক্ষার কথা, বাস্তবে কোনো ব্যবস্থা না নেয়াই সরকারের পলিসি?

সিনিয়র সাংবাদিক মাসুদ কামাল বলেন, “ আসলে সাংবাদিকরা এখন বাংলাদেশে হামলা, মামলা ও হুমকির কেন্দ্রে আছে। তাদের ওপর মব লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার আদালতের মধ্যে সাংবাদিকের ওপর হামলা তারই প্রমাণ। ওই ন্যক্কারজনক ঘটনার পর অন্তর্বতী সরকারও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। সাংবাদিক সংগঠনগুলোও চুপ আছে। আগের মতোই সরকারের দালালি শুরু হয়েছে।”

“আমার মনে হয়, এটাই হচ্ছে এই সরকারের পলিসি। তারা মুখে সাংবাদিকদের সুরক্ষার কথা বলছে, আবার বাস্তবে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না,” বলেন তিনি।

আইনজীবী ইশরাত হাসান বলেন, “আদালতে সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় কোনো পক্ষই দায়িত্ব পালন করেনি। বিচারক, পুলিশ, আইনজীবী সমিতি- কেউ না। এরকম হলে তো বাংলাদেশে সাংবাদিকতা আরো কঠিন হয়ে যাবে।”

মানবাধিকার কর্মী নূর খান বলেন, “বাংলাদেশে সাংবাদিক এবং মানবাধিকার কর্মীরা এখন সবচেয়ে হুমকির মুখে আছে। সাংবাদিকদের হামলা, মামলা, মব আর হুমকি দিয়ে বিপর্যস্ত করা হচ্ছে। বাংলাদেশে যে-কোনো সময় এখন মব তৈরি করে যে কাউকে হত্যা করা সম্ভব□”- হারুন উর রশীদ স্বপন জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের ঢাকা প্রতিনিধি□

শেখ মুজিবুর রহমানের উত্তরাধিকার

৯ পৃষ্ঠার পর

ইসলামপন্থীরাও বাংলাদেশে রাজনৈতিক ভিত্তি অর্জন করে।

বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের বীরোচিত ভূমিকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে মুজিবের নেতৃত্ব কতটা গণতান্ত্রিক ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সদ্য স্বাধীন দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য তার সরকার জাতীয় রক্ষী বাহিনী (ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স) গঠন করে, যা মূলত তার রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর নৃশংসতা চালায়। মুজিব সরকার দেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস করে, একদলীয় শাসন এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার পথ প্রশস্ত করে। ১৯৭৫ সালে সাংবিধানিক সংশোধনীর পর বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) প্রতিষ্ঠিত হয়, যার অধীনে অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলকে অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৭৫ সালের জুন মাসে বেশিরভাগ সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয়।

শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্বের (১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯-২০২৪) মেয়াদে মুজিব দেশের মানুষের মননের কেন্দ্রবিন্দুতে জায়গা করে নেন। হাসিনা হলেন মুজিবের কন্যা। ১৯৭৫ সালের গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া তার পরিবারের একমাত্র সদস্য ছিলেন তিনি এবং তার বোন রেহানা। ২০২৪ সালে যখন হাসিনার শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয় তখন মুজিবের উত্তরাধিকারকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়। বিক্ষোভকারীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়ালচিত্র, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে থেমিসের মূর্তি, স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাস্কর্য, ময়মনসিংহে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ভাস্কর্য, মেহেরপুরে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মধুসূদন দে স্মৃতি ভাস্কর্য - ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। বিক্ষোভকারীরা ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামেও ভাঙচুর করে।

ছয় মাস পর ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতে নির্বাসিত জীবনযাপনকারী হাসিনা অনলাইনে ভাষণ দেন, যেখানে তিনি তার সমর্থকদের অন্তর্বতীকালীন সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তখন একদল জনতা, যাদের অনেকেই ছাত্র বিক্ষোভকারীদের সাথে যুক্ত, মুজিবুর রহমানের বাসভবন ধানমন্ডি-৩২-এ আগুন ধরিয়ে দেয়। পাবনা, চুয়াডাঙ্গা এবং রংপুরেও বিক্ষোভকারীরা মুজিবুর রহমানের দেয়ালচিত্র নষ্ট করে এবং জেলা আওয়ামী লীগ অফিস লক্ষ্য করে হামলা চালায়। আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে সম্পর্কিত মূর্তি এবং প্রতিকৃতি লক্ষ্য করে। আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে সম্পর্কিত মূর্তি এবং প্রতিকৃতি নষ্ট করে দেয়।

২০২৪ সালের আগস্ট মাসে হাসিনা বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের দ্বারা গঠিত ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির(এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম একটি ফেসবুক পোস্টে লিখেছিলেন যে, ‘ তাঁর (শেখ মুজিব) নেতৃত্বে বাংলাদেশ ভারতের একটি উপনিবেশ রাজ্যে পরিণত হয়। তার সময়েই ১৯৭২ সালে জনবিরোধী সংবিধান আরোপিত হয় এবং লুটপাট, রাজনৈতিক হত্যা ও একদলীয় বাকশাল একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করা হয়।’ প্রতিষ্ঠিত আখ্যানের বিরুদ্ধে যেকোনো চ্যালেঞ্জের শুরু হয় তরুণ শিক্ষার্থীদের চেতনা গঠনের মাধ্যমে। হাসিনার পরবর্তী সময়ে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বতীকালীন সরকার একটি ভিন্ন দৃশ্যকল্প তৈরির পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা পূর্বে বিদ্যমান পাঠ্যপুস্তকগুলো সংশোধন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোতে পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়ায় জড়িত রাখাল রাহার ভাষায়, সংশোধনের লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ইতিহাস থেকে তাদের মুক্ত করা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ‘বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা শ্রেণি নবম ও দশম’ (“ঐরংঃড়ৎু ড়ভ ইধহমষধফবংয ধহফ ডড়ৎষফ ঈরারষরুধঃরড়হ ঈষধংংবং ঘরহব ধহফ এঃবহ) শীর্ষক ২০২৫ সালের সংশোধিত পাঠ্যপুস্তকে, মুক্তিযুদ্ধে মুজিবের ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের ২০২ পৃষ্ঠায় মুজিবের ১৯৭১ সালের বিখ্যাত “৭ মার্চের” ভাষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে তিনি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই ভাষণে মুজিব বলেছিলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির জন্য। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার জন্য’।

বইটির ২০৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- ‘২৬শে মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপর ২৭শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হয়ে তিনি আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।’ তবে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের অসন্তোষের মুখেও বইটিতে মুজিবকে ‘জাতির পিতা’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই বছরের জুন মাসে, বাংলাদেশের অন্তর্বতীকালীন সরকার তাকে “জাতির পিতা” হিসেবে উল্লেখকারী ২০২২ সালের আইন পরিবর্তন করে। দেশ নায়ক এবং প্রতীকগুলো কেবল ইতিহাসের অংশ নয়। কিছু ক্ষেত্রে, ভবিষ্যতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করার জন্যও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ইতিহাস তৈরি করা হয়। আর তাই প্রতীকগুলো একটি জাতির মনন, পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং প্রায়শই সহিংস ঐতিহাসিক ভাঙ্গনের কারণে পরিবর্তিত হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে মুজিবের ভূমিকা মুছে ফেলা যাবে না।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
একটি অভিজ্ঞ ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান • IRS E-file Provider

একাউন্টিং
• ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত (All States) কর্পোরেশন
• পার্টনারশীপ ট্যাক্স দক্ষতার সহিত নির্ভুলভ ও
• আইন সংগতভাবে প্রস্তুত করা হয়।
• বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন করা হয়।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এফিডেভিট অব সাপোর্ট সহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে কাজ করা হয়। এছাড়াও নোটারী পাবলিক, ফ্যাক্স সার্ভিস, দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটের কাষ্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

আমাদের রয়েছে ২২ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং কাষ্টমারদের অভিযোগমুক্ত সন্তুষজনক সেবা

যোগাযোগ: এম.এ.কাইয়ুম
আমরা সপ্তাহে ৫ দিন সোম থেকে শুক্রবার পুরো বছর সার্ভিস দিয়ে থাকি
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০
ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১, Email: snsmaq@aol.com

আরো ৩০ বাংলাদেশিকে হাতকড়া

৫ পৃষ্ঠার পর

হতাশা! তার ওপর টেরোরিস্টের (সন্ত্রাসী) মতো হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে নিজ মাতৃভূমিতে আসার মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি আর কারো যেন না হোক, এই কামনা করি।' ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় একাধিক দফায় বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে। গত কয়েক মাসে অন্তত ১৮০ জন বাংলাদেশিকে ফেরত আসার তথ্য জানা গেছে। প্রথম দিকে হাতকড়া ও শিকল না পরানো হলেও ২ আগস্ট একটি সামরিক পরিবহন উড়োজাহাজ সি-১৭ করে এক নারীসহ ৩৯ বাংলাদেশিকে দেশে পাঠানো হয়। তাদের সবার হাতকড়া ও শিকল ছিল। গতকালও সবার হাতে হাতকড়া ও শিকল ছিল। ফেরত আসা ব্যক্তিরা জানান, প্রায় ৬০ ঘণ্টার দীর্ঘ যাত্রার প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত তারা হাতকড়া ও শিকলে বাধা অবস্থায় কাটিয়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যন্ত্রণা নিয়ে বসে থাকতে হয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, তাদেরকে শুধু রুটি আর পানি খেতে দেওয়া হয়েছে।

এমন কী, টয়লেটে যাওয়ার সময়ও একজন অফিসার সঙ্গে নিয়ে যেতেন, আবার শিকলে বেঁধে সিটে ফিরিয়ে আনতেন বলে জানান ভুক্তভোগীরা। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও বিমানবন্দরের অভিবাসন বিভাগের সূত্ররা জানিয়েছেন, চলতি বছরের ৮ জুন অপর একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে ৪২ বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনা হয়।

এর আগে চলতি বছরের ৬ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত একাধিক ফ্লাইটে আরো অন্তত ৩৪ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ২০২৪ সালের শুরু থেকে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশির সংখ্যা অন্তত ১৮০ ছাড়িয়েছে। মার্কিন আইন অনুযায়ী বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানকারী অভিবাসন প্রত্যাশীদের আদালতের রায় বা প্রশাসনিক আদেশে দেশে ফেরত পাঠানো যায়। আশ্রয়ের আবেদন ব্যর্থ হলে অভিবাসন কর্তৃপক্ষ (আইসিই) তাঁদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করে। সাম্প্রতিক সময়ে এ প্রক্রিয়া দ্রুততর করার কারণে চার্টার্ড ও সামরিক ফ্লাইটের ব্যবহার বেড়েছে। বেশির ভাগ অভিবাসন প্রত্যাশী মেক্সিকো বা লাতিন আমেরিকার দেশ থেকে বা অন্য কোন পন্থায় ৩০ থেকে ৭৫ লাখ টাকা খরচ করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে থাকেন। গতকাল ফিরে আসা অভিবাসন প্রত্যাশীদের একটি বড় অংশ দাবি করেন, তারা মানবপাচার চক্রের মাধ্যমে মেক্সিকোর মাফিয়ার কাছে আটক হন। অন্তত ছয় জনের দাবি, তাদেরকে জিম্মি করে, অত্যাচার করে পরিবারের কাছ থেকে ৪০-৫০ লাখ টাকা করে আদায় করা হয়েছে। মুন্সিগঞ্জের তানজিল হাসান জানা, তিনি সহ অনেকেই এই মানবপাচার চক্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে আইনগত ব্যবস্থা নিতে চান।

তাদের কারো কাছ থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিয়েছে ওই চক্র।

তারা তাদের সহায়-সম্পত্তি সকল কিছু বিক্রি করে মানবপাচারকারী চক্রকে টাকা দিতে বাধ্য হন।

'এমন অগণিত বাংলাদেশী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবপাচার চক্রের মাধ্যমে অপহৃত অবস্থায় আছেন, যোগ করেন তিনি। এর আগে ২০১৬ সালে ২৭ বাংলাদেশিকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। তারাও বিশেষ ফ্লাইটে এসেছিলেন এবং তাদেরকেও যাত্রাপথে হাতকড়া পরিয়ে রাখা হয়েছিল।

ওই দৃশ্য সে সময় দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। এভাবে শিকল পরানোয় মানবাধিকার ও মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তখন। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার ও মার্কিন প্রশাসনের মধ্যে আলোচনাও হয়েছিল।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রত্যাবাসনের সময় হাতকড়া ও শিকল ব্যবহার পরানো উচিত নয়। সাধারণ অভিবাসন প্রত্যাশীদের হাতকড়া বা শিকল পরিয়ে ফেরত পাঠানোটা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের পরিপন্থী বলেও মত দেন তারা। অভিবাসীদের এভাবে হাতকড়া বা শিকল পরিয়ে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক (মাইগ্রেশন ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম) শরিফুল হাসান বলেন, 'উন্নত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে মানুষ বিদেশে যেতে চায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় অনেক সময় পাচারের ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে লাতিন আমেরিকা বা মেক্সিকো হয়ে ৩০-৪০ লাখ টাকা নিয়ে লোকজনকে অবৈধ পথে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। নথি ঠিক না থাকলে গন্তব্য দেশ চাইলে তাদের ফিরিয়েও দিতে পারে। তবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতকড়া পরিয়ে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এটি অভিবাসনপ্রত্যাশী মানুষের জন্য সারা জীবনের ট্রমা হয়ে থাকে। আমরা আশা করি, আগামীতে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া আরও মানবিক হবে এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে গুরুত্ব দেবে।'

যুক্তরাষ্ট্র চৌদ্দগ্রাম সোসাইটির জমজমাট বনভোজন

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্কে বসবাসরত চৌদ্দগ্রামবাসীর ভালোবাসা ও সহযোগিতায় গত শনিবার ৩০ শে আগস্ট লং আইল্যান্ডের হেকশায়ার ষ্টেট পার্কেযুক্তরাষ্ট্র চৌদ্দগ্রাম সোসাইটির বনভোজন ২০২৫ - মিলনমেলা প্রাণবন্ত ও আনন্দময় হয়েছে। হাজারো মানুষের অংশগ্রহণে প্রবাসের মাটিতে এক টুকরো চৌদ্দগ্রাম উপহার দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র চৌদ্দগ্রাম সোসাইটি ।

বনভোজস সফল হওয়ায় বিশেষ কৃতজ্ঞতা যুক্তরাষ্ট্র চৌদ্দগ্রাম সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাস্টি, সভাপতি ও সমন্বয়কগণকে, যাঁরা শুরু থেকেই দিকনির্দেশনা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে এই আয়োজনকে সফল করেছেন।

এই দিনটি ছিল মেলার আহবায়ক অপন ইমামের জন্য জন্য গর্বের মুহূর্ত:ম “অঢ়ঢ়ৎবপরধঃরড়হ অধিৎফ ঈড়হাবহবৎ, চরপহরপ ২০২৫” পেয়ে সম্মানিত হওয়ায় , যা প্রদান করেছে যুক্তরাষ্ট্র চৌদ্দগ্রাম সোসাইটি। তিনি জানান, তবে এই স্বীকৃতি শুধুই আহবায়কের একার নয় নয়, পুরো বনভোজন বাস্তবায়ন কমিটি ২০২৫ টিমকে উৎসর্গ করেছেন তিনি। সহযোগিতা ও দলগত চেষ্টাতেই এই আয়োজন সফল হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমরা চৌদ্দগ্রামবাসীএকসাথে থাকবো, একসাথে এগিয়ে যাবো।

নিউইয়র্কে অ্যাবারনির জমকালো অ্যাওয়ার্ড নাইট, স্বনামধন্য রিয়েলটদের মিলনমেলা

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কে বর্ণিল আয়োজনে হয়ে গেলো বাংলাদেশি অ্যামেরিকান রিয়েলটর অব নিউইয়র্কের (অ্যাবারনি) অ্যাওয়ার্ড নাইট ২০২৫। গত ২০ আগস্ট লং আইল্যান্ডের দ্য ওয়াটার ফ্রন্ট ভেন্যু শাতো লা মের-এ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জমকালো আয়োজনে রিয়েল এস্টেট সেক্টরের প্রতিষ্ঠিত এবং নিজ নিজ অঙ্গনে সেরা রিয়েলটদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কের স্বনামধন্য রিয়েলটর এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নানা বৈচিত্র্যময় আয়োজন করে আসছে অ্যাবারনি। বছর জুড়ে কমিউনিটিতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম করে বেশ প্রশংসা কুরিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবারও জমকালো অ্যাওয়ার্ড নাইট-২০২৫ আয়োজন করে অ্যাবারনি। অ্যাওয়ার্ড নাইটের অনুষ্ঠানে পরিবার আর প্রিয়জনদের নিয়ে মনোমুগ্ধকর প্রাণবন্ত আড্ডায় মেতে ওঠেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।পারিবারিক আবহে পুরো সন্ধ্যাটা উপভোগ্য হয়ে উঠে সবার কাছে। এরপর আসে কাঙ্ক্ষিত অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান। এই পর্ব সঞ্চালনা করেন অ্যাবারনির অন্যতম ডিরেক্টর সাব্বির আহমেদ ও ইমরান ভূঁইয়া। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় সংগঠনের ফাউন্ডিং মেম্বার ও প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রহমান শাহীনকে। তিনি সংগঠনের অর্জন ও পথচলা নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, হাঁটি হাঁটি পা পা করে এই পর্যন্ত এসেছে অ্যাবারনি। এট এখন রিয়েলটরদের প্রাণের সংগঠন। সামনের দিনগুলোতে অ্যাবারনি আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা করেন তিনি।

তবে সবার আকর্ষণ ছিল অ্যাওয়ার্ড প্রদান পর্বের দিকে। এই পর্ব পরিচালনা করেন অ্যাবারনির ডিরেক্টর নাদির খান এবং ডিরেক্টর নাজনিন মির্জা। এসময় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ রিয়েলটদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত সম্মানিত ব্যক্তিরা হলেন- জামান মজুমদার, সারওয়ার খান, আডান ইসলাম, সাব্বির আহমেদ, ইমরান ভূঁইয়া, কাজী হোসাইন, মোহাম্মদ করিম এবং ইন্দ্রজিৎ সরকার। অ্যাবারনির মতো সংগঠন থেকে সম্মাননা পেয়ে নিজেদের ভালো লাগার কথা জানান রিয়েলটররা। তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে আলো ছড়িয়েছেন অ্যাবারনির অন্যতম ডিরেক্টর ও রিয়েল স্টেট আঙ্গিনায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ফাউন্ডিং মেম্বার এবং সংগঠনের ট্রেজারার শাকিল আহমেদ। এর মধ্যে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয় সংগঠনের সব ডিরেক্টরকে। যাদের মধ্যে ছিলেন সাব্বির আহমেদ, ইমরান ভূইয়া, নাদির এ খান, নাজনিন মির্জা, শাকিল আহমেদ, মোহাম্মদ রহমান শাহীন, কাজী হুসেইন, কবির মুনশী ও হাসান ইমাম। তারা নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেন। লং আইল্যান্ডসহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রিয়েল এস্টেট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গল্প আর পারিবারিক আবহে পরে সবাই ডিনারে অংশ নেন। সব শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে, গান পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী নাজু আখন্দ। তিনি জনপ্রিয় বাংলা ও হিন্দি গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন নিউইয়র্কের পরিচিত মুখ ও সফল সংগঠক অ্যাবারনির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রহমান শাহিন। উপস্থিত সব অতিথিকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, আজকে এই সংগঠনটি তিন বছরের পদার্পণ করলো। এই সংগঠনের মাধ্যমে আমরা সব সময় বাঙালি কমিউনিটিতে কাজ করার চেষ্টা করি। বিশেষ করে রিয়েল এস্টেট পেশাজীবী যারা আছেন তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা চাই বাংলাদেশি-আমেরিকান রিয়েলটরদের জন্য একটি সহায়তামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। পাশাপাশি বাংলাদেশ কমিউনিটিতে যারা আছেন তাদের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ানো। এ সময় তিনি সংগঠনের কার্যক্রম ও সাফল্য তুলে ধরেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ কবীর বলেন, আমরা এমন আয়োজন করতে পেরে খুবই আনন্দিত। যারা আজকে এওয়ার্ড পেয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া যারা আমাদের পাশে থেকে সহায়তা করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। অ্যাবারনির ২০২৫-২৬ মেয়াদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের মধ্যে রয়েছেন- প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রহমান শাহিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ কবীর, ট্রেজারার শাকিল আহমেদ, ডিরেক্টর সাব্বির আহমেদ, ডিরেক্টর নাদির খান, ডিরেক্টর ইমরান ভূঁইয়া, ডিরেক্টর নাজনীন মির্জা, ডিরেক্টর ইমাম হাসান, ডিরেক্টর কবির মুন্সি এবং কাজী হোসাইন।

পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যায়, ২০২২ সালে চারজন নিবেদিতপ্রাণ রিয়েল এস্টেট পেশাজীবী- মোহাম্মদ রহমান শাহিন, মোহাম্মদ কবীর, সাকিল আহমেদ এবং বদরুল চৌধুরী বাংলাদেশি-আমেরিকান রিয়েলটরদের জন্য একটি সহায়তামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বাংলাদেশি-আমেরিকান রিয়েলটরদের জন্য একটি সহায়তামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এসময় তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ইধহমষধফবংযর অসবৎরপধহ জবধষঃড়ৎং ড়ভ ঘবি ণড়ৎশ (অইঅজঘণ) প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যে, অ্যাবারনি ছোট ছোট ইভেন্ট আয়োজন শুরু করে। যা রিয়েলটরদের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং পেশাগতভাবে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে।

২০২৩ সালে অ্যাবারনি তার প্রথম ইভেন্ট আয়োজন করে নিউ ইয়র্কের হিকসভিলে। যেখানে ১০০ জনেরও বেশি রিয়েলটর এবং শিল্পখাতের ব্যবসায়ীরা অংশ নেন। পরবর্তীতে আরো একটি প্রোগ্রামের আয়োজন করে অ্যাবারনি। যেখানে ১৫০ জনেরও বেশি মানুষ অংশ নেন।

সবশেষ ২০২৫ সালে এসে আরো একটি প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। যা অ্যাবারনিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়।- জলি আহমেদ প্রেরিত

সিডনি ম্যারাথনে নিউইয়র্ক প্রবাসী নাসির শিকদার

পরিচয় ডেস্ক : গত ৩১শে আগস্ট, রোববার অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বের সপ্তম বিশিষ্ট ম্যারাথন: 'টিসিএস সিডনি ম্যারাথন'। এটি শুধু একটি দৌড় প্রতিযোগিতা নয়, বরং এক মহোৎসব, যেখানে খেলাধুলার সঙ্গে মিলেমিশে ছিল আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির রঙ। এবারের আসরে যোগ দিয়েছিলেন বিশ্বের একশো বিশটিরও বেশি দেশ থেকে আসা প্রায় পঁইত্রিশ হাজার দৌড়বিদ। ভোর সাড়ে ছয়টায় নর্থ সিডনি ওভাল থেকে দৌড় শুরু হয়ে শহরের নানা সড়ক ও সেতু অতিক্রম করে শেষ হলো অপূর্ব ল্যান্ডমার্ক সিডনি অপেরা হাউসের সামনে। সেই ভিড়ের মাঝে আলাদা করে আলো ছড়ালেন বাংলাদেশের মুখড় নাসির শিকদার।

নিউইয়র্ক প্রবাসী নাসির শিকদারের গল্প আসলে লড়াইয়ের গল্প। কিছু বছর আগেও তিনি ছিলেন চরমভাবে স্থূলতায় (অবিসিটি) আক্রান্ত। হাঁটা-চলা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল, দৈনন্দিন জীবন ছিল ভীষণ দুর্বিষহ। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিজেকে পাল্টাবেন। সেই সিদ্ধান্তের হাতিয়ার হলোড় দৌড়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঘাম ঝরিয়ে নাসির শুধু নিজের শরীরকেই পাল্টালেন না, পাল্টালেন জীবনদর্শন।

মাত্র চার বছরের ভেতরে নাসির শিকদার অর্জন করেছেন এক অসাধারণ সাফল্যড় ১৮৩টি হাফ-ম্যারাথন, ৩৭টি পূর্ণ ম্যারাথন এবং ১০টি আল্ট্রা ম্যারাথন। সব মিলিয়ে তার পায়ের ছাপ পড়েছে প্রায় আট হাজার মাইল পথে। এ সংখ্যাগুলো শুধু একটি ক্রীড়াবিদের রেকর্ড নয়, বরং তার অদম্য মনোবল ও জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের দলিল।

নাসির এখন শুধু নিজের জন্য দৌড়ান না। তিনি কাজ করছেন "অবিসিটি ফ্রি ওয়ার্ল্ড" উদ্যোগ নিয়ে। তার বিশ্বাসড় সচেতনতা ও শারীরিক অনুশীলনের মাধ্যমে পৃথিবীকে স্থূলতামুক্ত করা সম্ভব। তিনি নিয়মিত নিজের দৌড়জীবনের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করছেন নানা প্ল্যাটফর্মে, যেখানে হাজারো মানুষ অনুপ্রাণিত হচ্ছেন, নতুনভাবে জীবন শুরু করছেন। তার বার্তা সহজড় "দৌড়াও, সুস্থ থাকো, নিজের সীমা ভেঙে বেরিয়ে এসো।"

সিডনি ম্যারাথনের সকালটা ছিল অন্যরকম। হাজারো দৌড়বিদ ছুটে চলছিলেন অপেরা হাউসের দিকে, কিন্তু নাসির শিকদারের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন আলাদা অর্থ বহন করছিল। তিনি শুধু একজন অংশগ্রহণকারী নন; তিনি ছিলেন লড়াই, জেদ আর আশার প্রতীক। আন্তর্জাতিক এই আয়োজনে একজন বাঙালির এমন উপস্থিতি শুধু বাংলাদেশের ক্রীড়াজগতের জন্যই নয়, বিশ্বব্যাপী প্রবাসী বাঙালিদের জন্যও এক গর্বের মুহূর্ত। সিডনির আকাশের নিচে, দৌড়বিদদের ঢেউয়ের মাঝে, বাঙালি নাসির শিকদারের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন ঘোষণা করছিলড় "একটি স্থূলতামুক্ত পৃথিবী শুধু স্বপ্ন নয়, বরং তা সম্ভব।"

জর্জিয়ার সাভান্নায় হুন্দাই কারখানায় ইমিগ্রেশান অভিযান

৫ পৃষ্ঠার পর

অভিযোগের ভিত্তিতে তারা তল্লাশি চালায়। এই অভিযানে যুক্ত ছিল ব্যুরো অফ অ্যালকোহল, টোব্যাকো, ফায়ারআর্মস অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস এবং ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের মতো সংস্থা।

দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই ঘটনাকে তাদের নাগরিকদের অধিকারের লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছে। তারা জানিয়েছে, আটককৃতদের মধ্যে দক্ষিণ কোরীয় নাগরিকরা রয়েছে এবং তাদের সঠিক সংখ্যা এখনও স্পষ্ট নয়। সিউলে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমেও এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযানে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ কোরীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অভিযানে কোরিয়ান বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলোর অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং কোরিয়ান নাগরিকদের অধিকার ও স্বার্থ যেন অন্যায়ভাবে ক্ষুন্ন না হয়। ঘটনার পরপরই দক্ষিণ কোরিয়া তাদের কূটনীতিকদের ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ব্যবস্থা এড়াতে দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পানিগুলো আগামী বছরগুলোতে আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ শিল্প খাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

জর্জিয়ার রিপাবলিকান গভর্নর ব্রায়ান কেম্প হুন্দাইয়ের এই ইলেকট্রিক গাড়ি প্রকল্পটিকে রাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে প্রচার করেছিলেন, যেখানে ১২০০ মানুষের কর্মসংস্থান হওয়ার কথা ছিল। ফেডারেল সংস্থাগুলোর এই অভিযানের কারণে কারখানার পাশেই একটি ব্যাটারি প্ল্যান্টের নির্মাণকাজও বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদের প্রচারণায় অবৈধ অভিবাসীদের, বিশেষ করে যারা অপরাধ করেছে, তাদের গণহারে বিতাড়নের অঙ্গীকার করেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে হুন্দাই কারখানার এই অভিযানটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কসে উৎসবমুখর পরিবেশে হয়ে গেলো বর্ণাঢ্য পথমেলা

নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বর্ণাঢ্য পথমেলা। গত ৩১ আগস্ট রোববার এই মেলা হয়। সকাল থেকে রাত অবধি মেলায় ছিল বাংলাদেশি বিভিন্ন পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের স্টল। এছাড়া ছিল সংস্কৃতি অনুষ্ঠান। এতে নিউ ইয়র্কে বসবাসকারী বাংলাদেশি কমিউনিটির সুপরিচিত সব শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশ করেন।

মেলায় বিভিন্ন পর্যায়ের মূলধারার জনপ্রতিনিধি ও কমিউনিটির নেতা, এক্টিভিটিস এবং ব্যবসায়ীসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সবার উপস্থিতিতে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে মেলা। বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক ইনকের উদ্যোগে এ পথমেলা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভাপতি শামীম আহমেদ। সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক শেখ অলি আহাদ ও উপস্থাপক আহমেদ বুলবুল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পথমেলাকে আলোকিত করেন আমেরিকার অন্যতম বাংলা পত্রিকা ঠিকানার সম্পাদক এম এম শাহীন।

অনুষ্ঠানে গানে গানে মাতিয়ে রাখেন বিন্দু কনা, রন্টি দাস, কৃষ্ণা তিথি, কালা মিয়া বয়াতি, রোকসানা মির্জা রায়হান পারভেজ, জান্নাতি বিনতে জহিরুল, জহিরুল ইসলাম ও তানভির সাহিন। নৃত্য পরিবেশনায় অতিথিদের মুগ্ধ করেন মিথান ডান্স একাডেমির সদস্যরা ও এন্জেলিনা মায়া। বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সভাপতি শামীম আহমেদ বলেন, বাংলাদেশিরা আমেরিকার মাটিতে নিজস্ব সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এই মেলার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি আমাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও ভাতৃত্ববন্ধনের প্রতীক। পথমেলায় উপস্থিত এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, ব্রঙ্কস সারা বিশ্বব্যাপী পরিচিত। বাংলাদেশে যারা এখানে আসেন তারা ব্রঙ্কসের মায়ায় পড়ে যান। বাংলাদেশ সোসাইটি দুর্দান্ত কাজ করছে। এই একটা কমিটি ২৭ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আমি আয়োজকদের এ জন্য ধন্যবাদ জানাই।

পথমেলায় বিশেষ অতিথি ও টাইটেল স্পন্সর ছিলেন আব্দুল রব দলা মিয়া। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মো. সামাদ মিয়া জাকারিয়া। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক শেখ অলি আহাদ, সহ-সভাপতি কাজী রবিউজ্জামান, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সুরজিত কিশোর দাস চৌধুরী, সম্মানিত সদস্য বিজয় কৃষ্ণ সাহা, সহ- সাধারণ সম্পাদক সুরাইয়া আলম লাকি ও সাংগঠনিক সম্পাদক দীপংকর দেব প্রমুখ।

পথ মেলার অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সভাপতি মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সদস্য জোনাইদ চৌধুরী, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু। মুল ধারার রাজনীতিবিদদের মধ্যে ছিলেন এসেম্বলি মেম্বার, ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ কারিনেস রিয়াস, হাজী আব্দুস শহিদ(সাবেক সভাপতি), ইমরান শাহ রন, জামাল হোসাইন, সিপিএ জাকির চৌধুরী, ডিটেকটিভ (অব:) মাসুদুর রহমান, আব্দুর রহিম বাদশা, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, আবুল লেইছ চৌধুরী, এম এ মুহিত, খবির উদ্দিন ভুইয়া।

স্পন্সর দাতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আহাদ আলী সিপিএ, তোফায়েল লিটন চৌধুরী, সাইদুর রহমান লিংকন, মোহাম্মদ আলী, মেহের বি চৌধুরী, জাহানগীর কাজী, বোরহান চৌধুরী হেলথ ফাস্ট, সালে উদ্দিন সাল পার্কচেস্টার রিয়েলিটি, খলিলুর রহমান খলিল। উপস্থিত থেকে পথমেলার অনুষ্ঠান করেন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক ইনকের সাবেক সভাপতি মাহবুব আলম, মো. শামিম মিয়া, শাহেদ আহমদ এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাওছারুজ্জামান কয়েস, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, সহ-সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, জাবেদ উদ্দিন। মেলা উদযাপন কমিটিতে ছিলেন আহ্বায়ক মোঃ সামাদ মিয়া জাকারিয়া, যুগ্ম-আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম, বিজয় কৃষ্ণ সাহা। সদস্য সচিব শেখ শফিকুর রহমান, যুগ্ম-সদস্য সচিব কাজী রবিউজ্জামান, সুরাইয়া আলম লাকি। প্রধান সমন্বয়ক মোস্তাকুর রহমান লিটন, সমন্বয়ক দিপংকর দেব ও কাজিরুল ইসলাম শিপন। সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি ছিলেন রায়হান পারভেজ, কবি জুলি রহমান, মিথন দেব। অর্থ উপ-কমিটিতে ছিলেন হুমায়ূন কবির সুহেল, আবুল কালাম আজাদ, মহিবুল হক। বিলাল ইসলাম, আশফাকুল হক চৌধুরী, মোঃ ফখরুল ইসলাম, নাজমুল ইসলাম রাসেল, মোঃ চৌধুরী মুমিত, ফখরুল ইসলাম চৌধুরী, সুমন চৌধুরী, ফাহিম আহমদ, রেজা উর রহমান রেজা, মাহাবুব রহমান। পথমেলায় মিডিয়া পাটনার হিসেবে ছিল টিবিএন২৪, ইউএসএ বাংলা, টাইম টিভি এবং ইউএসএ অনলাইন ডটকম। পুরো মেলায় ফুটে উঠে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। সব মিলিয়ে একটি প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশে শেষ হয় মেলা। - জলি আহমেদ প্রেরিত

নায়াগ্রা ফলসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে

ফোবানা নতুন কমিটি গঠিত, গিয়াস আহমদ চেয়ারম্যান, ফিরোজ আহমেদ এক্সিকিউটিভি মেম্বার সেক্রেটারি

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩১ আগস্ট দুপুরে নায়াগ্রা ফলস হোটেল শেরাটনে অনুষ্ঠিত হয় স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ। অংশ গ্রহণ করেন স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা যথাক্রমে এক্সিকিউটিভি মেম্বার সেক্রেটারি কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, হোসেন খান, আলী ইমাম, গিয়াস আহমেদ, ড. আবু জুবায়ের দারা, ডা. মাসুদুর রহমান, ট্রেজারার ফিরোজ আহমেদ, নিশান রহিম, শাহাব উদ্দিন সাগর, এনায়েত আলী, ওয়াহিদ কাজী এলিন, তারেক হাসান খান, তোফায়েল আহমেদ, বিলাল চৌধুরী, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমি, দেওয়ান আজিম, ইলিয়াস মিয়া, মোহাম্মদ হাসান ও আনোয়ার হোসেন।

বৈঠকে ২০২৬ -২০২৭ সালের জন্য গিয়াস আহমেদ চেয়ারম্যান, ফিরোজ আহমেদ এক্সিকিউটিভ মেম্বার সেক্রেটারি, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, শাহাব উদ্দিন সাগর জয়েন্ট এক্সিকিউটিভ মেম্বার সেক্রেটারি এবং ওয়াহিদ কাজী এলিন ট্রেজারর নির্বাচিত হন। স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সদস্য পদাধিকার বলে সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ। নতুন কমিটির নির্বাচিত পাঁচ জন এবং তিন জন সাবেক চেয়ারম্যান যথাক্রমে মোহাম্মদ হোসনে খান, আলী ইমাম, ডা. মাসুদুর রহমান এবং সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ মিলে নতুন স্টিয়ারিং কমিটি ও পরবর্তী কনভেনশনের স্থান পরে ঘোষণা করবেন বলে জানানো হয়।

আটলান্টিক সিটিতে 'হালাল ভাই কাচ্চি'র সুহৃদ সমাবেশ

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে অনুষ্ঠিত হলো 'হালাল ভাই কাচ্চি বিরিয়ানি অ্যান্ড সুইটস' এর উদ্যোগে সুহৃদ সমাবেশ। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে সিটির আর্কটিক অ্যাভিনিউতে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট প্রাঙ্গণে এ আয়োজন হয়।

সুহৃদ সমাবেশে ছিল আড্ডা, কথামালা, মতবিনিময়, সংগীত পরিবেশনা ও বারবিকিউ। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন আসিফ, সোহেল, হেলাল ও লিখন।

রেস্টুরেন্টটির স্বত্বাধিকারী সাইফুল ইসলাম সেলিম, এইচ এম আজমুল হক (তানিম), মো. দিনার ইসলাম, মাজহারুল ইসলাম জয় ও লাভলি ইসলাম অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। 'হালাল ভাই কাচ্চি বিরিয়ানি অ্যান্ড সুইটস' রেস্টুরেন্টে মিষ্টি, জিলাপিসহ বিভিন্ন বাঙালি খাবার সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। জন্মদিন, বিবাহ, বনভোজনসহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য কেটারিং সুবিধাও রাখা হয়েছে। এখানে টেক ইন ও টেক আউট দুটো ব্যবস্থাই রয়েছে।

অভিজ্ঞ শেফের হাতের উপাদেয় খাবারের জন্য ইতোমধ্যেই রেস্টুরেন্টটি সুনাম অর্জন করেছে। আটলান্টিক সিটি ও আশপাশের শহরে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা এবং স্থানীয় কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সমাবেশে যোগ দেন। - সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত

বিভিন্ন দেশে শরণার্থী ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী

৫ পৃষ্ঠার পর

আবেদন শুধুই বাড়ছে আবেদনের বিষয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিয়েছে দেশটির সরকার।

কেবল ইউরোপই নয়, আমেরিকার দেশগুলোয়ও শরণার্থী হিসেবে কিংবা রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে প্রচুর বাংলাদেশী আবেদন করেছেন। ২০২৪ সালে শুধু কানাডায় আশ্রয় চেয়ে আবেদন পড়ে ১৫ হাজার ৭৩৬টি। আর যুক্তরাষ্ট্রে এ আবেদনের সংখ্যা প্রায় দুই হাজারের কাছাকাছি। আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উন্নত দেশগুলোয়ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশীদের আবেদনের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে।

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য বলছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় চেয়ে গত বছর আবেদন করেছেন প্রায় ৭০ হাজার বাংলাদেশী। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতা এ প্রবণতার পেছনে বড় কারণ বলে মনে করেন অভিবাসনসংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অভিবাসনের বৈধপথ সীমিত হওয়ায় অনেকেই শরণার্থী মর্যাদার পথ বেছে নিচ্ছেন।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতির কারণে অনেক বাংলাদেশীকে ফেরতও পাঠানো হচ্ছে। বৈধ নথিপত্র ছাড়া বসবাসের অভিযোগে হাতকড়া ও শেকল পরিয়ে গত বৃহস্পতিবার রাতে ৩০ জনকে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৯ জন পুরুষ ও একজন নারী বলে নিশ্চিত করেছেন পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

রাজনৈতিক আশ্রয় কিংবা শরণার্থী হিসেবে আবেদন করার বাইরে দক্ষ পেশাজীবীদের বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রে কাজের জন্য যান বলে দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশীরা জানান। তাদের মতে, বিভিন্ন খাতে দক্ষ পেশাজীবীদের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অনেকেই সে সুযোগ নিচ্ছেন।

বাংলাদেশ থেকে বিগত এক দশকে অভিনেতা-অভিনেত্রী ও শিল্পীদেরও বড় একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাসও করছেন। সম্প্রতি আরো অনেক শিল্পী দেশটিতে স্থায়ীভাবে থাকার চেষ্টায় রয়েছেন বলে নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। বিশেষ করে নিউইয়র্ক, টেক্সাস, ফ্লোরিডার মতো জায়গাগুলো তারা বেছে নিচ্ছেন।

কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন অভিনেতা আদনান ফারুক হিল্লোল ও অভিনেত্রী নওশীন নাহরিন দম্পতি। অভিনয় জগতের মানুষদের ওই দেশটিতে বসবাসের আগ্রহের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় হিল্লোলের কাছে। হোয়াটসঅ্যাপে তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সেটেল হওয়ার জন্য মানুষ মূলত কাজের সুযোগটাই বেশি দেখে, যেটা যুক্তরাষ্ট্রে অবারিত। দক্ষতা থাকলে এখানে কাজের কোনো অভাব নেই। আমরা যারা অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম শুধু তারাই নন, সব পেশার দক্ষ পেশাজীবীরা এখানে আসার সুযোগ পান। আমেরিকার মূলত নিউইয়র্ক, টেক্সাস, ফ্লোরিডাসহ কয়েকটি জায়গায় বাংলাদেশীরা বেশি থাকতে পছন্দ করেন। তবে পছন্দের বিষয়টি নির্ভর করে মূলত কাজের ওপর। কাজের সুযোগ বেশি থাকায় মানুষ অন্য উন্নত দেশের তুলনায় এদেশকে বেশি অগ্রাধিকার দেন।'

কানাডায় অ্যাসাইলাম ও শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশীদের আবেদন নিয়ে অবশ্য ভিন্ন কথা বলছেন সেখানে বসবাস করা বেশ কয়েকজন বাংলাদেশী। তাদের দাবি, দেশ থেকে অর্থ পাচার করে কানাডার বেগমপাড়াসহ বেশকিছু এলাকায় বিপুল পরিমাণ সম্পদ ক্রয় ও বিনিয়োগ করেছেন অনেকেই। যারা দেশে থাকলেও কানাডার মতো জায়গায় তাদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর তারা দ্রুত দেশ ছেড়ে কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেছেন। তবে পেশাজীবী ও কর্মসংস্থানের জন্যও যে আবেদন পড়ছে না এমনটি অস্বীকার করেননি তারা।

রাজনৈতিক আশ্রয় ও শরণার্থী হিসেবে গত বছর সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে ইতালিতে। আশ্রয় চেয়ে সারা বিশ্বে যে পরিমাণ আবেদন করা হয়েছে তার প্রায় অর্ধেকই পড়েছে ইউরোপের এ দেশটিতে। ইউএনএইচসিআরের প্রতিবেদন অনুসারে, ইতালিতে আশ্রয় চেয়ে ২০২৪ সালে আবেদন করেন ৩৩ হাজার ৪১৫ বাংলাদেশী। আর এসব আবেদন যারা করেছেন তাদের বেশির ভাগই অবৈধ উপায়ে দেশটিতে প্রবেশ করে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চেয়েছেন। রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েও আবেদন করেছেন একটি বড় সংখ্যক।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কর্মসংস্থানের সংকট, বেকারত্ব, রাজনৈতিক মতবিরোধ ও মামলাসংক্রান্ত কারণে বিগত কয়েক বছর উন্নত দেশগুলোয় অ্যাসাইলাম ও শরণার্থীর সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। বিশেষ করে গত বছর সরকার পতনের পর বাংলাদেশীদের অনেকে নিরাপদ গন্তব্য হিসেবে ইউরোপ-আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছেন। তাদের বড় অংশই রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, সরকারি কর্মকর্তা ও অবৈধ অভিবাসী।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর মামলা ও জীবন হুমকি দেখে দেশ ছাড়েন মাগুরার জিসান আহমেদ অভি (ছদ্মনাম)। একটি রাজনৈতিক দলের উপজেলা পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকায় জীবন শঙ্কার কথা ভেবে তিনি বিদেশে পালিয়ে যান। প্রথমে প্রতিবেশী দেশ ভারতে, সেখান থেকে দালালের মাধ্যমে পাড়ি দেন পর্তুগাল। এরপর সেখানে এক মাস থেকে লরিতে করে ইতালিতে প্রবেশ করেন। পাঁচ মাস থাকার পর দেশটির শরণার্থী হিসেবে আবেদন করেন অভি। বর্তমানে তার আবেদন ইতালি সরকারের বিবেচনার তালিকায় রয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জিসান আহমেদ অভির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বণিক বার্তাকে জানান, ইতালিতে অবৈধভাবে বহু মানুষ গত এক বছরে প্রবেশ করেছে। তবে তাদের বড় অংশ দেশটিতে উন্নত জীবন ও কর্মসংস্থান খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষায়। এছাড়া রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার জন্যও অনেকে এসেছেন। তবে ইতালি সরকার বর্তমানে অবৈধ অভিবাসন নিয়ে কঠোর অবস্থানে থাকায় অনেকে আবার ইউরোপের অন্য কোনো দেশে পাড়ি দেয়ারও চিন্তা করছেন। রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া ও সাময়িকভাবে প্রবেশের সুযোগ বিবেচনায় বাংলাদেশীদের অন্যতম গন্তব্য দেশ যুক্তরাজ্য। ২০২৪ সালে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী যুক্তরাজ্যে আবেদন করেছেন। বিশেষ করে পতনের পর আওয়ামী সরকারের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের বড় অংশ দেশটিতে আশ্রয় নিয়েছেন। যাদের অনেকেই আবেদন করেছেন অ্যাসাইলাম হিসেবে।

যুক্তরাজ্য সরকারের হোম অফিসের তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশী ৭ হাজার ২২৫টি অ্যাসাইলাম আবেদন জমা পড়ে। ইউকে হোম অফিসের চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত তথ্য বলছে, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে অ্যাসাইলাম আবেদনে শীর্ষ পাঁচ দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। এ তালিকায় সবার ওপরে পাকিস্তান।

বাংলাদেশী অভিবাসী ও গণমাধ্যমকর্মী জমির হোসেন থাকেন ইতালিতে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্য সফরে গিয়ে তিনি বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী, বেশকিছু ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন; যারা গত বছর আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বিভিন্ন দেশ হয়ে সেখানে গেছেন। নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে জমির হোসেন বণিক বার্তাকে জানান, বেশ কয়েক বছর যুক্তরাজ্যে রেকর্ড পরিমাণ অ্যাসাইলাম আবেদন পড়েছে বাংলাদেশীদের। চলতি বছরের সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য দিতে না পারলেও তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে গত এক বছরে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী প্রবেশ করেছেন। তাদের বেশির ভাগই চেয়েছেন রাজনৈতিক আশ্রয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিগত বছরে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশীর রাজনৈতিক ও শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চাওয়ার বড় কারণ হিসেবে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইনুল ইসলাম বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিদেশে বাংলাদেশীদের রাজনৈতিক আশ্রয় বৃদ্ধির পেছনে কারণ মূলত জুলাই অভ্যুত্থান ও পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। যেমনটি শ্রীলংকার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। শ্রীলংকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সময় দেশটির অনেক মানুষ বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। সংখ্যাটা অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। আমি মনে করি ঠিক একই কারণে বহুসংখ্যক বাংলাদেশী দেশ ছেড়েছেন। এখনো অনেকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশ কিংবা দক্ষিণ এশিয়া থেকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারে যুক্তরাজ্য-কানাডা অনেক কঠোর। যে কারণে অনেকে সহজ পথ খুঁজতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়ের চেষ্টা করেন।' বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশীদের রাজনৈতিক আশ্রয় ও শরণার্থী হিসেবে আবেদনের সংখ্যাটা বেড়েছে মূলত ২০১২ সাল থেকে। ২০২০ সাল পর্যন্ত একটা ধারাবাহিকতা থাকলেও ২০২১ সাল থেকে তা উদ্বেগজনক হারে বাড়ে। রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের মোট ৩৯টি দেশে আবেদন করেন অন্তত ৬৯ হাজার ৩৫৫ বাংলাদেশী। যদিও ৯৩ শতাংশই বাতিল হয়েছে।

দশ হাজারেরও বেশি গান কণ্ঠে

৫০ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন একজন সরকারি কর্মকর্তা, আর মায়ের নাম মৌলুদা খাতুন।

সাবিনা ইয়াসমিনদের পাঁচ বোনের মধ্যে চারজনই সংগীতাঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্রড়ফরিদা ইয়াসমিন, ফৌজিয়া ইয়াসমিন, নীলুফার ইয়াসমিন ও সাবিনা ইয়াসমিন। তাদের এ সংগীতপ্রেমী পরিবারের সঙ্গে আরো যুক্ত আছেন ভগ্নিপতি প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সুরকার খান আতাউর রহমান এবং ভাগ্নে জনপ্রিয় শিল্পী আগুন। পড়াশোনার ক্ষেত্রেও তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তবে তার জীবনের মূল সুর বাঁধা ছিল গানের সঙ্গেই।

সুরের পথে পথচলা: মাত্র সাত বছর বয়সে প্রথমবার মঞ্চে গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন সাবিনা ইয়াসমিন। ১৯৬২ সালে রবীন ঘোষের সুরে ছোটদের জন্য গান গাওয়ার মাধ্যমে তার সংগীতজীবনের আনুষ্ঠানিক শুরু। একই বছর এহতেশাম পরিচালিত 'নতুন সুর' সিনেমায় শিশুশিল্পী হিসেবে গান করেন। এরপর ১৯৬৭ সালে আমজাদ হোসেন ও নুরুল হক বাচ্চু পরিচালিত 'আগুন নিয়ে খেলা' চলচ্চিত্রে তার প্লেব্যাক জীবনের শুরু। এরপর আর তাকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একে একে হয়ে ওঠেন বাংলা গানের এক অপরিহার্য কণ্ঠস্বর।

তার দীর্ঘ সংগীতজীবনে পাঁচ হাজারের বেশি চলচ্চিত্রে কণ্ঠ দিয়েছেন এবং সব মিলিয়ে তার গানের সংখ্যা ১০ হাজারেরও বেশি। তার এ সফল যাত্রায় তিনি কাজ করেছেন সত্য সাহা, আলম খান, সুবল দাস, আলাউদ্দিন আলী, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, আরডি বর্মণ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বাপ্পি লাহিড়ী, আলী হোসেনের মতো অসংখ্য কিংবদন্তি সুরকারের সঙ্গে। একই সঙ্গে তার কণ্ঠ মিলেছে মান্না দে, কিশোর কুমার, আশা ভোঁসলে, কুমার শানু, শ্যামল মিত্রের মতো বিশ্ববরেণ্য শিল্পীদের সঙ্গে।

গানে গানে দেশপ্রেম ও স্বীকৃতি: বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সাবিনা ইয়াসমিনের নাম। গীতিকার নয়ীম গহরের লেখা এবং সুরকার আজাদ রহমানের সুরে তার গাওয়া কালজয়ী দেশাত্মবোধক গান 'জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো' একাত্তরের রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের মনে সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছিল। গানটি আজও প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে দেশপ্রেমের এক অনন্য প্রতিচ্ছবি।

সংগীতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সাবিনা ইয়াসমিন ১৪ বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, যা এক বিরল রেকর্ড। এছাড়া তিনি একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদকের মতো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মাননা লাভ করেছেন। ২০২০ সালে প্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেত্রী কবরী পরিচালিত 'এই তুমি সেই তুমি' চলচ্চিত্রে সর্বশেষ কণ্ঠ দেন এবং একই সঙ্গে সিনেমাটির চারটি গানে প্রথমবারের মতো সুরকার হিসেবেও কাজ করেন। ২০২৩ সালের শেষের দিকে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, মেলবোর্ন ও ব্রিসবেনে একাধিক স্টেজ শো করেছিলেন। এরপর সর্বশেষ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার মঞ্চে গান করেন ।

এক বিশেষ ডকুফিল্ম: এ গুণী শিল্পীর জীবন ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে সম্প্রতি নির্মাণ হয়েছে বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র 'জুঁই ফুল: সাবিনা ইয়াসমিন'। গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ নির্মিত এ ডকুফিল্মে সাবিনা ইয়াসমিনের সংগীতজীবনের পথচলা, ব্যক্তিগত জীবনের অজানা অধ্যায় এবং স্মৃতিময় গল্পগুলো উঠে এসেছে। কালজয়ী গানের পরিবেশনা, আর্কাইভাল ভিডিও ও ছবি এবং সমসাময়িক শিল্পীদের অংশগ্রহণে এটি একটি বর্ণাঢ্য প্রামাণ্যচিত্র। এতে ১২ বছর বয়সে আলতাফ মাহমুদের হাত ধরে সিনেমায় গান গাওয়ার সুযোগ পাওয়া থেকে শুরু করে দিলশাদ ইয়াসমীন থেকে 'সাবিনা ইয়াসমিন' হয়ে ওঠার দীর্ঘ ও সংগ্রামের গল্প ফুটে উঠেছে।

ট্রাম্পকে বিতর্কে আসার জন্য

৫০ পৃষ্ঠার পর

জন্য চ্যালেঞ্জ জানান। একই সঙ্গে তিনি অন্যান্য প্রার্থীকে প্রচার থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

জোহরান মামদানির দিকে ইঙ্গিত করে কুমো বলেন, 'আমি তাঁকে পাঁচটি বিতর্কের জন্য চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, প্রতিটি বরোতে একটি করে বিতর্ক হবে। সেখানে আমরা সেই বরোর সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলব। আসুন, নিউইয়র্কের মানুষকে একবারের জন্য জানান, আপনি কে এবং কী বিশ্বাস করেন।'

কুমোর এই বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে জোহরান মামদানি আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন।

কুইন্স থেকে নির্বাচিত রাজ্যের আইনসভার সদস্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্দেশ্যে বলেন, 'চলুন মাঝখানের লোকটিকে বাদ দিই। আমি কেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতের পুতুলের সঙ্গে বিতর্ক করব, যখন আমি সরাসরি তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করতে পারি।'

জোহরান আরও বলেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি এ বিষয়ে সিরিয়াস হন, তবে তাঁকে নিউইয়র্ক সিটিতে আসতে হবে। আমরা যত খুশি তত বিতর্ক করতে পারি। কেন তিনি শুধু তাঁর কোটিপতি সমর্থকদের কর কমাতে নিউইয়র্কের ক্ষুধার্ত মানুষের এসএনএপি (খাদ্যসহায়তা) সুবিধা কমিয়ে দিচ্ছেন।'

কুমো বলেন, 'মিস্টার জোহরান মামদানি আমার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করতে ভয় পাচ্ছেন। কেন? কারণ, নিউইয়র্কের বেশির ভাগ মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে এবং ভোট ভাগ হয়ে গেলেই কেবল তিনি জিততে পারেন। আমি আপনাকে বলছি, নিউইয়র্কের মানুষ আপনাকে যত বেশি চিনবে, আপনার প্রতি সমর্থন তত কমবে।'

নিউইয়র্কের মেয়র পদের এই লড়াই শুধু শহরের আলোচনার বিষয় নয়, এটি হোয়াইট হাউসেরও আলোচনার বিষয়।

ট্রাম্প বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বলেন, 'আমি একজন কমিউনিস্টকে মেয়র হতে দেখতে চাই না, আমি এটা স্পষ্ট করে বলছি।'

নিউইয়র্ক নগরের মেয়র পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৌড়ে বর্তমানে চারজন প্রার্থী আছেন। এই নির্বাচনে সর্বশেষ জরিপেও দেখা গেছে, জোহরান এগিয়ে আছেন ট্রাম্প বলেন, 'আমি চাই, দুজন প্রার্থী সরে দাঁড়াক এবং লড়াইটা মুখোমুখি হোক। আমি মনে করি, তাহলে জেতা সম্ভব।'

সূত্রের বরাত দিয়ে সিবিএস নিউজের রাজনৈতিক প্রতিবেদক মার্সিয়া ক্রেমার জানান, এই সপ্তাহে বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস ফ্লোরিডায় ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা ও নিউইয়র্কের আবাসন ব্যবসায়ী স্টিভ উইটকফের সঙ্গে দেখা করেছেন।

অ্যাডামসের নির্বাচনী প্রচার দলের একজন মুখপাত্র বলেন, মেয়র অ্যাডামস ব্যক্তিগত সফরে ফ্লোরিডায় ছিলেন। তিনি সেখানে কোনো প্রচারমূলক বা সরকারি কাজ করেননি।

এরিক অ্যাডামস বলেন, 'শুধু কিছু মানুষ আপনাকে সরে দাঁড়ানোর জন্য বললে বা আপনার যা করা উচিত বলে মনে করেন, তা না করতে বললে, আপনি কি তা মেনে নেবেন? আমি এমনটা করি না।

অ্যাডামস ও স্লিওয়াকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান কুমোর

অ্যান্ড্রু কুমো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অ্যাডামস এবং স্লিওয়াকে প্রার্থিতা থেকে সরে দাঁড়াতে ট্রাম্পের ধারণার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, তাঁর সঙ্গে ট্রাম্প বা তাঁর প্রশাসনের কোনো যোগাযোগ নেই। কুমো নিজেও এই দুজনের প্রতি প্রার্থিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। কুমো বলেন, 'যদি আপনি সবচেয়ে শক্তিশালী প্রার্থী না হন, তাহলে সরে দাঁড়ান। যখন আপনি বুঝতে পারেন কে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রার্থী, তখন অন্যদের উচিত তাঁর প্রতি সম্মান দেখানো।'

কুমো বিশ্বাস করেন, তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাথমিক বাছাইয়ে ১৩ পয়েন্টে হেরে গিয়েছিলেন। তবু তিনি সাধারণ নির্বাচনে জোহরানের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াইয়ে জেতার সেরা সুযোগ পাবেন বলে আশা করেন। কুমো বলেন, জোহরানকে নিউইয়র্কের বেশির ভাগ মানুষ সমর্থন করে না। এই নির্বাচনে রূপক অর্থে ৪ হাজার ৭৮২ মানুষের মধ্যে জরিপ করা হয়েছে। প্রতিটি জরিপেই দেখা গেছে তার সমর্থন প্রায় ৪০ শতাংশ।

কুমো আরও বলেন, তিনি ট্রাম্পের সমর্থন কখনো গ্রহণ করবেন না। এই নির্বাচনে ট্রাম্প প্রশাসনের আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।

অবশ্য এরিক অ্যাডামস ও রিপাবলিকানপ্রার্থী স্লিওয়ারের প্রচার দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাঁরা সরে দাঁড়াবেন না।

নাম বিভ্রাটে অ্যাকাউন্ট বন্ধ, মেটার

৫০ পৃষ্ঠার পর

মামলাকারী জুকারবার্গ আমেরিকার ইন্ডিয়ানার বাসিন্দা। তিনি মারিয়ন সুপিরিয়র কোর্টে মামলা করেছেন।

সেখানে তিনি জানিয়েছেন, ১১ হাজার ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় আট লক্ষ টাকা) খরচ করে ফেসবুকে একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তিনি। চুক্তিভঙ্গ করে ফেসবুক সংস্থা সেই বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, খরচ করে কেউ রাস্তার পাশে হোর্ডিং লাগাল। তার পর তাতে কম্বল চাপিয়ে দেওয়া হল। আমার সঙ্গেও এ রকমই হয়েছে।

কোর্টে মামলাকারী আরও দাবি করেছেন, নিজের পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে সচিত্র পরিচয়পত্র, ক্রেডিট কার্ডের মতো নথি, নিজের বহু ছবি দাখিল করেছেন। তিনি সওয়াল করে জানিয়েছেন, ফেসবুক কর্তা জুকারবার্গ পৃথিবীতে বিখ্যাত হওয়ার আগে থেকেই তিনি নিজের এই নামে পরিচিত ছিলেন। এই নিয়ে ফেসবুককে বার বার জানিয়েছেন। কিন্তু তার পরেও তারা কান দেননি।

চলতি বছর মে মাসে আবার তাঁর অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানান জুকারবার্গ। তিনি এই নিয়ে মামলা করার পরে আবার সেই অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হয়েছে। সংস্থার তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'ভুলবশত' জুকারবার্গের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার পরে চালুও করা হয়েছে। এই বিষয়ে জুকারবার্গ যে ধৈর্য দেখিয়েছেন, তাকে কুর্নিশ জানিয়েছে সংস্থা। ভবিষ্যতে যাতে আর সমস্যা না হয়, সে দিকে নজর রাখা হবে বলেও জানিয়েছে তারা। নিজের নামের কারণে গত কয়েক বছরে কী কী সমস্যায় পড়েছেন, একটি ওয়েবসাইট খুলে তা প্রকাশ করেছেন জুকারবার্গ।

ভোটার আইডি কার্ড না দেখিয়ে

৫০ পৃষ্ঠার পর

জারি করবেন, যাতে প্রতিটি ভোটারের জন্য ভোটার পরিচয়পত্র (ভোটার আইডি) বাধ্যতামূলক করা হবে।

ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'প্রতিটি ভোটের জন্য অবশ্যই ভোটার আইডি থাকতে হবে। কোনো ব্যতিক্রম নয়! আমি এ বিষয়ে একটি নির্বাহী আদেশ জারি করতে যাচ্ছি।'

ট্রাম্প আরও বলেন, শুধু গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিরা এবং দেশের বাইরে অবস্থানরত সেনারা ডাকযোগে ভোট দিতে পারবে। অন্য কেউ নয়।

বিগত বছরগুলোয় ট্রাম্প ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বন্ধের দাবিও তুলেছেন। তিনি কাগজের ব্যালট ও হাতে গণনার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু নির্বাচনী কর্মকর্তারা বলছেন, এ প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং মেশিনে গণনার তুলনায় কম নির্ভুল।

চলতি আগস্টের শুরুর দিকে ট্রাম্প অঙ্গীকার করেছিলেন, তিনি ডাকযোগে ভোট ও ভোটিং মেশিন ব্যবহারের অবসান ঘটাতে নির্বাহী আদেশ জারি করবেন। এটি ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে কার্যকর করার কথা রয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল নির্বাচন রাজ্যের অধীনে হয়। ফলে সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের এমন পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা আছে কি না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

২০২৬ সালের ৩ নভেম্বরের নির্বাচন হবে ট্রাম্পের জানুয়ারি মাসে ক্ষমতায় ফেরার পর তাঁর নীতি ও শাসনব্যবস্থার ওপর প্রথম জাতীয় গণভোট। এ নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা চেষ্টা করবে প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে রিপাবলিকানদের প্রভাব ভাঙতে, যাতে ট্রাম্পের অভ্যন্তরীণ নীতি বাস্তবায়নে বাধা দেওয়া যায়।

এআইয়ের সঙ্গে সন্তানের মতো

৫০ পৃষ্ঠার পর

চলতি বছরের শুরুর দিকে হোয়াইট হাউসের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষাসংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠানটি ছিল এ নিয়েই। সেখানে মেলানিয়া বলেন, 'আমাদের ভবিষ্যৎ আর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির মতো নেই। প্রাথমিক এই পর্যায়ে আমাদের কর্তব্য হলো এআইয়ের সঙ্গে নিজেদের সন্তানের মতো আচরণ করা। এআইয়ের ক্ষমতায়ন করা, তবে সতর্ক দিকনির্দেশনার মধ্য দিয়ে।'

জানুয়ারিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসার পর আগের তুলনায় বেশ সক্রিয় হয়েছেন মেলানিয়া। এখন তিনি মূলত নজর দিচ্ছেন শিশুদের ওপর। এ ছাড়া ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে হাতে নেওয়া 'বি বেস্ট' উদ্যোগ নিয়েও কাজ করছেন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ ও সাইবার জগতে হয়রানি ও আফিমজাতীয় ওষুধের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া।

আমেরিকায় বড় সাইবার হানা!

৫ পৃষ্ঠার পর

করেছিল চিনা হ্যাকারগোষ্ঠী। তদন্তকারীরা গত সপ্তাহে এ নিয়ে যৌথ ভাবে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে, যতটা ভাবা হয়েছিল, 'সল্ট টাইফুন'-এর হাত তার চেয়েও লম্বা। যে পরিমাণ তথ্য তারা চুরি করে নিয়েছে, তা হোয়াইট হাউসের বড় উদ্বেগের কারণ হতে পারে। ওই তথ্যের সাহায্যে চিনের গোয়েন্দারা বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে রাজনীতিবিদ, গুপ্তচরের উপর নজর রাখতে পারবেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যমে দাবি, চিনের সরকারই এই হ্যাকারদের মদত দিচ্ছে। তাদের নিশানায় শুধু টেলিযোগাযোগ সংস্থাই নয়, বিভিন্ন দেশের সরকার, পরিবহণ, আবাস এবং সামরিক কাঠামোও রয়েছে।

চিনা হ্যাকারদের হাত থেকে নিস্তার পাননি খোদ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিংবা ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সও। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, গত বছর আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ট্রাম্প যখন পুরোদমে প্রচার করছেন, সেই সময়ে তাঁর ফোনে আড়ি পাতা হয়েছিল। ভান্সের ফোনের কথোপকথনও শুনে ফেলেছে হ্যাকারেরা। এ ছাড়া, 'এনক্রিপ্টেড' বা সংরক্ষিত নয়, এমন লিখিত কথোপকথনেও তারা আড়ি পেতেছে। শুধু রিপাবলিকান নয়, আমেরিকার ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতারাও তাদের নিশানায় ছিলেন।

তদন্তকারীদের যৌথ বিবৃতিতে আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, ফিনল্যান্ড, জার্মানি, ইটালি, জাপান এবং স্পেনের স্বাক্ষর রয়েছে। ব্রিটেন এবং আমেরিকার আধিকারিকেরা এই সাইবার হানাকে 'অসংযত' এবং 'নির্বিচার' বলে উল্লেখ করেছেন। বিশেষজ্ঞদের দাবি, বিশ্বব্যাপী প্রভাব খাটানোর যে আকাঙ্ক্ষা চিনের রয়েছে, এই সাইবার হানা তার পরিচায়ক। মনে করা হচ্ছে, ২০১৯ থেকে সক্রিয় চিনের 'সল্ট টাইফুন'। শুধু আমেরিকারই অন্তত ছ'টি বড় বড় টেলিযোগাযোগ সংস্থার নেটওয়ার্কে ঢুকে পড়েছিল তারা। কে কার সঙ্গে ফোনে কী কথা বলেছেন, সব শোনা হয়েছে। এর আগেও আমেরিকার অনেক বড় বড় সংস্থায় সাইবার হামলা চালিয়েছিল চিন। ২০২১ সালে জো বাইডেন প্রশাসন অভিযোগ করেছিল, মাইক্রোসফ্টের ইমেল ব্যবস্থা ব্যবহার করে বিশ্বে নজরদারি চালাচ্ছে চিন। এ ছাড়া রুশ হ্যাকারদের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে আমেরিকা থেকে। তবে 'সল্ট টাইফুন' নিয়ে হোয়াইট হাউসের চিন্তা বাড়ছে।

টেসলার নতুন প্রস্তাবে বিশ্বের প্রথম

৫০ পৃষ্ঠার পর

কোম্পানির প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পারেন। প্রস্তাবিত প্যাকেজ অনুযায়ী, নির্দিষ্ট আর্থিক লক্ষ্য অর্জিত হলে মাস্ককে দেওয়া হবে অতিরিক্ত ৪২৩ দশমিক ৭ মিলিয়ন টেসলা শেয়ার। বর্তমান বাজারদরে এর মূল্য দাঁড়াবে প্রায় ১৪৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারে।

তবে এই শেয়ার হাতে পাওয়ার শর্ত হচ্ছেড়আগামী বছরগুলোতে টেসলার বাজারমূল্য নাটকীয়ভাবে বেড়ে ৮ দশমিক ৫ ট্রিলিয়নে পৌঁছাতে হবে। এর ফলে বর্তমানের তুলনায় শেয়ারগুলোর দামও কয়েক গুণ বেড়ে বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হবেন মাস্ক। বর্তমানে টেসলার বাজারমূল্য ১ দশমিক ১ ট্রিলিয়ন ডলার, যা এনভিডিয়ার তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে ৪ দশমিক ১৭ ট্রিলিয়ন বাজারমূল্যের এনভিডিয়া বিশ্ববাজারে সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানি। টেসলার পক্ষ থেকে শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া নথিতে মাস্কের এ পেমেন্ট পরিকল্পনার পাশাপাশি আরও একটি প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, টেসলা যেন মাস্কের মালিকানাধীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিষ্ঠান এক্সএআইয়ে বিনিয়োগ করে। এক্সএআই সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (পূর্বে টুইটার) কিনে নিয়েছে। ২০২২ সালে মাস্ক ব্যক্তিগতভাবে ৪৪ বিলিয়ন ডলারে মাধ্যমটি অধিগ্রহণ করেছিলেন। ০৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সিএনএন জানিয়েছে, বর্তমানে মাস্ক টেসলার ৪১০ মিলিয়ন শেয়ারের মালিক, যার বাজারমূল্য ১৩৯ বিলিয়ন ডলার। স্পেসএক্স, এক্সএআই ও অন্যান্য কোম্পানির শেয়ারের কারণে তিনি ইতিমধ্যে বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তি। ব্লুমবার্গের তথ্যমতে তাঁর সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৩৭৮ বিলিয়ন ডলার।

এর আগে ২০১৮ সালে মাস্ককে দেওয়া আরও একটি শেয়ার অপশন প্যাকেজ আদালত অবৈধ ঘোষণা করে বাতিল করেছিলেন। তবু শেয়ারহোল্ডারেরা বারবার তাঁর পক্ষে ভোট দিয়েছেন। সর্বশেষ প্রচেষ্টায় মাস্ক বর্তমানে টেসলার মোট শেয়ারের প্রায় ১৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে টেসলার শেয়ার প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে রেকর্ড উচ্চতায় উঠলেও রাজনৈতিক সম্পর্ক, বিক্ষোভ ও বিক্রি কমে যাওয়ার কারণে পরে শেয়ারের দর পড়ে যায়। বর্তমানে কিছুটা পুনরুদ্ধার হলেও গত ডিসেম্বরের শীর্ষ অবস্থান থেকে এখনো ২৬ শতাংশ নিচে রয়েছে।

মূল আকর্ষণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বিভক্ত ফোবানার নামে তিন সম্মেলনের সমাপ্তি

৫০ পৃষ্ঠার পর

ছিলো তথা কথিত 'কমিউনিটির কল্যাণে ভালো কাজের স্বীকৃতি' স্বরূপ 'অ্যাওয়ার্ড/প্ল্যাক' প্রদান পর্ব। সম্মেলনগুলোর অনুষ্ঠানগুলোতে মূলধারার রাজনীতিক ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন। ৩১ আগষ্ট, রোববার রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভক্ত তিনটি সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। এদিকে বিভক্ত ফোবানার তিনটি সম্মেলনের স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী বছরও পৃথক তিনটি স্থানে ৪০তম ফোবানা সম্মেলন আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আটলান্টা সম্মেলন থেকে আগামী বছরের (২০২৬) সম্মেলন ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসে এবং ২০২৭ সালের সম্মেলনের জন্য টেক্সাসের হিউস্টন আর মন্ট্রিয়ল সম্মেলন থেকে আগামী সম্মেলন (২০২৬) ফ্লোরিডায় হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অপরদিকে নায়াগ্রা ফলস সম্মেলনের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় নতুন কমিটি (আংশিক) গঠন করা হলেও আগামী বছর সম্মেলনের নতুন ভেন্যু কোথায় হবে বা আয়োজক সংগঠন হবে কোন সংগঠন সে ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। উল্লেখ্য, উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের এক ছাতার নীচে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন 'ফোবানা' প্রতিষ্ঠা হয়। বৃহৎ এই সংগঠনটি তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশ ও প্রবাসের একটি 'আইকনিক' সংগঠনে পরিণত হলেও পরবর্তীতে নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত ইগো, রাজনৈতিক মতপার্থক্য সহ ফোবানা গঠনতন্ত্র না মানার কারণে সংগঠনটি বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর বিভক্তির ফলে ফোবানা হারিয়েছে তার ঐতিহ্য। সাধারণ প্রবাসীদের একটিই দাবী যেকোন মূল্যে ঐক্যবদ্ধ ফোবানা।

জমজমাট আটলান্টা ফোবানা সম্মেলন

'বাংলা ধারা' আয়োজিত আটলান্টায় অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী ফোবানা সম্মেলন শুরু হয় ২৯ আগষ্ট শুক্রবার। ৩১ আগষ্টরোববার সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে। 'গ্যাস সাউথ কনভেনশন সেন্টার'-এ আয়োজিত এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে জমজমাট ফোবানা আয়োজন এটি। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী এতে যোগ দেন। ফলে সম্মেলনটি জমজমাট হয়ে উঠে।

৩০ আগষ্ট শনিবার সকালে ফোবানা সম্মেলনের বিজনেস নেটওয়ার্ক পর্বে আলোচনায় অংশ নিয়ে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের লেফটেন্যান্ট গভর্নর বার্ট জোনস বলেছেন, শুধু জর্জিয়াতেই নয়, সর্বত্রই বাংলাদেশীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় কমিউনিটি। ফোবানার মাধ্যমে আটলান্টার গ্যাস সেন্টারে বাংলাদেশীদের যে সমাবেশ ঘটেছে তা এ কমিউনিটির ঐক্য ও সংহতির প্রমাণ বহন করে। এর আগে লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফোবানা সম্মেলনের প্রধান মঞ্চ এবং বিভিন্ন হল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা স্টল ঘুরে দেখেন। তিনি আয়োজকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং অভিবাদন বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে কি-নোট স্পিকার ছিলেন বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ভেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (বিডা) চেয়ারপারসন আশিক চৌধুরী।

বিজনেস নেটওয়ার্ক লাঞ্চে সভাপতিত্ব করেন হোস্ট কমিউনিটির চেয়ারপার্সন ডিউক খান। এসময় বক্তব্য রাখেন আবীর আলমগীর, মোহাম্মদ আলমগীর, মাহবুবুর রহমান ভুইয়া ও নাহিদুল খান সাহেল। আলোচনা পর্বে আরও মতবিনিময় করেন ফোবানা লোকাল কমিটির প্রেসিডেন্ট ডিউক খান, ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ডিএম সালাউদ্দিন মাহমুদ, মায়ামির কনসাল জেনারেল মিস সেহেলি সাবরিন, জর্জিয়া স্টেট সিনেটর গেইভ ওকিই, ষ্টেট সিনেটর শেখ রহমান, ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান রেহান রেজা, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি গোলাম ফারুক ভুইয়া, ফোবানা'র সিনিয়র কো-কনভেনর কাজী নাহিদ, চীফ কো-অর্ডিনেটর এম মৌলা দিলু, কাব্য জলসা ও সাহিত্য সভা কমিটির চেয়ারম্যান আবু লিয়াকত হুসেন প্রমুখ। সংস্কৃতিক পর্বে দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পরা সঙ্গীত পরিবশেন করেন। এছাড়াও প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠনের শিল্পীরা দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন।

আটলান্টার ৭জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ফোবানা স্কলারশিপ দেয়া হয়। মুল মঞ্চে তাদের হাতে তুলে দেয়া হয় স্কলারশিপের চেক। এবারের সম্মেলনে সায়েন্স ফেয়ার, বইমেলা, কাব্য জলসাসহ ১৪টি বিষয়ভিত্তিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আয়োজকরা জানান।

কাব্যজলসা: এই সম্মেলনে বর্ণাঢ্য কাব্য জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কবি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আবু লিয়াকত হুসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন রিজোয়ান আহমেদ হৃদয়। কাব্যজলসার প্রধান অতিথি ছিলেন কবি ও বাচিক শিল্পী ড. ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়। তিনি বলেন, প্রবাসের মাটিতেও কবিতা মানুষের হৃদয়ে নতুন বীজ বোনে। কাব্যই পারে ভিন্ন সংস্কৃতিকে একত্র করতে। আলোচনা করেন, বক্তব্য রাখেন এবং কবিতা পাঠে অংশ নেন রাশেদ চৌধুরী, মৃদুল রহমান, জুয়েল সাদাত, কৃষ্ণ রয়, পংকজ কুমার, হেলাল উদদীন রানা, জাফরিন ফরিদ, সোহানা তুলি, সেলিনা মলি, ইকবাল এমদাদ জুয়েল, জুনায়েদ আকতার, আনিস আহমেদ, জাকিয়া তৌফিক, নাসিম জাফর, সরোয়ার কামাল,কাকলি বিশ্বাস, মাহমুদ মোরশেদ আনোয়ার, মোস্তাফিজুর রহমান, নাহিদ শারমিন, আবীর আলমগীর, সুমিত্রা পন্ডিত, ফাহমিদা হোসেন শম্পা, তামান্না জেসমিন এবং ওমর কায়সার। কাব্য জলসা অনুষ্ঠানে তিনটা বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

বিগত বছরগুলোর মতো এবারো সম্মেলনে কমিউনিটিতে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ অবদানের জন্য বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য ফোবানা আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে হোপ ফাউন্ডেশন (ফ্লোরিডা)। ফোবানা'র কাজে বিশেষ অবদানের জন্য ফোবানা আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন মোহাম্মদ আলমগীর (ভার্জিনিয়া)। সেরা কালচারাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আটলান্টার উদীচী এবং শিকাগোর বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব শিকাগোল্যান্ড। আটলান্টায় অনুষ্ঠিত ফোবানা সম্মেলনে ব্যবস্থাপনার ত্রুটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শনিবার রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হলের ধারণক্ষমতার (১৭০০) চাইতে বেশী টিকেট কিংবা ভলান্টিয়ার পাশ বিতরণ। ফলে স্থানীয়ফায়ার ডিপার্টমেন্টের নির্দেশে হলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে ঐদিনের নার্ধারিত শিল্পী প্রীতম হাসান পরদান রবিববার ৩১ আগষ্ট দুপুরে গান পরিবেশন করেন।

নতুন কমিটি ঘোষণা: ফোবানা'র আটলান্টা সম্মেলনের শেষ দিন রোববার ফোবানার আগামী ২০২৫-২০২৬ কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। সংশ্লিস্টরা জানান, ফোবানা'র সাধারণ সভার পর গঠনতন্ত্র অনুয়ায়ী প্রতিবছরই ৩১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

এবার ৬১টি সদস্য সংগঠন তাদের ভোটের মাধ্যমে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি নির্বাচিত করেছেন। কমিটির চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন রবিউল করিম বেলাল (পেনসেলভেনিয়া), ভাইস চেয়ারপারসন- এম রহমান জহির (ফ্লোরিডা), এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী- খালেদ রউফ (শিকাগো), জয়েন এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী- এনথনি পিউস গোমেজ (ভার্জিনিয়া), ট্রেজারার- মহিন উদ্দিন দুলাল (আটলান্টা)। এছাড়াও ৯জন আউট ল' স্ট্যান্ডিং মেম্বার ও ১৭টি সংগঠন এক্সিকিউটিভ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

এদিকে সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৬ সালের ফোবানা সম্মেলন অর্থাৎ ৪০তম অনুষ্ঠিত হবে ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে। আয়োজক সংগঠনের দায়িত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া। আর ৪১তম ফোবানা সম্মেলন অর্থাৎ ২০২৭ সালের ফোবানা সম্মেলন হবে টেক্সাসের হিউস্টন শহরে। আয়োজক সংগঠনের দায়িত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার হিউস্টন।

বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

মূল আকর্ষণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বিভক্ত ফোবানার নামে তিন সম্মেলনের সমাপ্তি

গানে গানে আনন্দমুখর, ব্যবস্থাপনার দুর্বল নায়াগ্রা ফলস ফোবানা সম্মেলন :

বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্য নায়াগ্রা ফলসের শহর নিউইয়র্কের নায়াগ্রা ফলসে অনুষ্ঠিত হলো ফোবানার একংশের তিনদিনব্যাপী সম্মেলন। স্থানীয় 'শেরাটন নায়াগ্রা ফলস'-এ ২৯ আগষ্ট শুক্রবার এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান। এ সম্মেলনে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মর্তুজা অতিথি হিসেবে যোগ দেন। উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ। সঞ্চালনায় ছিলেন এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী কাজী আজম।

সম্মেলনে ড. সলিমুল্লাহ খান তার বক্তব্যে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিঃশর্তভাবে সর্মথনের কথা উল্লেখ করে বলেন, আজকের বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে দেশ ও প্রবাসের সকল বাংলাদেশীকে এগিয়ে আসতে হবে। তা নাহলে ৩৬ জুলাইয়ের অর্জন হারিয়ে যাবে। শত বছর পিছিয়ে যাবে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

সম্মেলনের বিভিন্ন পর্বে আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়াও ফোবানার কর্মকর্তা মোহাম্মদ হোসেন খান, গিয়াস আহমেদ, আলী ইমাম মজুমদার, আবু জোবায়ের দারা, মইনুল হক চৌধুরী হেলাল, ফিরোজ আলম, তারেক হাসান খান, নিশান রহীম, শাহাব উদ্দিন সাগর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এই সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী আসিফ আকবর, প্রীতম হাসান, প্রতিক হাসান, আতিয়া আনিসা ও রেশমী মির্জা। এছাড়াও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে রানো নেওয়াজ, শাহ মাহবুব, কামরুজ্জামান বকুল, অনিক রাজ প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। উপস্থাপনায় ছিলেন শারমিন সিরাজ সোনিয়া। সম্মেলনের শেষ দিন ভেন্যুতে ছিলো দর্শক-শ্রোতাদের উপচেপড়া ভীড়।

সম্মেলন উপলক্ষে 'জলপ্রপাত' নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। এটি সম্পাদনা করেছেন ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ও সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর। ম্যাগাজিনের মোড়ক উম্মোচন করেন প্রধান অতিথি ড. সলিমুল্লাহ খান।

নাযাগ্রা ফলসে অনুষ্ঠিত ফোবানা সম্মেলণ ছিল একটু ব্যাতিক্রম সম্মেলনে স্থানীয় কোন হোষ্ট সংগঠন না থ াকায় সম্মেলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ দুর্বলতা গানে গানে আনন্দঘন সম্মেলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। নিউ ইয়র্ক থেকে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ করে নিয় যাওয়া হলেও তাদের প্রতি আয়োজকদের চরম অবহেলা ছিল কষ্টদায়ক ও অপমানজনক। আগত অতিথিদের অনেকে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সম্মেলনের প্রত্যেকদিনেই সঙ্কটে কাটিয়েছেন।

এদিকে নায়াগ্রা ফলস সম্মেলনের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় নতুন কমিটি (আংশিক) গঠন করা হলেও আগামী বছর সম্মেলনের নতুন ভেন্যু কোথায় হবে বা আয়োজক সংগঠন হবে কোন সংগঠন সে ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ২০২৬ সালের ফোবানা সম্মেলনের ভেন্যুর বিষয়ে নতুন কমিটি পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেবে। নায়াগ্রায় অনুষ্ঠিত ৩৯তম ফোবানা কনভেনশনের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আগামী ২০২৬-২০২৭ সালের জন্য গিয়াস আহমেদ চেয়ারম্যান, ফিরোজ আহমেদ এক্সিকিউটিভ মেম্বার সেক্রেটারী, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, শাহাব উদ্দিন সাগর জয়েন্ট এক্সিকিউটিভ মেম্বার সেক্রেটারী এবং ওয়াহিদ কাজী এলিন ট্রেজারার নির্বাচিত হয়েছেন। স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সদস্য পদাধিকার বলে সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ। নতুন কমিটির নির্বাচিত ছয় জন এবং তিন জন সাবেক চেয়ারম্যান যথ াক্রমে মোহাম্মদ হোসেন খান, আলী ইমাম, ডা. মাসুদুর রহমান ও সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ মিলে পূর্নাঙ্গ স্টিয়ারিং কমিটি গঠন এবং পরবর্তী কনভেনশনের স্থান পরে ঘোষণা করবেন বলে শাহাব উদ্দীন সাগর জানিয়েছেন।

তবে কানাডার একটি আর যুক্তরাষ্ট্রের দুটি রাজ্য থেকে আগামী বছর সম্মেলন আয়োজন করার দাবী করা হয় বলে সভা সূত্র জানায়।

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

মূল আকর্ষণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বিভক্ত ফোবানার নামে তিন সম্মেলনের সমাপ্তি

আবার ভাঙ্গনের সুর মন্ট্রিয়ল ফোবানায়ঃ

নানা আয়োজনে ফোবানা সম্মেলন কানাডার মন্ট্রিয়লে অনুষ্ঠিত হয়। এবার ফোবানার ৩৯তম আসরের আয়োজক ছিলো কানাডা বাংলাদেশ সলিডারিটি। ২৯ আগষ্ট শুক্রবার মন্ট্রিয়লে তিনদিনব্যাপী ফোবানার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ। সম্মেলন চলে ৩১ আগষ্ট রোববার রাত পর্যন্ত। সম্মেলনগুলোতে স্থানীয় শিল্প সহ বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। বাংলাদেশ, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে শুরু হয় তিনদিনব্যাপী ফোবানা সম্মেলন। শুক্রবার ফোবানার প্রথম দিনে গালা নাইটে পাঁচ শতাধিক আমন্ত্রিত অতিথি যোগ দেন বলেন আয়োজকরা দাবী করেন। ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন শহর থেকে এবং বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীরা। তাদের গল্প-আড্ডায় এক মেলবন্ধনের সৃষ্টি হয়। সম্মেলনের এবারের স্লোগান ছিলো ‘বাংলাদেশের ঐতিহ্যে আলোকিত মন্ট্রিয়ল’।

আয়োজকরা জানান, তিনদিনের অনুষ্ঠান থরে থরে সাজানো হয়েছিলো বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নানা অনুষ্ঠান। গান-নাচের পাশাপাশি ছিলো শিল্প, সাহিত্য ও অর্থনীতি নিয়ে সেমিনার। অনুষ্ঠানে আয়োজক কমিটির নেতৃবৃন্দকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। পরে সমবেত কণ্ঠে ফোবানার থিম সঙ গেয়ে শোনান সংগীত শিল্পীরা।

সম্মেলনের বিভিন্ন পর্বে বক্তব্য রাখেন ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী, এবারের সম্মেলনের কনভেনর জিয়াউল হক জিয়া, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী নিহাল রহিম প্রমুখ। সাংস্কৃতিক পর্বে দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা অংশ নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী তপন চৌধুরী, দিনাত জাহান মুন্নি, হাসান, বিন্দু কনা, মম ও আজমির কামাল, চিত্রনায়ক জায়েদ খান, অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া, নৃত্যশিল্পী ইতিশা প্রমুখ। বিভিন্ন পর্ব উপস্থাপনায় ছিলেন খন্দকার ইসমাইল। নতুন কমিটি ২০২৫-২০২৬ ঘোষণা: কানাডার মন্ট্রিয়লে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত ফোবানার সাধারণ সভায় ফোবানার নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রসঙ্গে মন্টিয়ল ফোবানার প্রধান নির্বাচন কমিশনার বেদারুল ইসলাম বাবলা জানান, মন্ট্রিয়ল ফোবানা ২০২৫ থেকে আগামীর ৪০তম ফোবানা ২০২৬ হতে যাচ্ছে ফ্লোরিডার ওলান্ডো। নতুন এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন জাহিদ হোসেন পিন্টু (ক্যালিফোর্নিয়া) এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক (মন্ট্রিয়ল)। এছাড়াও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী নেহাল রহিম (টেক্সাস), এজিএস, আমিনুল জিলানী কলিন্স (নিউইয়র্ক), কোষাধক্ষ্য সাহিদা হাই (নিউইয়র্ক)। নির্বাচন কমিশনার হিসাবে ছিলেন, বেদারুল ইসলাম বাবলা (প্রধান), কাজী মশহুরুল হুদা ও ইকবাল কবির (সদস্য)। অপরদিকে ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী জানান, ফোবানার সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিউইয়র্কের জাকারিয়া চৌধুরীকে পুনরায় চেয়ারম্যান, কানাডার দেওয়ান মনিরুজ্জামান-কে ভাইস চেয়ারম্যান, টেক্সাসের নেহাল রহিম কে এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী, নিউইয়র্কের আমিনুল ইসলাম কলিন্স কে জয়েন্ট এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয় বলে জাকারিয়া জানান।

তিনি আরো জানান যে, সভায় জাকারিয়া চৌধুরী কর্তৃক আনিত এক প্রস্তাবে ফোবানার গঠনতন্ত্রে নতুন একটি আর্টিকেল সংযোজন করা হয়। এতে বলা হয় বায়ান্নর মহান ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে বিশ্বাসী সংগঠনসমূহ-ই এই ফোবানার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। বেদারুল ইসলাম বাবলা ফোবানা কমিটি গঠন প্রসঙ্গে জাকারিয়া চৌধুরীর দাবী প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য না করে এই প্রতনিধিকে জানান, ফোবানার এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে গোপন ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। সেই নির্বাচনে জাহিদ হোসেন পিন্টু (ক্যালিফোর্নিয়া) এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান এবং জিয়াউল হক (মন্ট্রিয়ল) ভাইস প্রেসিডেন্ট। অন্যরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মনোনীত হন।

সভায় আগামী বছর ফোবানা সম্মেলনের হোস্ট সংগঠন হিসেবে নির্বাচিত হয় অরলেন্ডো বাংলাদেশ সমিতি, ফ্লোরিডা। খবর ইউএনএ’র।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

পরিচয় | PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1645, Saturday, September 06, 2025

মূল আকর্ষণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বিভক্ত ফোবানার নামে তিন সম্মেলনের সমাপ্তি

পরিচয় ডেস্ক : গত লেবার ডে উইকেন্ড (আগষ্ট ২৯, ৩০ ও ৩১) ঘিরে বিগত বছরগুলোর মতো এবারো নানা আয়োজনে বিভক্ত বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)-এর তিনটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো উত্তর আমেরিকার তিন রাজ্যে। গত ২৯, ৩০ ও ৩১ আগষ্ট অনুষ্ঠিত এবারের সম্মেলন ছিলো ৩৯তম ফোবানা কনভেনশন। এই তিনটি সম্মেলনের একটি সম্মেলন হয় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রাজ্যের নায়াগ্রা ফলসে, অপরটি হয় জর্জিয়া রাজ্যের আটলান্টায়। আরেকটি হলো কানাডার মনট্রিয়লে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুক্রবার (২৯ আগষ্ট) ফোবানা সম্মেলন তিনটি শুরু হয়। বিগত বছরগুলোর মতো এবছরের সম্মেলনগুলোতে সেমিনার, আলোচনা, কাব্য জলসা, মেলা প্রভৃতি থাকলেও তবে মূল আকর্ষণ ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঘিরে। এছাড়াও সম্মেলনগুলোতে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

দশ হাজারেরও বেশি গান কণ্ঠে তুলেছেন সাবিনা ইয়াসমিন

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের সংগীতজগতের অনন্য নাম সাবিনা ইয়াসমিন। পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে আধুনিক গান, বিশেষ করে সিনেমার গানে তার কণ্ঠ উপহার দিয়েছেন এ দেশের মানুষকে। তার গাওয়া গান বেজেছে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। ৩রা সেপ্টেম্বর ছিল এ মহান শিল্পীর জন্মদিন। ৭১ পেরিয়ে ৭২-এ পা রাখলেন তিনি। এখনো গান করে চলছেন কিংবদন্তি এ শিল্পী। ১৯৫৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করা এ গুণী শিল্পীর পৈতৃক নিবাস সাতক্ষীরায়। বাবা লুৎফর রহমান *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

টেসলার নতুন প্রস্তাবে বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার হতে পারেন ইলন মাস্ক

পরিচয় ডেস্ক : টেসলার শেয়ারহোল্ডারেরা যদি নতুন একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেন, তবে *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পকে বিতর্কে আসার জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন জোহরান মামদানি

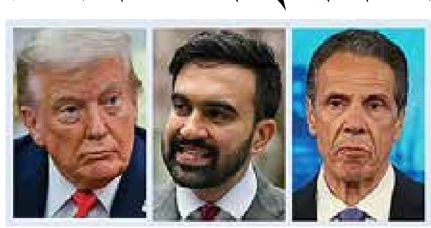

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জোহরান মামদানিকে বিতর্কের আহ্বান জানিয়েছেন অ্যান্ড্রু কুমো। তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ডেমোক্র্যাটপ্রার্থী জোহরান মামদানি ‘মাঝখানের ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে’ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সরাসরি বিতর্কের জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

সিবিএস নিউজ নিউইয়র্ক আগেই জানিয়েছিল যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও হোয়াইট হাউস বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন চাকরির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছে। এর ফলে মেয়র পদের লড়াইয়ে কেবল কুমো এবং মামদানিই থাকবেন।

কুমোর চ্যালেঞ্জ মামদানিকে, মামদানির চ্যালেঞ্জ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে

ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাথমিক বাছাইয়ের পরাজিত হয়েছে নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়ছেন অ্যান্ড্রু কুমো। গতকাল বৃহস্পতিবার তিনি একটি বক্তব্য দিয়ে মেয়র পদের লড়াইয়ে উত্তেজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। তিনি শুধু মামদানিকে কয়েকটি বিতর্কের *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

নাম বিভ্রাটে অ্যাকাউন্ট বন্ধ, মেটার বিরুদ্ধে মামলা করলেন আরেক মার্ক জুকারবার্গ!

পরিচয় ডেস্ক : মার্ক জুকারবার্গের সংস্থা মেটার বিরুদ্ধে মামলা করলেন মার্ক জুকারবার্গ! শুনে প্রথমে চমকে গেলেও পরে বিষয়টি ঠিকঠাকই লাগবে। নাম এক হলেও ব্যক্তি দুই জন আলাদা। এই মার্ক জুকারবার্গ এক জন আইনজীবী। তার অভিযোগ, গত আট বছর পাঁচ বার তাঁর অ্যাকাউন্ট ব্লক করেছে ফেসবুক। দাবি করেছে, তিনি অন্য কেউ হওয়ার ভান করছেন। মামলাকারীর অভিযোগ, এর ফলে শুধু যে তাঁর পেশার ক্ষতি হয়েছে, তা নয়, হাজার হাজার ডলার রোজগারও হারিয়েছেন। *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

ভোটার আইডি কার্ড না দেখিয়ে কেউ ভোট দিতে পারবে না জানালেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে আগামীতে নির্বাচনে ভোট দিতে হলে বাধ্যতামূলক ভোটার আইডি থাকতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত ৩০ আগষ্ট শনিবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, তিনি একটি নির্বাহী আদেশ জারি করবেন, যাতে প্রতিটি ভোটারের জন্য ভোটার পরিচয়পত্র (ভোটার আইডি) বাধ্যতামূলক করা হবে।

ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘প্রতিটি ভোটের জন্য অবশ্যই ভোটার আইডি থাকতে হবে। কোনো ব্যতিক্রম নয়! আমি এ বিষয়ে একটি নির্বাহী আদেশ জারি করতে যাচ্ছি।’ ট্রাম্প আরও বলেন, শুধু গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিরা এবং দেশের বাইরে অবস্থানরত সেনারা ডাকযোগে ভোট দিতে পারবে। অন্য কেউ নয়।ে

াট দিতে হলে বাধ্যতামূলক ভোটার আইডি থাকতে হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, তিনি একটি নির্বাহী আদেশ *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

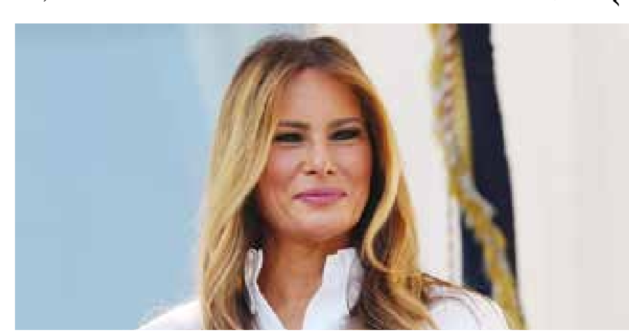

এআইয়ের সঙ্গে সন্তানের মতো আচরণ করতে হবে বললেন মেলানিয়া ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : রোবট এখানে চলে এসেছে। ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পরিচালিত দশকগুলোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শিশুদের প্রস্তুত করাটা আমাদের দায়িত্ব।’ গত ৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে এক অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলেন মার্কিন ফার্স্টলেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। সাধারণত তাঁকে এ ধরনের অনুষ্ঠানে দেখা যায় না বললেই চলে। *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*